শারদীয়া স্বর্ণ সম্ভার ২০২০
৯ থেকে ২২ অক্টোবর
(প্রতিদিন দোকান খোলা)
শ্যাম সুন্দর কোং
জুয়েলার্স
সবার সাদর আমন্ত্রণ

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

গৌরবের ৬৭ তম বছর

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 11 October, 2020 ■ আগরতলা, ১১ অক্টোবর ২০২০ ইং ■ ২৪ আশ্বিন, ১৪২৭ বঙ্গাব্দ, রবিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

সিস্টার Sister মশলা
নিশ্চিন্তের প্রতীক
গুঁড়া মশলা
অল্পতেই যথেষ্ট
সিস্টার
স্বাদ ও গুনমানে প্রতি ঘরে ঘরে

মহিলাদের উপর অত্যাচারের ঘটনায় লাগাম টানতে কেন্দ্রের নতুন নির্দেশিকা রাজ্যগুলিকে

নয়াদিল্লী, ১০ অক্টোবর।। হাথরস-কাণ্ড নিয়ে গোটা দেশ তোলপাড়। সেই আবহে মহিলাদের উপর অত্যাচারের ঘটনায় লাগাম টানতে রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলিকে নতুন করে নির্দেশিকা পাঠাল কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক। মহিলাদের উপর ঘটা প্রতিটি অপরাধের ক্ষেত্রে পুলিশি পদক্ষেপ বাধ্যতামূলক বলে ওই নির্দেশে বলা হয়েছে।

পদক্ষেপে গাফিলতি হলে কড়া হাতে তা মোকাবিলা করা হবে বলেও হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়েছে। সম্প্রতি উত্তপ্রদেশের হাথরসের বুলগড়হী গ্রামে ঘটে যাওয়া ঘটনার পর কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের এই নির্দেশিকা তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মনে করা হচ্ছে।ওই নির্দেশিকায় মহিলা সংক্রান্ত যে কোনও অপরাধের ক্ষেত্রে মূলত তিনটি বিষয়ে জোর দেওয়া হয়েছে।

পুলিশে অভিযোগ (এফআইআর) দায়ের বাধ্যতামূলক। ৬০ দিনের মধ্যে অভিযোগের তদন্ত শেষ করা। ধর্ষণের অভিযোগের ক্ষেত্রে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে অনুমতি নিয়ে পেশাদার চিকিৎসককে দিয়ে ডাক্তারি পরীক্ষা সেরে ফেলা।

অভিযুক্তের বিরুদ্ধে প্রশাসনিক পদক্ষেপ নিতে ব্যর্থ হলে সংশ্লিষ্ট আধিকারিকের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়ার হুঁশিয়ারি দিয়েছে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক। বলা হয়েছে, বাধ্যতামূলক পদক্ষেপগুলি মেনে চলতে ব্যর্থ হলে বিচারের ক্ষেত্রে তা ভাল হবে না, বিশেষ করে নারী নিরাপত্তার প্রশ্নে। গত কয়েক দিন আগেই সামনে এসেছে ন্যাশনাল ক্রাইম রেকর্ড ব্যুরো

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাজ্যে আসছেন নয়াদিল্লিস্থিত বাংলাদেশের হাই কমিশনার ঘুরে দেখবেন বিভিন্ন প্রকল্প

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ অক্টোবর।। সস্ত্রীক ত্রিপুরা সফরে আসছেন নয়াদিল্লিস্থিত বাংলাদেশের হাই কমিশনার মহম্মদ ইমরান। সাথে থাকবেন ফার্স্ট সেক্রেটারিও। চারদিনের ত্রিপুরা সফরে তিনি ভারত-বাংলাদেশ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রকল্পের কাজের অগ্রগতি ঘুরে দেখবেন। সম্প্রতি ত্রিপুরা সফর করে গেছেন ঢাকা স্থিত ভারতীয় হাই কমিশনার বিক্রম দুরাইস্বামী। এর পরই বাংলাদেশ হাই কমিশনারের ত্রিপুরা সফর যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মনে করা হচ্ছে। কারণ, দুই দেশের প্রধানমন্ত্রী চাইছেন ত্রিপুরায় ভারত-বাংলাদেশের চলমান প্রকল্পের কাজ অতি দ্রুত সম্পন্ন হোক।

আগামী ১২ অক্টোবর সস্ত্রীক ত্রিপুরায় আসবেন নয়াদিল্লিস্থিত বাংলাদেশের হাই কমিশনার মহম্মদ ইমরান। এদিনই তিনি ত্রিপুরার রাজ্যপাল এবং মুখ্যমন্ত্রীর সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ করবেন। ১৩ অক্টোবর থেকে তিনি বিভিন্ন প্রকল্পের কাজের অগ্রগতি ঘুরে দেখা শুরু করবেন। বিলোনিয়ায় মুহুরী চর এবং মুহুরী ঘাট ল্যান্ড পোর্ট, সাব্রুম-এ নির্মাণাধীন ফেনী মৈত্রী ব্রিজ, বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল, সাব্রুম রেল স্টেশন, শ্রীমন্তপুর ল্যান্ড কাস্টম এবং গোমতী নদী বন্দর এবং আখাউড়া-আগরতলা রেলপথ নির্মাণ প্রকল্প-র কাজের অগ্রগতি ঘুরে দেখবেন তিনি। ১৫ অক্টোবর তিনি দিল্লি-র উদ্দেশ্যে রওয়ানা দেবেন।

কোভিড-১৯ ঃ নির্বাচনী প্রচারের কিছু নিয়ম সংশোধন করল কমিশন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ অক্টোবর।। কোভিড-১৯ নির্বাচনী প্রচারের কিছু নিয়ম সংশোধন করা হল। কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে নির্বাচন সম্পন্ন করার ব্যাপারে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের এবং রাজ্যকেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের মুখ্য নির্বাচন আধিকারিকদের অভিমত গ্রহণ করার পর ভারতের নির্বাচন কমিশন কিছু নির্দেশিকা জারি করেছিল গত ২১.০৮.২০২০ তারিখে। নির্বাচন কমিশন বিহারে বিধানসভা নির্বাচনের প্রাককালে প্রস্তুতি নিয়ে ৩০.০৯.২০২০ তারিখে জাতীয় ও রাজ্য স্তরের রাজনৈতিক দলগুলির সাথে বিস্তারিত আলোচনা করে।

কমিশনকে জানানো হয় যে, কোভিড-১৯ সম্পর্কিত নিরাপত্তামূলক নিয়ম মেনে নির্বাচনী প্রচারের জন্য স্থান চিহ্নিত করা হয়েছে এবং জনসভার জন্যও উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। এ সম্পর্কিত বিষয়ে সচেতনতামূলক প্রচারও করা হয়েছে। উপ-নির্বাচনের জন্যও এরকম ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। পরিস্থিতির পর্যালোচনায় নির্বাচন কমিশনের আধিকারিকগণ বিহার সফর করেছেন এবং ভার্চুয়াল বৈঠক করেছেন। এসব বিষয়কে বিবেচনা করে নির্বাচন কমিশন এখন শান্তিপূর্ণ অবাধ ও স্বচ্ছ নির্বাচন অনুষ্ঠিত করার লক্ষ্যে স্টারদের নিয়ে নির্বাচনী প্রচারের ক্ষেত্রে কিছু কিছু নিয়ম সংশোধন করেছে যা সমস্ত চলতি এবং কোভিড-১৯ চলাকালীন সময়ে আগামী নির্বাচনগুলির ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হবে। সমস্ত জাতীয় রাজ্য স্তরের রাজনৈতিক দলগুলির নির্বাচনী প্রচারে স্টার প্রচারকের সংখ্যা ৪০-এর বদলে ৩০ হবে এবং অস্বীকৃত কিন্তু রেজিস্টার রাজনৈতিক দলের ক্ষেত্রে স্টার প্রচারকের সর্বোচ্চ সংখ্যা হবে ২০ জনের পরিবর্তে ১৫ জন।

সেই অনুযায়ী স্টার প্রচারকের তালিকা জমা করার মেয়াদ বিজ্ঞপ্তি জারির তারিখ থেকে ৭দিন থেকে বাড়িয়ে ১০দিন করা হয়েছে। যে সমস্ত রাজনৈতিক দল ইতিমধ্যে তাদের স্টার প্রচারকের তালিকা জমা দিয়েছেন তাদেরকে উল্লিখিত সময়ের মধ্যে পুনরায় সংশোধিত তালিকা জমা দিতে বলা হয়েছে। স্টার প্রচারকের প্রচারের সময়ের ৪৮ ঘন্টা আগে সংশ্লিষ্ট জেলা নির্বাচন কর্তৃপক্ষের অনুমোদনের জন্য আবেদনপত্র জমা দিতে হবে যাতে প্রয়োজনীয় নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা নেওয়া যায়। নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে সংবাদটি জানানো হয়েছে।

রাজ্যের নয়া স্বাস্থ্যসচিব জিতেন্দ্র কুমার সিনহা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ অক্টোবর।। ত্রিপুরায় নয়া স্বাস্থ্যসচিবের দায়িত্ব নিচ্ছেন আইএএস আধিকারিক জিতেন্দ্র কুমার সিনহা। তিনি অতিরিক্ত মুখ্যসচিব এবং স্বাস্থ্য দফতরের সচিব এসকে রাকেশের স্থলাভিষিক্ত হবেন। পাশাপাশি মুখ্যমন্ত্রীর প্রধানসচিব এবং অর্থ দফতরের অতিরিক্ত দায়িত্বও পালন করবেন তিনি।

প্রসঙ্গত, বর্তমান স্বাস্থ্যসচিব এসকে রাকেশ স্বেচ্ছা অবসরের আবেদন জানিয়েছেন। তাঁর আর্জি মঞ্জুর হয়েছে। তিনি ১ নভেম্বর স্বেচ্ছা অবসরে যাচ্ছেন। তাই নয়া স্বাস্থ্যসচিবে দায়িত্ব দেওয়া হচ্ছে জিতেন্দ্র সিনহাকে।

রাজ্য সরকারের সাধারণ প্রশাসন এক বিজ্ঞপ্তি জারি করে জানিয়েছে, ত্রিপুরা ক্যাডারের ১৯৯৬ ব্যাচের আইএএস আধিকারিক জিতেন্দ্র কুমার সিং কেন্দ্রীয় ডেপুটেশন থেকে ত্রিপুরায় প্রধানসচিবের দায়িত্ব নিচ্ছেন। তিনি মুখ্যমন্ত্রীর দফতর, স্বাস্থ্য দফতর এবং অর্থ দফতরের দায়িত্ব সামলাবেন। ফলে, বর্তমানে অর্থ দফতরের দায়িত্বে থাকা মুখ্যসচিবকে ওই দফতরের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেওয়া হচ্ছে। তেমনি

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাজ্যে মৃদু ভূকম্পন অনুভূত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ অক্টোবর।। ত্রিপুরা সহ উত্তর পূর্ব রাজ্যগুলিতে মৃদু ভূকম্পন অনুভূত হয়েছে শনিবার রাতে। সাথে বাংলাদেশের কিছু অংশেও ভূকম্পন অনুভূত হয়েছে। ন্যাশনাল সেন্টার ফর সিসমোলজির রেকর্ড বলছে রিখটার স্কেলে এই কম্পনের মাত্রা ছিল ৫.৩। রাত ১১ টা ৮ মিনিটে এই কম্পন অনুভূত হয়।

উৎসস্থল মণিপুর থেকে ৩০ কিলোমিটার উত্তর পশ্চিমে। গভীরতা ছিল ৫ কিলোমিটার। কয়েকদিন আগেই নতুন করে নেপালে ফিরে আসে ২০১৫ এর ভয়াবহ ভূমিকম্পের স্মৃতি। বুধবার সকালে কেঁপে উঠল কাঠমান্ডু থেকে ৫০ কিমি দূরের পূর্বদিকের মাটি। গত সেপ্টেম্বরে সেই ঘটনা ঘটে। ন্যাশনাল সেন্টার ফর সিসমোলজি জানাচ্ছে, ভোর ৫ টা ৪ মিনিট ৭ সেকেন্ড নাগাদ এই কম্পন অনুভূত হয়। রিখটার স্কেলে কম্পনের মাত্রা ছিল ৫.৪।

বিতর্কিত জমিতে মন্দির নির্মাণ, আপত্তি জানিয়ে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায় মিজোরামের চিঠি ত্রিপুরাকে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ অক্টোবর।। বিতর্কিত সীমান্তে মন্দির নির্মাণকে ঘিরে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতিতে ব্যাঘাত ঘটার আশঙ্কায় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য ত্রিপুরা সরকারকে চিঠি পাঠিয়েছে মিজোরাম সরকার। এ-বিষয়ে ত্রিপুরার গৃহসচিবের বক্তব্য, আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখার সমস্ত পদক্ষেপ নেওয়া হবে।

মিজোরাম সরকারের গৃহসচিব ত্রিপুরার গৃহসচিবকে লেখা পত্রে জানিয়েছেন, মিজোরাম-ত্রিপুরা আন্তঃরাজ্য বিতর্কিত সীমান্ত গ্রাম থাইডর তলাঙে ফুলডুঙসেইতে সংরংমা একটি মন্দির নির্মাণের পরিকল্পনা নিয়েছে। মামিত জেলা প্রশাসনের রিপোর্ট অনুযায়ী, আগামী ১৯ এবং ২০ অক্টোবর সামাজিক কাজ সম্পন্ন করার সূচি নির্ধারিত হয়েছে।

মিজোরামের গৃহসচিব লালবিয়াকসংগির দাবি, বিতর্কিত সীমান্তে কোনও কাজ আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতিতে অস্থিরতা তৈরিতে সক্ষম। তাই পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য তিনি ত্রিপুরার গৃহসচিবকে হস্তক্ষেপের অনুরোধ জানিয়েছেন। শুধু তাই নয়, মন্দির নির্মাণের কাজ অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ রাখতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসনকে নির্দেশ দেওয়ার জন্যও অনুরোধ জানিয়েছেন তিনি।

সাথে তিনি যোগ করেন, ত্রিপুরা ও মিজোরামের সীমানা নির্ধারণে সার্ভে অব ইন্ডিয়া-র কাছে আগ্রহ প্রকাশ করা হয়েছে। তাতে আন্তঃরাজ্য সীমান্ত সমস্যার স্থায়ী সমাধান হবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেছেন। এ-বিষয়ে ত্রিপুরার গৃসচিব বিকে সাহু বলেন, মিজোরাম সরকারের গৃসচিবের ওই চিঠি পেয়েছি। তবে এখনই কোনও মন্তব্য করতে পারছি না। তবে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিশ্চয়ই নেওয়া হবে।

দেশ ও রাজ্যের পরিস্থিতি খারাপের দিকে যাচ্ছে বলে উদ্বেগ প্রকাশ মানিক সরকারের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ অক্টোবর।। একদিকে মানুষ কোভিড আক্রমণের শিকার অপরদিকে দেশের অর্থনৈতিকের উপর আক্রমণ। সরকার মানুষের স্বার্থে কাজ না করে পুঁজিবাদীদের স্বার্থে কাজ করে চলেছে। অবস্থা খারাপ থেকে আরো খারাপ হচ্ছে। আর সেসব অমানবিক দিক যখন প্রচারমাধ্যমে সামনে উঠে আসতে শুরু করেছে তখন মুখ্যমন্ত্রী প্রকাশ্যে হুমকি দিয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রী প্রকাশ্যে হুমকির দুই থেকে তিন দিনের ব্যবধানে সাংবাদিকরা আক্রমণের শিকার হতে শুরু হয়েছে। কিন্তু যারা সাংবাদিক এবং আইনজীবী পেশার সাথে জড়িত তারা একদিকে সংসার পরিচালনার পাশাপাশি সমাজের প্রতি দায়বদ্ধতা পালন করে থাকেন। শনিবার অফিস লেনস্থিত সিআইটিইউ কার্যালয়ে সারা ভারত আইনজীবী ইউনিয়ন পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার উদ্যোগে ১ম সম্মেলনে বক্তব্য রেখে এমনটা বলেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা মানিক সরকার।

তিনি আরো বলেন, ২০১৮ সালে রাজ্যে বর্তমান সরকার প্রতিষ্ঠা পর থেকে বিরোধীদের উপর ঝাপিয়ে পড়তে শুরু করেছে শাসক দলের দুর্বৃত্তরা। বিরোধীদের দলীয় অফিস একের পর এক ভাঙতে শুরু করেছে। বিরোধীদের জনস্বার্থে মিছিল-মিটিং করতে দিচ্ছে না। দৈনিক আক্রমণ করছে বিরোধী কর্মীদের। হাসপাতালে যেতে দিচ্ছে না। থানায় মামলা করতে দিচ্ছে না। যা পুরোপুরিভাবে অভাবনীয় আক্রমণ। এমনকি রাজ্যের আইনজীবীরা বলছেন রাজ্যের জঙ্গলের শাসন

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

শান্তিরবাজার জেলা হাসপাতালে স্বাস্থ্য পরিষেবা তলানিতে, ক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ১০ অক্টোবর।। শান্তিরবাজার জেলা হাসপাতালের পরিষেবা মুখ থুবরে পড়েছে। বর্তমানে সমগ্র বিশ্বজুরে চলছে করোনা ভাইরাসের মহামারি। এই মহামারি চলাকালিন সময়ে বেশিরভাগ লোকজন হাসপাতল মুখি হতেচাইছেননা। যদি কোনো রোগী বেশিপরিমানে রোগাক্রান্ত হন তখনিই উনারা চিকিৎসার জন্য হাসপাতালের দারস্থ হন।

অপরদিকে দেখাযায় হাসপাতালে রুগি কম হবার কারনে গল্পে মাতোয়ারা হয়ে আছেন জেলা হাসপাতালে কর্মরত কিছুসংখ্যক সেবিকা। এমনটাই চিত্র আজ লক্ষ্যকরযায়। হাসপাতালে বহির বিভাগে টিকিট কাউন্টারে কর্তব্যরত সেবিকারা গল্পে মাতোয়ারাহয়ে আছেন। অরদিক কাউন্টারের বাইরে রুগিরা লাইনে দারিয়ে রয়েছেন। সেবিকারা রুগিদের নেটের অজুহাত দেখিয়ে গল্পে মাতায়োরা হয়ে রয়েছে বলে অভিযোগ। এই ঘটনার কথা সেবিকাদের কাছে জানতে চাইলে সংবাদ

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

কৃষি বিলের প্রতিবাদে কংগ্রেসের আন্দোলন, পুলিশের সাথে ধস্তাধস্তি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ অক্টোবর।। বিগত মাসে সংসদে পাস হওয়া কৃষি আইনকে তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে গোটা দেশের সাথে রাজ্য ধারাবাহিকভাবে বিরোধীদলগুলির আন্দোলন বিক্ষোভ কর্মসূচি অব্যাহত রয়েছে। একইভাবে শনিবার পোস্ট অফিস চৌমুহনিস্থিত প্রদেশ কংগ্রেস ভবনের সম্মুখে প্রদেশ কংগ্রেস কৃষি আইনকে কৃষক স্বার্থবিরোধী কালো আইন বলে আখ্যায়িত করে এক সম্মেলন অনুষ্ঠিত করা হয়।

এদিন সম্মেলনে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি পীযূষ কান্তি বিশ্বাস বক্তব্য রেখে বলেন, সংসদে পাস হওয়া কৃষি আইন বাতিল করতে হবে। যতদিন না এই বিল বাতিল হচ্ছে ততদিন কংগ্রেস আন্দোলন অব্যাহত রাখবে। তিনি বলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বলেছিলেন, ক্ষমতায় আসলে রাজ্যের চিটফান্ড দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত মানুষদের অর্থ ফিরিয়ে আনবে। কিন্তু ক্ষমতায় এসে এখনও চিটফান্ড দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত মানুষদের অর্থ ফিরে আনার কোন ব্যবস্থা করছে না। প্রদেশ কংগ্রেস সম্প্রতি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর কাছে ডেপুটেশন প্রদান করে সেই চিটফান্ড সম্পর্কে বলেন রাজ্যের চিটফান্ডের যে সমস্ত সম্পত্তি বিক্রি করে রাজ্যের চৌদ্দ লক্ষ ক্ষতিগ্রস্ত চিটফান্ড গ্রাহকদের অর্থ ফেরত দেওয়ার জন্য।

সরকার তা করছে না। এমনকি মানুষের কাজ নেই। বেকারদের কর্মসংস্থানের কোন ব্যবস্থা করছে না সরকার। রেগার মজুরি প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী বাড়ছে না। পাহাড়ে হাহাকার। রাজ্যে বিজেপি সরকারের পতন চাইছে মানুষ। মানুষের ইচ্ছাশক্তিকে একমাত্র সম্মান দিতে পারে কংগ্রেস বলে জানান প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি। তিনি আরো বলেন বিজেপি কর্মকর্তারা বুঝতে পারছেন ক্ষমতায় থাকতে পারবে না। তাই তারা লুটপাটে নেমেছে। বিজেপি সাংসদ প্রকাশ্যে বলছেন, আইপিএফটি এবং এনএলএফটি সহযোগী। পাহাড়ে অশান্তি সৃষ্টি করছে। তাহলে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে প্রশ্ন কেন আইপিএফটি সাথে জোট গড়েছে বিজেপি? আইপিএফটি জেলে থাকার কথা! তবে রাজ্যের মানুষ তার সঠিক জবাব দেবে বলে তিনি অভিমত ব্যক্ত করেন।

এদিন সম্মেলনের পর প্রদেশ কংগ্রেসের উদ্যোগে এক প্রতিবাদী মিছিল প্রদেশ কংগ্রেস ভবনের সম্মুখ থেকে শুরু হয়ে শহরের প্যারাডাইস চৌমুহনী এলাকায় যাওয়ার পূর্বেই পুলিশ দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হয়। ধস্তাধস্তি হয় প্রদেশ কংগ্রেস কর্মীদের সাথে পুলিশের। ফলে কর্মীরা পুনরায় প্রদেশ কংগ্রেস ভবনের ফিরে আসে মিছিল করে। এদিন উপস্থিত ছিলেন প্রদেশ কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক হরেকৃষ্ণ ভৌমিক, যুব কংগ্রেসের সভাপতি পূজন বিশ্বাস সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

সরকারি সুরক্ষা ব্যবস্থা প্রত্যাহারের আর্জি মুখ্যমন্ত্রীর পত্নী নীতি দেবের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ অক্টোবর।। সরকারি সুরক্ষা ব্যবস্থা প্রত্যাহারের আর্জি জানিয়েছেন ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী জায়া নীতি দেব। তিনি আজ ফেইসবুক পোস্ট-এ এই ঘোষণা দিয়েছেন। তাঁর দাবি, ত্রিপুরাবাসীর ভালবাসাই আমার রক্ষা কবচ। তাই, আলাদাভাবে সরকারি নিরাপত্তার প্রয়োজন নেই।

ফেইসবুক পোস্ট-এ নীতি দেব বলেন, ভাগ্যবান মানুষেরাই ভালোবাসা পেয়ে থাকেন এবং সবসময়ই দেখা যায়, আপনজনদের কাছ থেকেই বেশী ভালোবাসা পেয়ে থাকেন। তবে তিনি মনে করেন, তাঁর থেকে বড় ভাগ্যবান লোক খুব কমই আছে যে সমগ্র ত্রিপুরাবাসীর কাছ থেকে প্রচুর ভালোবাসা, বড়দের আশীর্বাদ, জীবনসাথীর সঙ্গ, ছোটোদের কাছ থেকে ভালবাসা পেয়েছেন। তার জন্য তিনি সকলের কাছেই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন।

তাঁর দাবি, ত্রিপুরার যেকোনো ঘর, যে-কোন গ্রামে চলে যাই, অথবা ঘুরতে ঘুরতে কোথাও দূরে চলে গেলেও, আমার ভয়ের কিছু নেই। আমার ভীতির কিছু নেই। কারণ, যেখানে আমাকে এত ভালোবাসা দেওয়া হচ্ছে, তার মানে সারা রাজ্যই আমার রক্ষা করছে। তাঁর আরও দাবি, প্রত্যেকটি ঘর, প্রতিটি ব্যক্তি, জাতি-ধর্ম- বর্ণ, এমনকি যে কোন রাজনৈতিক দলের কর্মী, কেউ কখনও আমাকে আঘাত করার প্রচেষ্টা করবে না। বরং, তিনি এই ভেবে শক্তি পান, যারা তাঁকে ভালবাসেন তারা প্রত্যেকেই তাঁর রক্ষা করবেন। তাই তিনি সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, সরকারী সুরক্ষা ব্যবস্থা ও সরকারী প্রোটোকল তিনি ছেড়ে দিচ্ছেন। কারণ তিনি মনে করেন, কোন কারণে তাঁর এবং সাধারণ জনগণের মধ্যে কোন ধরনের ব্যবধান না থাকে।

নীতি দেব বলেন, কোভিড-১৯ এর ভয়াবহ পরিস্থিতিতে আমি চাইছি, আমার সুরক্ষায় খরচ হওয়া অর্থরাশি জনগনের কল্যাণে ব্যবহার করা হোক। তাঁর মতে, আগামী দিনে আর্থিক ব্যবস্থার উন্নয়নে প্রত্যেক ব্যক্তির অংশীদারিত্ব খুব জরুরী। তিনি বলেন, আমরা আত্মনির্ভর ভারতের কথা বলছি। এর তাৎপর্য হল প্রত্যেক ব্যক্তির

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

আগরতলায় এক ব্যক্তির ফাঁসিতে ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ অক্টোবর।। রাজধানী আগরতলা শহরের কৃষ্ণনগরে ফাঁসিতে আত্মহত্যা করেছে এক ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী। আত্মঘাতী ব্যবসায়ীর নাম তাপস ঘোষ। গতকাল রাতে কোনো এক সময় ঘুম থেকে উঠে পাশের বাড়িতে ফাঁসিতে আত্মহত্যা করে ওই ব্যক্তি।

জানা যায় মৃত তাপস ঘোষ এর ফাস্টফুডের দোকান রয়েছে।অন্যান্য দিনের মতোই তাপস ঘোষ তার ছেলে তনয় ঘোষের সঙ্গে একই বিছানায় ঘুমিয়ে ছিল। ফাস্ট ফুডের দোকানের জন্য জিনিসপত্র তৈরি করতে প্রতিদিন ঐ শেষ রাতে ঘুম থেকে উঠেন তাপস ঘোষ ও তার পরিবারের

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

মাস্ক ব্যবহার ও পারস্পরিক দূরত্ব নিশ্চিত করতে শহরে প্রতি শনিবার বিশেষ অভিযান

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ অক্টোবর।। ত্রিপুরায় আজ শনিবার থেকে মাস্ক ব্যবহার এবং পারস্পরিক দূরত্ব বজায় রাখার বিষয়ে বিশেষ পদক্ষেপ নিয়েছে প্রশাসন। জনসমাগমস্থলে মাস্ক ছাড়া কাউকে পাওয়া গেলেই জরিমানা করা হচ্ছে। এ-বিষয়ে সদর মহকুমাশাসকের দাবি, করোনা-র প্রকোপ থেকে বাঁচার জন্য মাস্ক ব্যবহার, পারস্পরিক দূরত্ব বজায় রাখা এবং বার বার হাত ধুতেই হবে। অন্যথা এই ভাইরাসের হাতে কারোর নিস্তার নেই।

এদিন তিনি বলেন, সম্প্রতি মুখ্যসচিব এক আদেশ জারি করেছেন, প্রত্যেক শনিবার করোনা-র প্রকোপ থেকে মানুষকে বাঁচাতে সচেতনতা বাড়াতে হবে। সাথে মাস্ক ব্যবহার এবং পারস্পরিক দূরত্ব বজায় রাখা নিশ্চিত করতে হবে। তাঁর কথায়, নিজেকে নিরাপদ রাখাই হচ্ছে করোনা মোকাবিলায় প্রধান অস্ত্র। তাতে, মাস্ক ব্যবহার অত্যন্ত জরুরি। সাথে পারস্পরিক দূরত্ব বজায় রাখতে হবে।

সদর মহকুমাশাসক বলেন, মাস্ক ব্যবহার না করে বাজারে আসলেই প্রথমবার ২০০ টাকা, দ্বিতীয়বার ৪০০ টাকা জরিমানা করা হচ্ছে। তেমনি, কোনও দোকানদার পারস্পরিক দূরত্ব বজায় না রাখলে তাঁকে ১,০০০ টাকা জরিমানা করা হচ্ছে। তাঁর বক্তব্য, আর কিছুদিন পর দুর্গা পূজা। বাঙালির এই প্রধান উৎসবের

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৬৭ ▫ সংখ্যা ১০ ▫ ১১ অক্টোবর ২০২০ ইং ▫ ২৪ আশ্বিন ▫ রবিবার ▫ ১৪২৭ বঙ্গাব্দ

ড. দিলীপ দত্ত

রাজ্যে করোনা ভাইরাস সংক্রমণ এবং মৃত্যুর সংখ্যা ক্রমশ ঊর্ধমুখী। সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী এখনো পর্যন্ত মৃত্যুর সংখ্যা বাড়িয়া দাঁড়াইয়াছে ৩১০। মোট আক্রান্তের সংখ্যা ২৭৯৮২। এখনো পর্যন্ত আরোগ্য লাভ করিয়াছেন ২৩৭৭৮ জন। আরোগ্য লাভের হার ৮৫ শতাংশ। মৃত্যুর হার ১ দশমিক ১১শতাংশ। সার্বিক পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় সার্বিক পরিস্থিতি নিঃসন্দেহে উদ্বেগজনক আকার ধারন করিয়াছে।মৃত্যুর কারণ প্রচারে অন্য জটিল রোগের অনুসন্ধান করা কিংবা আক্রান্তদের সংক্রমনের উৎস সন্ধানে ভ্রমণের ইতিহাস খুঁজিয়া বার চেষ্টা করিবার সময় আজ আর নাই। ইতিমধ্যেই রাজ্যে সংক্রমণ ছড়াইয়া পড়িয়াছে। শিশু হইতে বৃদ্ধ কেউ বাদ যাইতেছেন না। সরকারি স্বাস্থ্যবিধি মানিয়া যাহারা ঘরে অবস্থান করিতেছেন তাহাদের লালা রস পরীক্ষা করিলেও পজিটিভ রিপোর্ট আসিতেছে।

রাজধানী হইতে গ্রাম ,সমতল হইতে পাহাড় প্রতিটি মানুষ আজ আতঙ্কে নিদ্রাহীন জীবন যাপন করিতেছেন। আতঙ্কিত রাজ্যবাসী ইতিমধ্যেই ভাষণ শুনিবার ধৈর্য হারাইয়াছেন। রাজ্যবাসী এখন অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করিতেছেন সংক্রমণ এবং মৃত্যুর নিম্নমুখী হইবার রিপোর্ট দেখিবার। পাশাপাশি অধীর অপেক্ষায় রহিয়াছেন প্রতিষেধক টিকা করনের সুখবর শুনিবার। গত সাত মাসে একবারে অতিষ্ঠ করিয়া তুলিয়াছে জনজীবন। যাহাদের ঘরে দুবেলার অন্নসংস্থান নাই তাহাদের আরো শোচনীয় দশা চলিতেছে।যাহাদের জরুরী চিকিৎসা পরিসেবা গ্রহণ করিবার জন্য সরকারি হাসপাতালে যাইবার প্রয়োজন করোনা আতঙ্কে তাহারও হাসপাতালে যাইতে পারিতেছেন না। ইহার মূল কারণ হইলো করোনা পজিটিভ রোগীদের জন্য জটিল রোগের উপযুক্ত চিকিৎসা হইতেছে না। বিনা চিকিৎসায় মৃত্যুর ঘটনাও আকছার ঘটিয়া চলিয়াছে। অনভিপ্রেত এইসব ঘটনাকে কেন্দ্র করিয়া জনমনে আতংক বিরাজ করিতেছে। সরকার এবং স্বাস্থ্য দপ্তরের বিরুদ্ধে নাগরিকরা নানা প্রশ্ন তুলতে শুরু করিয়াছেন। ইতিমধ্যেই প্রশ্ন উঠিয়াছ রাজ্যের কোভিদ ম্যানেজমেন্ট ব্যবস্থাপনা নিইয়া।মাত্র ৩৭/৩৮ লক্ষ জনসংখ্যার রাজ্য ত্রিপুরায় করোনা ভাইরাস সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণে রাখা দেশের অন্য রাজ্য সমূহের তুলনায় অনেকটাই সহজ ছিল। ত্রিপুরা রাজ্যের তিন দিক দিয়াই আন্তর্জাতিক সীমান্ত। ভিন রাজ্যের সঙ্গে যোগাযোগ এর দুটি মাত্র সড়কপথ রহিয়াছে। একটিমাত্র রহিয়াছে রেলপথ। তাছাড়া রহিয়াছে বিমানপথ। রাজ্যের সীমিত প্রবেশ পথগুলোতে প্রথম দিক থেকেই সঠিক পদক্ষেপ গ্রহণ করলে পরিস্থিতি আজকের দিনে এই পর্যায়ে আসিয়া পৌঁছাইতো না। বহিরাগতদের সঙ্গে অবাধে মেলামেশা কারণেই অতিদ্রুত সংক্রমিত হইয়াছে ভাইরাস। বর্তমানে গোষ্ঠী সংক্রমণ এর রূপ ধারণ করিতে শুরু করিয়াছে।শুধুমাত্র সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণ করলেই চলিবে না ,চিকিৎসা পরিসেবা এবং কেয়ার সেন্টার গুলির অন্যান্য পরিষেবা নি রহিয়াছে বিস্তর।পরিষেবার উন্নয়নের জন্য প্রয়োজন বিজ্ঞানসম্মত পরিকল্পনা গ্রহণ করা এবং সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের দায়িত্ব উপযুক্ত যোগ্যতাসম্পন্ন এবং অভিজ্ঞ ও দক্ষ ব্যক্তিদের হাতে অর্পণ করা। রাজ্যে এই বিষয়টি পর্যালোচনা করিয়া দেখিবার সময় আসিয়াছে।আইনের জুজুর ভয় দেখাইয়া ,শাস্তির খাড়া ঝুলাইয়া কিংবা কৌশল প্রয়োগ করিয়া আর যাই হোক না কেন ,চিকিৎসা পরিষেবার-উন্নয়ন কোনদিনও সম্ভব হইবে না -তা হা বারবার প্রমাণিত হইয়াছে। করোনার মত অতিমারি বিপর্যয় মোকাবিলার জন্য সঠিক নির্দেশ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই ক্ষেত্রে অভিজ্ঞ বিশেষজ্ঞদের মতামত পরামর্শ গ্রহণ করা প্রয়োজন। সিদ্ধান্ত এবং পরামর্শ সঠিক হইলে সফলতা আসিতে বাধ্য।

সে যাই হোক অতীতের ভুল ভ্রান্তি ঝাড়িয়া ফেলিয়া মহামারীর হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য সঠিক পদক্ষেপ গ্রহণ করিতে হইবে। হাসপাতাল এবং কেয়ার সেন্টার গুলিতে যেসব দুর্বলতা ইতিমধ্যেই নজরে আসিয়াছে সেগুলি সঠিকভাবে চিহ্নিত করিয়া পরিষেবার দুর্বলতার দিক গুলি দ্রুত সমাধান করিবর ব্যবস্থা করিতে হইবে। শুধুমাত্র ভাষণ বাজি করিলে চলিবে না, বাস্তব সমস্যা সমাধান করিবার জন্য সময়োপযোগী ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে।

আগামী বছর মাধ্যমিক পরীক্ষার সিলেবাস কাটছাঁট হতে পারে ২৫ শতাংশ পাঠ্যক্রম

কলকাতা, ১০ অক্টোবর (হি. স.): মাধ্যমিকের পাঠক্রম এখনো চূড়ান্ত না হওয়া আগামী বছর মাধ্যমিক কবে হবে বাত তার প্রশ্ন তৈরি করা কোন বিষয়েই এগোতে পারেনি মধ্যশিক্ষা পর্ষদ। তাই এবার আগামী বছরের মাধ্যমিকে কতটা সিলেবাসের উপর পরীক্ষা হবে তা নিয়ে প্রাথমিক খসড়া জমা পড়ল রাজ্য স্কুল শিক্ষা দফতরে।

সূত্রের খবর এই রায় আগামী বছরের মাধ্যমিক কতটা পাঠক্রমের উপর নেওয়া যেতে পারে তার একটি প্রাথমিক রূপরেখা নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। জানা গিয়েছে গত বছর মাধ্যমিক পরীক্ষার যে বিষয়গুলি প্রশ্ন এসেছিল এবার সেগুলি বাদ দেওয়া হতে পারে। পাশাপাশি মোট সিলেবাসে ২৫ শতাংশ বাদ যেতে পারে বলেই খবর সূত্র মারফত। যদিও এই বিষয়ে সংশ্লিষ্ট দফতরের আধিকারিকদের তরফে কিছু জানানো হয়নি।

প্রসঙ্গত গত সপ্তাহে রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায় জানিয়েছিলেন, আগামী বছরের মাধ্যমিক পরীক্ষা কবে হবে সেই দিন সুচি এবং কোন সিলেবাসের উপর পরীক্ষা হবে পুরো বিষয়টি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে আলোচনা করে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। এদিকে মাধ্যমিকের পাঠক্রম সংক্রান্ত যে খসড়া শিক্ষা দফতরের জমা পড়েছে সে প্রস্তাব পাঠানো হবে মুখ্যমন্ত্রীর কাছেও।

অন্যদিকে, এই পরিস্থিতিতে বেশিরভাগ স্কুল এই ৩০ থেকে ৩৫ শতাংশ সিলেবাস শেষ করা সম্ভব হয়েছে। সেক্ষেত্রে সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে বাকি সিলেবাস শেষ করতে গেলে স্কুল খোলা ছাড়া উপায় নেই। কারণ অনেক গ্রামাঞ্চলের এখনও অনলাইন ক্লাস এর সুবিধা পৌঁছয় নি। এছাড়া শিক্ষকরা জানিয়েছিলেন স্কুল খোলা না হলে সেভাবে পড়ুয়াদের অনলাইনের মাধ্যমে সম্পূর্ণ পড়ানো সম্ভব হচ্ছে না। পাশাপাশি শিক্ষকদের জানানো হয়েছিল স্কুল খোলার অন্তত তিন চার মাস পর যেন পরীক্ষার দিন সূচি ফেলা হয়। এদিকে মাধ্যমিক পরীক্ষা হওয়ার আগে পড়ুয়াদের প্রস্তুতি বুঝে নিতে যে টেস্ট পরীক্ষা হয় তাও এবছর করানো সম্ভব হয়নি। একইসঙ্গে মাধ্যমিক পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ছাপানো সময় লাগে প্রায় তিন চার মাস। এক্ষেত্রে পার্থক্য চূড়ান্ত না হওয়ায় প্রশ্নপত্র ছাপানো প্রক্রিয়া শুরু হয়নি। তাই কবে আগামী বছরের মাধ্যমিক পরীক্ষা হবে তা সম্পূর্ণ এখন নির্ভর করছে চূড়ান্ত পাঠ্যক্রম এবং কবে স্কুল খোলা তার উপর।

২৩ বেড়ে বাংলাদেশে মৃত্যু ৫,৫০০ জনের, সুস্থতা ২,৮১,৩৬৫

ঢাকা, ১০ অক্টোবর (হি.স.): বাংলাদেশে আরও ২৩ জনের প্রাণ কেড়ে নিল প্রাণঘাতী করোনাভাইরাস। নতুন করে ২৩ জনের মৃত্যুর পর বাংলাদেশে করোনা-আক্রান্ত মোট ৫,৫০০ জনের মৃত্যু হয়েছে। বাংলাদেশে বিগত ২৪ ঘন্টার মধ্যে আক্রান্ত হয়েছেন ১,২০৩ জন। সব মিলিয়ে আক্রান্তের সংখ্যা ৩,৭৭,০৭৩-এ পৌঁছেছে। শনিবার স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের পক্ষ থেকে প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, বাংলাদেশে বিগত ২৪ ঘন্টায় ২৩ জনের মৃত্যুর পর মৃতের সংখ্যা ৫,৫০০-এ পৌঁছেছে এবং ১,২০৩ জন সংক্রমিত হওয়ার পর আক্রান্তের সংখ্যা পৌঁছেছে ৩,৭৭, ০৭৩-এ।বাংলাদেশে বিগত ২৪ ঘণ্টায় সুস্থ হয়েছেন ১,৪৫৩ জন। ১০ অক্টোবর পর্যন্ত মোট সুস্থ হয়েছেন ২,৮১,৩৬৫ জন। গোটা দেশে সরকারি ও বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় ১০৯টি ল্যাবে নমুনা সংগ্রহ ও পরীক্ষা হয়েছে। গত ২৪ ঘণ্টায় নমুনা সংগ্রহ হয়েছে ১০,৬৭৩টি। আগের নমুনা-সহ মোট নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে ১০,৮৫৯টি। এ পর্যন্ত নমুনা পরীক্ষা হয়েছে ২০ লক্ষ ৬১ হাজার ৫২৮টি।

পরিবেশ রক্ষায় গান্ধীজির ভূমিকা

ড. দিলীপ দত্ত

ভারতবর্ষে পরিবেশ ও পরিবেশ দূষণ নিয়ে চিন্তা ভাবনা শুরু হয়। আনুমানিক ১৯৫০ সাল থেকে। মাহাত্মা গান্ধী তার অনেক আগে পরিবেশ সংক্রান্ত ব্যাপারে মতাতম জানিয়েছিলেন। গান্ধীজি তাঁর প্রথম বই, ১৯০৯ সালে প্রকাশিত, 'হিন্দু স্বরাজ'-এ লিখেছিলেন প্রযুক্তি নির্ভর আধুনিক জীবনযাত্রা পরিবেশের পক্ষে ক্ষতিকারক। ১৯১৮ সালে, আহমেদাবাদের এক জনসভায় তিনি বলেছিলেন যে প্রকৃতির পাঁচটি উপাদানের মধ্যে জল, আলো ও বাতাস হল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। জলের আর বাতাসের দূষণ করাকে তিনি অপরাধ হিসেবে বিবেচনা করতে উপদেশ দিয়েছিলেন। ১৯২৮ সালে তিনি গ্লোবাল সাসটেনাবিলিটি (বিশ্বব্যাপী টিকে থাকার সামর্থ) সম্বন্ধে তাঁর মতামত জানিয়ে বলেছিলেন, ভগবান না করুন, ভারত যেন কোনও দিন পশ্চিমের অনুকরণে শিল্পায়ণের পথে না যায়। বর্তমানে, একটি ছোট্ট দেশের অর্থনৈতিক সাম্রাজ্যবাদ সারা পৃথিবীকে দখল করে রেখেছে। যদি ত্রিশ কোটি লোকসংখ্যা বিশিষ্ট কোনও দেশ ইংল্যান্ডের মতো একই ধরনের অর্থনৈতিক শোষণ জারি করে, তাহলে সারা পৃথিবী নিমেষে নিঃস্ব হয়ে যাবে। তাঁর মত প্রত্যেকের প্রয়োজন মেটাবার জন্য পৃথিবীর ভাণ্ডারে যথেষ্ট সংস্থান আছে, কিন্তু মানুষের লোভের জন্য পৃথিবীর ভাণ্ডার অফুরন্ত নয়। এই উক্তির মাধ্যমে তিনি পরিবেশ সম্পর্কে সম্পূর্ণ উদাসীনতার পরিপ্রেক্ষিতে গান্ধীজির এই বক্তব্য অবশ্যই গভীর তাৎপর্যপূর্ণ। তিনি বিশ্বাস করতেন, ভোগবাদ প্রাকৃতিক সম্পদের বাস্তুতন্ত্রের এবং জল সম্পদের ক্ষয়ের কারণ এবং এর পরিণতি হল পৃথিবীর সামগ্রিক পরিবেশের অবনমন। সেই কারণে তিনি ভোগবাদী জীবনযাত্রার বিরোধী ছিলেন। যে ক'জন মুষ্টিমেয় ভবিষ্যৎ অদূর ভবিষ্যতে পরিবেশ দূষণের ভয়াবহ দিকটা বুঝতে পেরেছিলেন তাঁদের মধ্যে গান্ধীজি অন্যতম । তিনি সর্বান্তকরণে অপছন্দ করতেন অফুরন্ত চাহিদা পাগলামি যা মানুষকে তার পাশর ক্ষুধার নিবৃত্তিরও নিজেদের সন্তুষ্টির জন্য পৃথিবীর শেষ প্রান্তে যেতে প্ররোচিত করে। সম্পদের পুর্নব্যবহার এবং নূন্যতম চাহিদা তাঁর জীবন দর্শনের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ ছিল। তিনি সভ্যতাকে কখনই যন্ত্রনির্ভর জীবনযাত্রার সমার্থক ভাবেননি। গান্ধীজির কাছে সভ্যতা এক পথ যার সাহায্যে মানুষ কর্তব্যনিষ্ঠ উদ্দেশ্য নিয়ে পূর্ণ জীবন যাপন করতে পারে। তিনি তাঁর নানান লেখা এবং বক্তাতার মাধ্যমে বুঝিয়েছিলেন যে পৃথিবীতে কোন জীব একা বেঁচে থাকতে পারে না। পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্ক তৈরি করে নিজেদের মধ্যে সমন্বয় বজায় রেখে

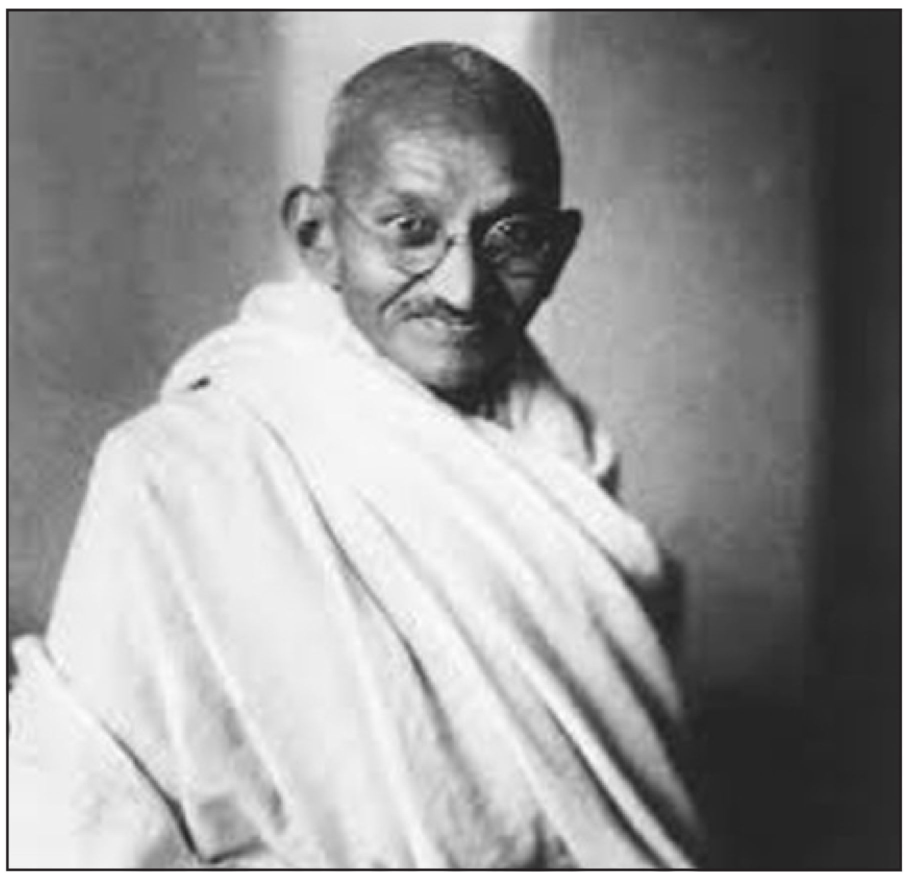

বেঁচে থাকে। তাই তিনি আমাদের চারিদকে অবস্থিত সমস্ত সজীব এবং নির্জীব বস্তু যেমন মানুষ জীবজন্তু, পশুপাখি, গাছপালা, লতাগুল্ম, মাটি, আলো, জল বাতাস প্রভৃতিকে পরিবেশের অংশ হিসাবে দেখতেন। তিনি বলতেন যে মানুষ প্রকৃতির উপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভরশীল। সেই প্রকৃতিকে বিরূপ করলে আখের মানুষেরই ক্ষতি। উচ্চাহারে অরণ্য ধ্বংস, জীব-জন্তু নিধন, ভূমি-ক্ষয়, জল-বায়ু দূষণের প্রত্যক্ষ ফলাফাল হল প্রাকৃতিক ভারসাম্য নষ্ট। অন্যদিকে, পরিবেশের সমন্বয় দূষণ রোধ করে এবং এমন এক সুফল দেয় যা শুধু বর্তমানে নয় ভবিষ্যতেও কাজে লাগে। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন গ্রামীণ। ভারতের প্রাকৃতিক সম্পদ যদি ক্রমবর্ধমানহারে শহুরে ভারতের চাহিদা পূরণের জন্য ব্যবহৃত না হত, তাহলে অরণ্য, জল, খনিজ সম্পদের ক্রমান্বয়ে শোষণ প্রকৃতির উপর চার ফেলতে পারত না।

সেই সময় ভারতের পরিবেশ আন্দোলন গান্ধীজির মতাদর্শে গড়ে উঠেছিল এবং তাঁর শিল্প বিরোধী দর্শন এই আন্দোলনকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল। চিপকো আন্দোলন যা শুরু হয়েছিল ১৯৭৩ সালে, তার একটি উদাহরণ। এই আন্দোলন গান্ধীজির অহিংসা এবং সত্যাগ্রহ নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত। এই আন্দোলনে যাঁরা নেতৃত্ব দিয়েছিলেন তাঁরা সম্যক ভাবে গান্ধীজির আদর্শে নিবেদিত প্রাণ ছিলেন ও গান্ধীজির গঠনমূলক কাজের সার্থক রূপকার হতে পেরেছিলেন। এই আন্দোলনের অন্তর্নিহিত শক্তি ছিল প্রাচীন কৃষি আন্দোলনের ভাবধারা। এই আন্দোলনের মাধ্যমে অঞ্চলের সমস্ত অধিবাসীরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রাতিষ্ঠানিক শক্তির বিরুদ্ধে এককাট্টা হয়ে গাড়োয়ালের বিস্তীর্ণ বনাঞ্চল রক্ষা করতে সমক্ষ হয়েছিলেন। এই অরণ্য রক্ষা জন্য তাঁরা শুধু তত্ত্বগত ভাবে নয়, গান্ধীজির ভাবধারাকে অন্তর থেকে আঁকড়ে বহিঃশক্তির বিরুদ্ধে জয়ী হতে পেরেছিলেন। চিপকো আন্দোলনের একটি তাৎপর্যময় দিক হল সরকারি দমন নীতির বিস্ময়কর অনুপস্থিতি। চিপকো আন্দোলনের বহিরাবরণের সঙ্গে গান্ধীবাদ ওতপ্রোতভাবে জড়িত থাকায় রাষ্ট্রে পক্ষে তার বিরোধিতা করা সম্ভব হয়নি। গান্ধীজি শিল্পায়ন ও নগরকেন্দ্রিক সভ্যতার বিপরীতে গিয়ে গ্রাম সভ্যতাকে আঁকড়ে ধরে ছিলেন, কারণ সেটা নীতিগত ও পরিবেশগত দুই দিক থেকে জরুরি ছিল। তিনি বুঝেছিলেন যে মস্ত পৃথিবীর শিরায় শিরায় প্রবাহিত হয়ে চলেছে সেই রক্ত দিয়েি আবার গ্রামের সর্বিক স্বাস্থ্যের উন্নতি ঘটানো হোক। গান্ধীজি কৃষির অতিরিক্ত যন্ত্রীকরণের বিরুদ্ধে ছিলেন। তিনি লাঙলের পরিবের্তে ট্রাক্টরের সাহায্য নেবার তুমুল বিরোধিতা করেছিলেন। সেই সঙ্গে চাষে কীটনাশকের ব্যবহারের বিপক্ষে ছিলেন। তিনি বলতেন যদিও কীটনাশকের ব্যবহার ফসলের পরিমাণ খুব কম সময়েই এই ব্যবস্থা অত্যন্ত ক্ষতিকারক। তিনি আধুনিক কীটনাশকের বদলে প্রাকৃতিক সারের ব্যবহারের ওফর জোর দিয়েছিলেন। এই সারে জমির উর্বরতা বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে গ্রামের সার্বির স্বাস্থ্যের উন্নতি হত, কারণ এর ফলে বর্জোর সুষ্ঠু নিষ্কাশন ও পুর্নব্যবহার কারও সম্ভব হত।

গান্ধীজির কল্পনায় আদর্শ গ্রামের একটা ছবি পাওয়া যায়। তাঁর মতে গ্রাম হবে আলোবাসাতস যুক্ত, গ্রামের পাঁচ মাইলের মধ্যে যে সমস্ত কাঁচামাল পাওয়া যায় সেইগুলি ব্যবহার করে বাড়ি হবে, এবং এই সব বাড়ির সঙ্গে কিছুটা খালি জমি থাকবে যেখানে বাসিন্দারা নিজেদের দৈনন্দিন প্রয়োজনের শাক সব্জি চাষ করবে। গ্রামের রাস্তা সমস্ত রকম ধুলো ময়লা থেকে মুক্ত থাকবে। গ্রামে সবার ব্যবহারের জন্য কুয়ো থাকবে। সবার সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ ও সমাবেশের জন্য একটি সাধারণ জায়গা থাকবে। গ্রামবাসীদের গোচারণের জন্য একটি যৌথ চারণভূমি থাকবে। সেই সঙ্গে থাকবে যৌথ দুগ্ধ প্রকল্প, প্রাথমিক ও উচ্চ বিদ্যালয়। গান্ধীজির কল্পিত আদর্শ গ্রামের রূপরেখা থেকে আমরা বুঝতে পারি পরিবেশকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য তিনি কত চিন্তা করতেন। চণ্ডীপ্রসাদ ভাট ও সুন্দরলাল বহুগুণা চিপকো আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। বাবা আমতের নেতৃত্বে নর্মদা বাঁচাও আন্দোলন হয়েছিল। এই আন্দোলনের নেতারা সকলেই গান্ধীজির অহিংসা, সত্যাগ্রহ এবং সেই সঙ্গে প্রাকৃতিক সম্পদের পরিমিত ও সীমিত ব্যবহারের পক্ষপাতী ছিলেন। পরিবেশবিদরা এই দুই আন্দোলনকে গান্ধীবাদের স্বতস্ফূর্ত ও প্রত্যক্ষ প্রকাশ বলে উল্লেখ করেন। বিগত শতকে ভারতীয় উপমহাদেশে এই আন্দোলনগুলি ভারতীয় রাজনীতিকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করছিল। এই পরিপ্রেক্ষিতে গান্ধীজি ছিলেন পরিবেশবিদদের পুরোধা। পরিবেশকে বাঁচাবার জন্য তিনি যন্ত্রের ব্যবহার সীমিত রাখার উপদেশ দিয়েছিলেন। গান্ধীজি চরকাকে তাঁর জীবন দর্শনের অন্যতম অঙ্গ হিসেবে দেখেছেন। তিনি চরতার সাহায্যে সুতা কেটে ও খাদির পোশাক তৈরি করে পরতেন এবং অন্যদেরও যে ব্যাপারে উৎসাহিত করতেন। পরিবেশগত দিক দিয়ে দেখলে বোঝা যায় এই চরকার গুরত্ব কী অপরিসীম। গান্ধীজি মূলত পায়ে হেঁটে বা সাইকেলে ঘুরতেন। এইভাবে তিনি সেই দূষণ সর্বস্ত জ্বালানির পরিবহণ ব্যবস্থা ছেড়ে পরিবেশ বন্ধ সাইকেলে যাতায়াত করে প্রকৃতির ভারসাম্য রক্ষার জন্য সচেষ্ট হয়েছিলেন।

ভারতের বর্থমান পরিবেশ আন্দোলনেও গান্ধীজির পরিবেশ সম্পর্কে চিন্তাধারার প্রতিফলন স্পষ্ট ভাবে দেখা যায়। গান্ধীজির পরিবেশ সংরক্ষণ সম্পর্কীয় চিন্তার সঙ্গে গঠনমূলক পরিকল্পনা ওতোপ্রতো ভাবে জড়িত ছিল। আজ থেকে প্রায় ১১০ বছর আগে তাঁর লেখা হিন্দু স্বরাজে তিনি স্বদেশবাসীকে সম্ভাব্য প্রকৃতি নিধনের অপকারিতা বুঝিয়ে গেছেন। বর্তমান পরিপ্রেক্ষিতে গান্ধীজির চিন্তাধারা আরও বেশি প্রাসহিগক হয়ে পড়েছে। এই একবিংশ শতকে উন্নয়নের গতি বজায় রাখতে গেলে গান্ধীজির নীতি অনুসরণ করা ছাড়া গতি নেই। তিনি তাঁর গঠনমূলক পরিকল্পনায় বার বার প্রকৃতিকে বাঁচানো এবং প্রাকৃতিক পরিবেশ সংরক্ষণের কথা বলেছেন, যা বর্তমানের পরিবেশবিদদের চিন্তাধারার সঙ্গে হুবহু মিলে যায়। গান্ধীজি সর্বতোভাবে সমাজ গঠনের যে কথা বলেছিলেন তার মধ্যে ছিল বর্তমান লাগাতার উন্নয়নের ব্যাখার মূলমন্ত্র। তিনি বিশুদ্ধ বাতাসের অভাবকে ভারতে প্লোগের বাড়বাড়ন্তর জন্য দায়ী করেছিলেন। গান্ধীজি স্বরাজ বলতে বোঝাতে চেয়েছিলেন যে প্রত্যেক ব্যক্তি প্রাকৃতিক সম্পদের সমান ভাবে অংশীদার হয়ে আত্মনির্ভশীল হয়ে উঠহে। গান্ধীজি অহিংসা নীতিও পরিবেশ সংরক্ষণের সঙ্গে যুক্ত। এই অহিংসা নীতি অনুসরণ করলে মানুষের কার্বন ফুটপ্রিন্টের পরিমাপ কমে যাবে। গাড়ি ছেড়ে সাইকেল বেছে নেওয়ার সঙ্গে জুড়ে আছে তাঁর পরিবেশ ও সমাজবোধ। তাঁর জীবনবোধ ও সমাজবোধের মধ্যে কোনও পার্থক্য ছিল না। তিনি ছিলেন পরিবেশবিদদের পথিকৃৎ। তাঁর মতে, পরিবেশ রক্ষা নিছক গাছ বা বাস্তুতন্ত্রকে বাঁচানোর উপায় নয়, এর সঙ্গে আক্ষরিক অর্থে মানুষের অস্তিত্বের প্রশ্ন জড়িয়ে আছে। পরিবেশ রক্ষার সঙ্গে নির্ভর করে মানুষের কৃষি আর শিল্পের দীর্ঘমেয়াদি বিকাশ। তিনি পরিবেশবাদ বলতে একটি সামাজিক কর্মসূচিকে বোঝাতে চেয়েছিলেন। নির্দিষ্ট কাজের জন্য নির্দিষ্ট কর্মসূচি, যার মধ্যে দিয়ে সমস্ত প্রাণীকুলের অস্তিত্ব সুরক্ষিত হবে ও সামাগ্রিক ভারসাম্য বজায় থাকবে। তাছাড়া ও ধ্বংসাত্মক প্রযুক্তি বর্জিত সরল জীবনযাত্রাও এই কর্মসূচির অঙ্গ হবে।

বর্তমানে ভারতে দূষণ অপব্যয় ও অপচয় একটি মহামারির আকার নিয়েছে। বায়ু, জল এবং শব্দ দূষণের মাত্রা দিনের পর দিন বেড়ে যাচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে বর্তমানে এক বাসযোগ্য পৃথিবী পেতে গেলে গান্ধীজির পরিবেশ সংক্রান্ত চিন্তাকেই মূলধন করে এগিয়ে চলতে হবে।(সৌজন্যে-দৈ : স্টেটসম্যান)

ভারতের 'বাস্তিল'—স্বাধীনতা সংগ্রামীদের 'তাজমহল' আন্দামান সেলুলার জেল

দিলীপ চক্রবর্তী

আমার কিছু গর্ব আছে। আমার পূর্বপুরুষ এবং নিকট আত্মীয়ের বেশ কয়েকজন স্বাধীনতা সংগ্রামী হিসাবে আন্দামানে কারারুদ্ধ ছিলেন। তাদেরকোলে পিঠে আমরা ভাইবোনেরা বড় হয়েছি। আমার কিছু গর্ব আছে, কালান্তর পত্রিকায় যখন আমার সাংবাদিকতায় হাতেখড়ি, যেখানে ছয়জন ছিলেন ভারতের প্রখ্যাত স্বাধীনতা সংগ্রামী যাদের জীবনের দীর্ঘ সময় কেটেছে আন্দামানে। তাদের স্নেহে আমি ধন্য হয়েছি। সংবাদমাধ্যমের খবরে প্রকাশ হয়েছে, আন্দামান সেলুলার জেলে সেন্ট্রাল টাওয়ারে লিপিবদ্ধ স্বাধীনতা সংগ্রামীদের অনেকের নাম মুছে দেওয়া হচ্ছে। ১৯৩২ থেকে ১৯৩৮ এ যে রাজবন্দিরা আন্দামানে ছিলেন তাঁদের অনেকের ছবি চিত্রপ্রদর্শনালয় থেকে বাদ দেওয়া হবে। স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন ওঠে, এই নাম মুছে দেওয়ার বা ছবি বাদ দেওয়ার তোমরা কে? ৫৭৩টি ছোট ও বড় দ্বীপের সমন্বয়ে গটিত আন্দামান দ্বীপপুঞ্জ। ১৮৫৭ সালে ওই দ্বীপে ব্রিটিশ উপনিবেশ স্থাপিত হওয়ার পর ব্রিটিশরা প্রথমে ১৮৫৭ সালে সিপাহি বিদ্রোহের ভারতীয় সৈনিক এবং ওয়াবহি আন্দোলনের সৈনিকদের নির্বাসিত করে। তাদের ওখানেই জীবন যায়---এর বিস্তৃত ইতিহাস এখনও অজ্ঞাত। ১৮৫৭ সালে মহা বিদ্রোহ অথবা সিপাহি বিদ্রোহের পর ১৮৫৮ সালের মার্চ মাসে লোহশৃঙ্খলে আবদ্ধ করে পরাজিত মহাবিদ্রোহের সৈনিকদের আন্দামানে নিয়ে গিয়ে প্রথম বন্দিদের উপনিবেশ গড়ে তুলেছিলেন ব্রিটিশরা। এই বন্দিদের নামের তালিকা পাওয়া যায়নি। তবে কবি মির্জা গালিব এবং সম্রাট বাহাদুর শাহের নিকটতম অনেকেই এতে ছিল তাদের জীবন আন্দামানেই নির্বাচিত হয়েছেন। আর ওয়াহবি আন্দোলনের নায়ক ছিল শের আলি। ১৮৭২ সালে আন্দামানে ভাইসরয় লর্ড মেয়োকে হত্যার জন্য ফাঁসিতে জীবন দেয়। ১৯০৬ সালে ৬৯৩টি কুঠুরি বা 'সেল' যুক্ত কারাগার তৈকি করে ইংরেজ সরকার, যে কারণে ওই জেলের নাম হয় আন্দামান সেলুলার জেল। আন্দামান কারাগার নিয়ে বারীণ ঘোষ, উল্লাসকর দত্ত, উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বঙ্গেশ্বর রায়, সত্যেন্দ্রনারায়ণ মজুমদারের প্রামাণ্য গ্রন্থ রয়েছে। চিনমোহন স্নেহানবীশ, অনুপ দাশগুপ্ত সম্পাদিত প্রামাণ্য গ্রন্থ আছে, আমার লেখা গ্রন্থও আছে। স্বাধীনতা সংগ্রামীদের তিনটি পর্যায়ে আন্দোমানে প্রেরণ করা হয়েছিল, প্রথম পর্যায়ে ১৯০৯ থেকে ১৯২১ সালে মোট ১৭৩ জন। এদের মধ্যে পাঞ্জাবের ছিল ৯৯ জন, বাংলার ৫৪ জন। ১৯২২ থেকে ১৯৩১ সাল পর্যন্ত পাঠানো হযেছিল ২৯ জনকে। শেষ পর্যন্ত ১৯৩২ থেকে ১৯৩৮ সাল পর্যন্ত পাঠানো হয়েছিল ৩৯৫ জন। অর্থাৎ ১৯০৯ সাল থেকে ১৯৩৮ সাল পর্যন্ত আন্দামান বন্দির মধ্যে শুধুমাত্র বাংলার ছিল ৪০৫ জন। স্বাধীনতা সংগ্রামী আন্দামান বন্দিদের অনেকেরই আন্দামানে জীবন গিয়েছে। আমি আমার পূর্বপুরুষদের কাছ থেকে শুনেছি, আন্দামানে যখন তাঁর াগিয়েছেন, মূল ভূখণ্ডে তাঁরা আর ফিরে আসতে পারবেন না মনে করে মূল ভূখণ্ডের এক মুঠো মাটি তাঁরা সঙ্গে নিয়ে গেছেন। আন্দামান সেলুলার জেলকে নেতাজি সুভাষ বলেছিলেন ভারতের 'বাস্তিল দুর্গ' আর সংসদে দাঁড়িয়ে ভূপেশ গুপ্ত বলেছিলেন, আন্দামান বন্দিদের স্মৃতির 'তাজমহল'।

১৯৬৯ সালে ভারত সরকার আন্দামানের সেলুলার জেলের টাওয়ার ও তিনটি উইং থেকে জাতীয় স্মারক ঘোষণা করে। ১৯৭৯ সালে আন্দামান সেলুলার জেল ঐতিহাসিক স্মারক হিসাবে ঘোষিত হয়। ১৯৮৫ সালে আন্দামান সেলুলার জেলে শহিদ স্তম্ভ নির্মিত হয়। স্মৃতিসৌধে প্রত্যেক স্বাধীনতা সংগ্রামীর নাম খোদাই করা হয়। সেই সময় ভারত সরকার এবং প্রখ্যাত আন্দামান বন্দিদের প্রতিনিধিবর্গ মিলিতভাবে এই তালিকা প্রণয়ণ করে। আন্দামান নির্বাসিত রাজনৈতিক বন্দি মৈত্রী চক্রের প্রতিনিধিদের অন্যতম নেতা ছিলেন তখন বিশ্বনাথ মাথুর, বঙ্গেশ্বর রায় প্রমুখ। আন্দামান নির্বাসিত রাজনৈতিক বন্দিদের এখন কেউই জীবিত নেই। এই সময়ে বর্তমান সরকার নাকি উদ্যোগ নিয়েছে স্মারক স্তম্ভ থেকে অনেকের নাম মুছে ফেলতে। কারাগারের চিত্র প্রদর্শনালয় যে সমস্ত বন্দিদের ছবি চাঙানো ছিল ইতিমধ্যেই অনেকেরই ছবি নাকি সেখান থেকে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে বলে সংবাদমাধ্যমে অভিযোগ উঠেছে।

সরকার পক্ষের সমর্থক কয়েকজন বলছেন যে, না না সকলের নাম বাদ দেওয়া হচ্ছে না। প্রশ্ন হচ্ছে, একজনেরও নাম বাদ দেওয়া হবে কেন? এই অধিকার বর্তমান সরকারকে কে দিল? অবশ্য সরকারের এই কাজের অন্যরকম উদ্দেশ্য আছে বলে অনেকে সন্দেহ করেছেন। ১৯৩২-১৯৩৮ এ আন্দামানে যে ৩৯৫ জন বন্দি ছিল তাদের মধ্যে অধিকাংশই বাঙালি। আজ ৩৫২ জন বাঙালির মধ্যে ২৭০ জন কমিউনিস্ট মতাদর্শ গ্রহণ করেছিল। বাদ দেওয়ার মধ্যে দিয়ে কি বিজেপি সরকার প্রথমে এই কমিউনিস্ট এবং অন্যান্য বিল্পবীবাদীদের নাম বাদ দিতে চাইছে না তো? এই সন্দেহ অনেকের মনে রয়েছে। মিলেনিয়াম পোস্ট এবং অন্যান্য মাধ্যমের সংবাদের ফলেই এই সন্দেহ। গত জানুয়ারি ফেব্রুয়ারিতে অনেক আন্দামান ভ্রমণ করে এসে জানিয়েছেন, চিত্র প্রদর্শনালয়ে ১৯৩২ ,সালের পর বন্দ অনেকেরই ছবি সরিয়ে ফেলা হয়েছে। তাঁরা তাদের পরিচিত অনেক আন্দামান বন্দির ছবি সেখানে দেখতে পাননি। এতেও সন্দেহ ও ক্ষোভ হওয়া স্বাভাবিক ইতিহাসকে বিকৃত করার অধিকার বিজেপিকে কেউ দেয়নি। আমাদের গর্বের ইতিহাসকে আমরা মসালিপ্ত করতে দেব না। শেষ মুহূর্তে আন্দামান বন্দি মৈত্রী চক্রের অনুপম দাশগুপ্ত জানিয়েছেন, ১৯৭৯ সালে যাদের নাম স্মারক স্তম্ভে ছিল সেই সমস্ত নাম এখনও বদল হয়নি এটা অবশ্যই আশার কথা। কিন্তু আমার পরিষ্কার দাবি আন্দামান জেল কর্তৃপক্ষ এবং সরকার পরিষ্কারভাবে বলুক জীতীয় স্মারকে খোদিত কারো নাম বাদ দেওয়া হয়নি এবং হবে না। তাঁরা পরিষ্কারভাবে জানাক, চিত্র প্রদর্শনালয়ে নির্বাসিত বন্দিদের ছবি পূর্বের মতোই টাঙানো আছে এবং থাকবে। আমরা আমাদের গর্বের ইতিহাসকে বুলতে পারি না।

(সৌজন্যে-দৈ : স্টেটসম্যান)

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

CHEMISTRY CLASSES
AIDSO
অবিলম্বে উত্তরপ্রদেশের হাথরসের দোষিদের কঠোর শাস্তি দিতে হবে। AIMSS
মদ ও মাদকদ্রব্য জুয়া নিষিদ্ধ ঘোষনা করতে হবে।। AIMSS
অবিলম্বে নারী নির্যাতন খুন ধর্ষন বন্ধে প্রশাসনকে কঠোর পদক্ষেপ নিতে হবে।। AIMSS
ALL INDIA MSS

শনিবার আগরতলায় এআইএমএসএস ডেপুটেশন প্রদান করেন। ছবি- নিজস্ব।

এসআই প্রশ্নপত্র ফাঁস মামলায় গ্রেফতার ৪৫ জন, পুলিশের কোনও পদস্থ আধিকারিক জড়িত থাকলেও পাবেন না রেহাই : ডিজিপি

গুয়াহাটি, ১০ অক্টোবর (হি.স.) : অসম পুলিশের সাব-ইনস্পেক্টর (এসআই) পদে পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস কাণ্ডে এখন পর্যন্ত ৪৫ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। এই কেলেংকারির সঙ্গে পুলিশের কোনও উচ্চপদস্থ কিংবা পদস্থ আধিকারিকও যদি জড়িত থাকেন, তা হলে তাঁদেরও রেহাই দেওয়া হবে না। শনিবার এক সাংবাদিক সম্মেলন করে এ কথা জানালেন অসমের পুলিশ-প্রধান (ডিজিপি) ভাস্করজ্যোতি মহন্ত।

এডিজিপি জিপি সিং এবং আইজিপি (সিআইডি) সুরিন্দর কুমারকে সঙ্গে নিয়ে ডিজিপি ভাস্করজ্যোতি মহন্ত জানান, সংগঠিত কেলেংকারির সঙ্গে জড়িত অভিযোগে মোট ৪৫ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। তাদের মধ্যে ৪৩ জনই এসআই নিযুক্তি পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস কাণ্ডের সঙ্গে সরাসরি জড়িত। ডিজিপি ভাস্করজ্যোতি জানান, মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সনোয়ালের নির্দেশে এই ঘটনা সম্পর্কে সিআইডির কাছে মামলা দায়ের করা হয়েছিল। নলবাড়ি, লখিমপুর এবং কারবি আংলংয়েও ঘটনা সম্পর্কে মামলা দায়ের করা হয়েছে। এসআই পদে নতুন করে স্বচ্ছভাবে পরীক্ষার জন্য ইতিমধ্যে গুয়াহাটি এবং ডিব্রুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে বলেও জানিয়েছেন ডিজিপি ভাস্করজ্যোতি মহন্ত। তিনি জানান, এখন থেকে পুলিশ নিয়োগ বোর্ডের পরীক্ষা অসম পুলিশ নিজেই আয়োজন করবে। এই দুর্নীতির সঙ্গে যাঁরাই জড়িত রয়েছে কাউকে ছাড়া হবে না। এমন-কি পুলিশের কোনও উচ্চ পদস্থ অফিসারও যদি জড়িত বলে তথ্য পাওয়া যায় তা হলে তাঁকেও গ্রেফতার করা হবে বলে দৃঢ়তার সঙ্গে তিনি জানিয়েছেন।

অসম পুলিশের মহাপরিদর্শক (সিআইডি) সুরিন্দর কুমার জানান, এসআই পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস কীভাবে হয়েছে তার তদন্ত চলছে। ইতিমধ্যেই মূল অভিযুক্ত প্রাক্তন ডিআইজি পিকে দত্তের মালিকানাধিন হোটেল ভার্গব গর্যান্ডের দুটো রুম সিল করা হয়েছে। হোটেলের লাইসেন্স বাতিল করা হবে। তিনি আরও জানান, হোটেলটিতে অবৈধভাবে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত করার আয়োজন করা হয়েছিল। ধারাপুরের অক্ষয় টেলি কমিউনিকেশন নামের এক ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান থেকে বেশ কয়েকটি হার্ড ডিস্ক, অ্যাডমিট কার্ড, ব্ল্যাঙ্ক চেকবুক বাজেয়াপ্ত করেছে পুলিশ। এসআই পরীক্ষার প্রশ্নপত্র লিক কাণ্ডে আরও তিনটি মামলা দায়ের করতে আদালতে আবেদন করা হবে বলেও তিনি জানিয়েছেন। অভিযুক্ত সুরজ শর্মার বাড়িতে উদ্ধার হওয়া গাড়িটি তামিলনাড়ুর রেজিস্ট্রেশন বলে সংবাদ মাধ্যমকে জানিয়েছেন তিন পুলিশ অফিসার।ডিজিপি জানান, যে দশ জন অভিযুক্ত ভারতীয় ফৌজদারি দণ্ডবিধির ১৬৫ ধারায় নিজেদের জবানবন্দি নথিভুক্ত করিয়েছেন তারা তাদের ভাষ্য পরিবর্তন করতে পারবে না, এ কথা স্পস্ট জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। এসআই কাণ্ডের অন্যতম অভিযুক্ত দিবন ডেকার ফেসবুক পোস্টের ওপর ভিত্তি করে বেশ কয়েকজন অভিযুক্তকে পুলিশ গ্রেফতার করেছে। শুধু তা-ই নয়, এই অভিযানে বিপুল অঙ্কের টাকাও উদ্ধার হয়েছে। উদ্ধারকৃত টাকাগুলো এসআই কাণ্ডের সঙ্গে কোনও সংযোগসূত্র রয়েছে কিনা তা তদন্ত করে দেখা হচ্ছে। গোটা তদন্তে ৩ কোটিরও বেশি টাকা বাজেয়াপ্ত হয়েছে। তার পর আরও ১৫ লক্ষ টাকা বাজেয়াপ্ত করেছে অসম পুলিশের অভিযানকারী দল। এই পরীক্ষার সঙ্গে জড়িত যে সব প্রতিষ্ঠান বা এজেন্সি রয়েছে সকলকে হঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। এবার থেকে অসম পুলিশে নিয়োগ প্রক্রিয়ায় বাইরের কোনও প্রতিষ্ঠানকে ঢুকতে দেওয়া হবে না বলে সাফ জানিয়ে দিয়েছেন এডিজিপি জিপি সিং।

করোনা পরিস্থিতিতে দুর্গোৎসব বন্ধে দিলীপ ঘোষের আবেদনে বিতর্ক নেটিজেনদের

কলকাতা, ১০ অক্টোবর (হি. স.) : উৎসবের বদলে এবার কেবল পুজো করার আবেদন করেছেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ। নেটদুনিয়ায় এ নিয়ে প্রবল বিতর্ক শুরু হয়েছে।কয়েক হাজার নেটিজেন অংশ নিয়েছেন এতে। কেউ পক্ষে, কেউ বিপক্ষে। শুক্রবার তিনি কলকাতায় সাংবাদিক বৈঠকে এমন আর্জিই করলেন। তিনি বলেন, ”” পুজো কমিটি ও সাধারণ নাগরিকদের কাছে আবেদন করব দুর্গাপুজো অবশ্যই করুন, তবে দুর্গোৎসবটা এবার বন্ধ করুন। দুর্গাপুজো করুন। ভক্তি ও শ্রদ্ধার সঙ্গে মায়ের আরাধনা করুন। তিনি বলেন, ”” প্রার্থনা করুন মায়ের আশীর্বাদে যেন তাড়াতাড়ি এই মহামারি থেকে মুক্তি পাই।মায়ের আশীর্বাদে তা সম্ভব। ” তবে ফেসবুকে আনোয়ার হোসেন লিখেছেন, ’ঠিক বলেছেন।.’ মৌসুমী চ্যাটার্জি লিখেছেন, ’সত্যি বাঁদরামীটা বন্ধ হোক।.’ সুভাষ চন্দ্র বল লিখেছেন, ’পুজো বন্ধ হোক। সন্দীপ সেন লিখেছেন, পুজো হোক, তবে জাঁক জমক এক বছরের জন্য বর্তমান করোনা সংক্রমণ এর কথা মাথায় রেখে বন্ধ রাখা উচিৎ।’ জেহান আহমেদ মনির লিখেছেন, ’শুধু দূর্গা না সব উৎসব বন্ধ করা উচিত সবার কথা বিবেচনা করে।’ নিশিথ হাজরা লিখেছেন, “দুর্গা পূজা হোক কিন্তু উৎসব নয়।একটুখানি অসাবধানতার কারণে কেরালা মতো অবস্থা হবে।অনেক মায়ের কোল খালি হবে।’

অন্যদিকে সঞ্জিত কুমার মণ্ডল লিখেছেন, মিছিল করার সময় ঠিক আছে। দুর্গা পূজা করলে দোষ। একে নিশ্চয়ই পাগলা গারদে পাঠানো উচিত”।

গৃহবধূর ওপর প্রাণঘাতী হামলা ভিনধর্মী যুবকের, বাজারিছড়ায় গ্রেফতার অভিযুক্ত

বাজারিছড়া (অসম), ১০ অক্টোবর (হি.স.) : করিমগঞ্জ জেলার বাজারিছড়া থানার অন্তর্গত পূর্ব কালাছড়া গ্রামের বাসিন্দা জনৈক গৃহবধূ শ্লীলতাহানির পাশাপাশি প্রাণঘাতী হামলার শিকার হয়েছেন। গ্রামের জনতা অভিযুক্ত আবু সুফিয়ান নামের যুবককে পাকড়াও করে পুলিশের হাতে দিয়েছেন।

ঘটনার বর্ণনা করে বাজারিছড়া থানায় একটি এফআইআর দায়ের করেছেন গৃহবধূ শিপ্রা মালাকার। প্রদত্ত এফআইআর-এ তিনি লিখেছেন, শুক্রবার রাত প্রায় সাতটায় প্রকৃতির ডাকে তাঁর স্বামী অমিত দেব ঘরের বাইরে গিয়েছিলেন। সে সময় সুযোগ বুঝে তাদের ঘরে হাতে একটি লাঠি নিয়ে ঢুকে পড়ে বাজারিছড়ার ফরজাই আলির ছেলে আবু সুফিয়ান। উদ্যত লাঠি নিয়ে তাঁকে (গৃহবধূ) ঝাপটে ধরে শ্লীলতাহানির চেষ্টা করে। এফআইআর-এ তিনি আরও লিখেছেন, আবু সুফিয়ান তার শ্লীলতা হানির চেষ্টা করলে তিনি হল্লা চিৎকার শুরু করেন। তার চিৎকারে স্বামী অমিত ও প্রতিবেশীরা ছুটে আসেন। তখন অভিযুক্ত আবু সুফিয়ান তাকে ছেড়ে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। কিন্তু গ্রামের মানুষ তাকে পাকড়াও করে কিছু উত্তম-মধ্য ম দিয়ে রাতেই পুলিশের হাতে সমঝে দেন।

পুলিশ ধৃত আবু সুফিয়ানের বিরুদ্ধে ৪৮/২৯৪/২০২০ নম্বরে একটি মামলা রুজু করেছে। এদিকে গণধলাইয়ে আহত আবু সুফিয়ানকে করিমগঞ্জ সিভিল হাসপাতালে নিয়ে ভরতি করা হয়েছে বলে পুলিশ সূত্রের খবর।

শিক্ষার গণতন্ত্রীকরণ করেছে নতুন শিক্ষানীতি : রমেশ পোখরিয়াল নিশঙ্ক

নয়াদিল্লি, ১০ অক্টোবর (হি. স.): নতুন জাতীয় শিক্ষানীতি শিক্ষাব্যবস্থার গণতন্ত্রীকরণ করেছে। এই নতুন নীতির ফলে ভারত শিক্ষা ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক গন্তব্যে পরিণত হবে বলে জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী রমেশ পোখরিয়াল নিশঙ্ক।

শনিবার একটি আন্তর্জাতিক ওয়েবিনারে নতুন জাতীয় শিক্ষানীতিতে আন্তর্জাতিক শিক্ষা ক্ষেত্রে গন্তব্য ভারত শীর্ষক আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে রমেশ পোখরিয়াল নিশঙ্ক জানিয়েছেন, আমাদের প্রতিভা, গতিশীলতা এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে নতুন উদ্ভাবনের সঙ্গে প্রাচীন ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ দর্শন ও শিক্ষা সংমিশ্রণে উপকৃত হবে গোটা বিশ্ব।ভারতীয় শিক্ষা ব্যবস্থায় আন্তর্জাতিকতাবোধ নতুন কোন বিষয় নয়।প্রাচীন বিশ্বে গ্রিক থেকে শুরু করে তিব্বতি, চিনি, জাপানি বিদ্বান ব্যক্তিত্বরা ভারতে শিক্ষা গ্রহণ করে গিয়েছে।তারা ভারতের তক্ষশীলা, নালন্দা, বিক্রমশিলা এবং অন্যান্য প্রাচীন বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে অধ্যায়ন করে গিয়েছে।আমাদের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো প্রতিভার দিক থেকে কোন অংশে কম নয়। কিন্তু আধুনিক বিশ্বে কোথায় যেন এগুলো পিছিয়ে পড়ে গিয়েছে। ফলে প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল নতুন শিক্ষা ব্যবস্থা গ্রহণ করার। ভারতীয় পড়ুয়ারা বিগত কয়েক দশক ধরে আন্তর্জাতিক মঞ্চে নিজেদের প্রতিভার স্বাক্ষর রেখে গিয়েছে তার উল্লেখ করেছেন কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী।

রাজ্যপালের আশ্বাস কংগ্রেস দলনেতাকে

কলকাতা, ১০ অক্টোবর (হি. স.) : প্রদেশ কংগ্রেস দলনেতা অধীর চৌধুরীর নেতৃত্বে এক প্রতিনিধিদল শনিবার রাজভবনে পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল জগদীপ ধনকরের সঙ্গে দেখা করেন।রাজ্যপাল পরে টুইট করে জানান, কংগ্রেস প্রতিনিধিদের সব রকম সহযোগিতার আশ্বাস দেওয়া হয়েছে। রাজ্যে দুর্নীতি বিদ্যুতের উচ্চ মাসুল, আইনশৃঙ্খলার অবনতি নিয়ে তাঁরা রাজ্যপালকে একটি স্মারকলিপি দাখিল করেন। প্রবীণ নেতারা মানুষের দুর্ভোগ এবং মানবাধিকার লঙ্ঘনের কথা বলেন। দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্থ পরিযায়ী শ্রমিকদের রাজ্যের সহায়তা না দেওয়া-সহ বিভিন্ন বিষয়ে বিবেচনা করা হবে বলে আশ্বাস দিয়েছেন রাজ্যপাল।

ফের দৈনিক সংক্রমনে রেকর্ড পশ্চিমবঙ্গে, একদিনে আক্রান্ত ৩৫৯১

কলকাতা, ১০অক্টোবর (হি. স.): নতুন করে তৈরি হচ্ছে দৈনিক সংক্রমনের রেকর্ড। এদিকে গত ২৪ ঘন্টায় ফের একবার কমেছে সুস্থতার হার। একদিনেই সেই হার নেমে দাঁড়িয়েছে ৮৭.৮৬ শতাংশে। গত ২৪ ঘন্টায় রাজ্যে নতুন করে করোনা সংক্রমিত হয়েছেন ৩৫৯১জন। এদিন মৃত্যু হয়েছে ৬২ জনের। এদিকে মোট পরীক্ষিত নমুনার ৭.৯৮শতাংশ মানুষের এদিন সংক্রমিত হয়েছেন। স্বাস্থ্য দফতর বুলেটিন সূত্রে অন্তত খবর এমনটাই।

২৪ ঘন্টায় সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছেন ৩০৩২জন। তাই রাজ্যে সক্রিয় চিকিৎসাধীন করোনা আক্রান্তের সংখ্যা ২৯হাজার ৭৯৩জন। এই পর্যন্ত রাজ্যে মোট করোনা আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২লাখ ৯১হাজার ১৯৪জন। রাজ্যে মোট করোনা মুক্ত হয়েছেন ২লাখ ৫৫হাজার ৮৩৮জন। রাজ্যে করোনা আক্রান্ত হয়ে মোট মৃত্যু হয়েছে ৫৫৬৩জনের।

এদিকে গত ২৪ ঘন্টায় কলকাতা শহরে ৭৮৩ জন নতুন করে আক্রান্ত হয়েছেন। তাই শহরে মোট কেস বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৬৩হাজার ৬৮৬টি। গত ২৪ ঘন্টায় ৬২১জন সুস্থ হয়ে উঠছেন। তাই এখন সুস্থ হওয়ার সংখ্যা মোট ৫৫হাজার ৩১২জন। গত ২৪ ঘন্টায় মারা গেছে শহরে ২০জন। তাই এখনও পর্যন্ত কলকাতায় মোট ১৮৬১জন মারা গেছে করোনা আক্রান্ত হয়ে। বর্তমানে কলকাতায় করোনা আক্রান্ত সক্রিয় চিকিৎসাধীন রয়েছেন ৬৫১৩জন।

এদিকে রাজ্যে সংক্রমনের নিরিখে কলকাতার পরেই রয়েছে উত্তর চব্বিশ পরগনা। ওই জেলায় একদিনে আক্রান্ত হয়েছেন ৭৫৬জন। সুস্থ হয়ে উঠছেন ৬৬২জন। এদিনের বুলেটিনে আরও জানানো হয়েছে, গত ২৪ ঘন্টায় রাজ্যে ৪২ হাজার ৮৫৫টি নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে। এই পর্যন্ত রাজ্যে মোট নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে ৩৬লাখ ৫০হাজার ৯৮৯টি। এখন রাজ্যে ৮৮টি ল্যাবরেটরীতে নমুনা পরীক্ষা করা হচ্ছে।

তৃণমূল সরকার নিজেই অস্ত্রের ভাণ্ডারের মালিক, তোপ অধীরের

কলকাতা, ১০অক্টোবর (হি. স.): তৃণমূল অস্ত্র ভাণ্ডারের মালিক। কটাক্ষ করলেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি তথা সাংসদ আধির রঞ্জন চৌধুরি। শনিবার রাজ্যপালের সঙ্গে বৈঠকের পর তিনি সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে এ কথা বলেন।

অধীরবাবু এদিন বলেন, ”আমার কাছে আইন সবই সমান। অস্ত্র নিয়ে যেমন মিছিলে যাওয়া উচিত নয়। কিন্তু এ বাংলায় তৃণমূলের যেকোন নিচুতলার নেতা যারা চার চাকা নিয়ে ঘুরে বেড়ায় বাংলা জুড়ে, তাদের গাড়ি সার্চ করলে একটা নয় কয়েকটা করে অস্ত্র পাবেন। বিজেপি পার্টি একটা লাইসেন্স অস্ত্র নিয়ে মিছিলে গেছে। কিন্তু এ বাংলায় তৃণমূল কংগ্রেস অস্ত্র কারখানার মালিক। কি বলবেন? কিন্তু বিজেপি কোন লোক অস্ত্র নিয়ে মিছিলে গেছে বিরাট করে তুলে ধরা হবে। কারণ তারা বিজেপি। কিন্তু এ বাংলায় তৃণমূল অস্ত্র কারখানার মালিক তাদের বিরুদ্ধে কিছু হবে না। তৃণমূলের বাংলায় এভাবেই বিচার হবে। কিন্তু আইনের কথায় আমি এটাও বলতে পারিনা মিছিলে অস্ত্র নিয়ে ঘুরবে।”

সম্প্রতি হাওড়ায় বিজেপির মিছিলে একটি লাইসেন্স অস্ত্র পাওয়া যায়। যেটিকে নিয়ে বিতর্ক শুরু হয়। তার পরিপ্রেক্ষিতেই এদিন অধীর চৌধুরি একথা বলেন।

পুজো প্যান্ডেলের চাপ কম হতাশ ডেকোরেটর কর্মীরা

বাঁকুড়া, ১০ অক্টোবর (হি. স.): বাঙালির সবচেয়ে বড় উৎসব দুর্গাপূজা। বিগত বছরগুলোৰ মত উৎসাহ উদ্দীপনা এবার অনেকটাই ম্রিয়মাণ। দুর্গাপূজা উপলক্ষে সব বড় বাজেটের দুর্গাপূজা এবার করোনা পরিস্থিতিতে সকলেই বাজেট সীমিত করতে বাধ্য হয়েছেন। ১৫ লক্ষ টাকার বাজেট কমিয়ে কমিয়ে এনে এখন লক্ষ্যমাত্রা ধার্য করা হয়েছে মাত্র আড়াই থেকে চার লক্ষ টাকার মধ্যে। স্বাভাবিকভাবেই এবার বড় বাজেটের দুর্গাপূজাতে থিমের বালাই নেই। থিম ফুটিয়ে তুলতে প্রায় তিন মাস ধরে পুজো মণ্ডপ তৈরি হতো এবার তার কিছুই দেখা মিলছে না।পুজোর আর মাত্র ১৫ দিনেৰ মত বাকি তবুও পুজো কমিটির উদ্যোক্তাদের মধ্যে উৎসাহ নেই। রাত্রি জেগে মন্ডপ তৈরীর কাজ এখন আর চোখে পড়ছে না কোথাও। ডেকোরেটর প্যান্ডেল কর্মীরা যেখানে তিন মাস ধরে মণ্ডপসজ্জাৰ কাজ করতো এবাৰ সেটা পনেরো-কুড়ি দিনে সীমাবদ্ধ যার ফলে রুজি-রুটির টান পড়েছে ডেকোরেটর কর্মীদেরও। প্যান্ডেল নির্মাতা সুবীর প্রামানিক বলেন এবার কাজের বহর অনেক কম, যেখানে তিন মাস ধরে প্যান্ডেল করতে হতো কর্মীরা দিনরাত এক করে কাজ করতে বাধ্য হতো এবার সেই চাপ নেই। কাজে কাজেই এইসব কর্মীদের রোজগার অনেকটাই কমে গেছে। ডেকোরেটর কর্মী বাবু কারক, সোমেন লোহার বলেন এবার পুজোতে তেমন চাপ আমাদের নেই, যেখানে একটা মন্ডপ নির্মাণ করতে আমাদের তিন মাস ধরে কাজ কৰতে হতো এবার তা নেই। বড় প্যান্ডেল কোথাও নেই -কাজের চাপ কমেছে তেমনি রোজগারও কমেছে। দুর্গাপূজার মত পুজাগুলোর উপর নির্ভর করে আমরা সারা বছর তাকিয়ে থাকি এবার সেরকম কোনো আশা দেখছিনা। এখন আমাদের চিন্তা সারা বছরটা চলবে কিভাবে? দুর্গাপূজাতে যদি এই অবস্থা হয় বাকি পুজোতে কি হবে বুঝতেই পারছি। তারা একসঙ্গে বলেন এই কারণে এই লাইনের কাজ করতে আসছে না কাজের কোনো গ্যারানর বলে বলে। সরকারিভাবে কোনো সহযোগিতা বা সুযোগের কোন অবকাশ নেই। বাঁকুড়া শহরের অন্যতম বড় বাজেটের পুজো হরেশ্বৰ মেলা ইন্দারাগোড়া পূজা কমিটিৰ কার্যকরী সভাপতি জয়ন্ত বরাট জানান করোনা পরিস্থিতির কথা চিন্তা করে এবং সরকারি বিধি নিষেধ অনুযায়ী এবার আমাদের পুজোর আয়োজন করতে হচ্ছে সে কারণেই বাজেট কমিয়ে কাজ হচ্ছে।কমিটির সম্পাদক বলেন রমেশ মোৰাৰকা বলেন সরকারি বিধি অনুযায়ী আমাদের আয়োজন

ছয়ের পাতায়

পশ্চিমবঙ্গে কাট মানির সরকারকে সরিয়ে বাম-কং ক্ষমতায় আসবে: অধীর চৌধুরী

কলকাতা, ১০অক্টোবর (হি. স.): আগামী দিনে বাম ও কংগ্রেসের নেতৃত্বে এ রাজ্যে ক্ষমতা দখল করা হবে। শনিবার রাজ্যপালের সঙ্গে বৈঠকের পর এমনটাই জানান প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীর রঞ্জন চৌধুরী।

এদিন তিনি বলেন, ”রাজ্যের তৃতীয় শক্তি বাম কংগ্রেস আগামী দিনে প্রথম শক্তি হয়ে এ রাজ্যে ক্ষমতায় আসবে। যতই দিদি মুনি সাম্প্রদায়িক বিভাজন করে বিজেপির সঙ্গে ভোট ভাগাভাগি করুক। মানুষ বাম কংগ্রেসকেই সমর্থন করবে। ইতি মধ্যেই বামেদের সঙ্গে সমঝোতা করে কাজ শুরু করে দিয়েছে।”

তিনি অভিযোগ করে বলেন, ”এ রাজ্যে বিজেপিকে জায়গা করে দিচ্ছে তৃণমূল। হিন্দু ও মুসলমান ভোট ভাগাভাগির চেষ্টা চলছে। অথ কয়েক দিন আগে যখন বাম পন্থিরা নবান্ন আভিযান করেছিল তখন রক্তাক্ত করে দিয়েছিল রাজপথ। কিন্তু বিজেপির আন্দোলনে দোল খেলা হল। আসলে বিজেপিকে জায়গা করে দিতে চাইছে।”

পাশাপাশি পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেসের ডাকে এদিন নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের মূল্যবৃদ্ধি, বেকারত্ব সমস্যা, আইন শৃঙ্খলার অবনতি, স্বাস্থ্য পরিষেবার বেহাল দশা ও বিদ্যুতের মাশুল বৃদ্ধির প্রতিবাদে বিধান ভবন থেকে ধর্মতলার ওয়াই চ্যানেল পর্যন্ত মিছিল করা হয়।

মিছিলের নেতৃত্ব দেন - সাংসদ, লোকসভার কংগ্রেস দলনেতা তথা পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি অধীর রঞ্জন চৌধুরী। এর পরেই মাননীয় রাজ্যপালের কাছে উপরিউক্ত ইস্যুতে একটি ডেপুটেশন জমা দেন প্রদেশ সভাপতির নেত্রীত্বে ১৩ জোনের এক প্রতিনিধি দল।

বৈঠক শেষে অধীর বলেন, এ রাজ্যে প্রতিদিন যেভাবে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য থেকে বিদ্যুৎ এর মাশুল বাড়ছে। আর তাতে রাজ্য সরকারের কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই। সেজন্য সাধারণ মানুষ দূর্ভোগে পড়েছে। তাই আমরা আজ রাস্তায় নেমে ছিলাম প্রতিবাদ জানাতে। বিষয়টি রাজ্যপালের একটি বছর করা হয়েছে। অন্যদিকে এদিন তিনি স্পষ্ট ভাষায় বলেন আগামী দিনে এরাজ্যে কাটমানির সরকারকে সরিয়ে তৃতীয় শক্তি বাম কংগ্রেস প্রথম শক্তি হিসেবে ক্ষমতা দখল করবে।

করিমগঞ্জের দোহালিয়া পাহাড়ে বুনো শূকর শিকার করতে ডেকে নিয়ে বধ যুবক

পাথারকান্দি (অসম), ১০ অক্টোবর (হি.স.) : বুনো শূকর শিকার করতে ডেকে নিয়ে মাথায় গুলি করে বধ করা হয়েছে জনৈক তরতাজা যুবককে। ঘটনা করিমগঞ্জ জেলার পাথারকান্দি থানাধীন দোহালিয়া সংরক্ষিত বনাঞ্চলে সংগঠিত হয়েছে। আততায়ীর গুলিতে নিহত যুবককে ফরিদকোণা-দোহালিয়া গ্রাম পঞ্চায়েত (জিপি)-এর দুই নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা জনৈক মিন্টু দেবের বছর ২৩-এর ছেলে মনোরঞ্জন দেব (নিতীশ) বলে শনাক্ত করা হয়েছে। পুলিশ ইতিমধ্যে ঘটনার সঙ্গে জড়িত অভিযোগে এক ব্যক্তিকে আটক করেছে।

খবরে প্রকাশ, শুক্রবার সকালের দিকে দোহালিয়া গ্রামের জনৈক নৃপেশ দাস ও সংলগ্ন গ্রামের জনৈক সামসল হক সহ প্রায় ১৫ জন চোরাশিকারির দল বুনো শূকর শিকার করতে হাতে তৈরি বন্দুক নিয়ে নিতীশকে তার বাড়ি থেকে ডেকে প্রায় দেড় কিলোমিটার দূরে নারাইণপুর সংরক্ষিত বনাঞ্চলে যায়। বিকেল গড়িয়ে রাত হয়ে যায়, নিতীশ বাড়ি না ফেরায় তার পরিবারের সদস্যদের মধ্যে দুশ্চিন্তা চেপে বসে। শুরু হয় খোঁজখবর। গোটা রাত ছেলে ঘরে না ফেরায় আজ (শনিবার) ভোরে স্থানীয় জিপি সভাপতি দীপঙ্কর দেবের শরণাপন্ন হন নিতীশের বাবারা।

জিপি সভাপতি দীপঙ্কর দেব গ্রামের মানুষজনকে সঙ্গে নিয়ে পড়শি শিকারি নৃপেশ দাসের বাড়িতে গিয়ে নিতীশের খোঁজ নেন। পরবর্তীতে নৃপেশকে সঙ্গে নিয়ে সেই নারাইণপুর সংরক্ষিত বনাঞ্চলে প্রবেশ করে একটি টিলার ওপর নিতীশের গুলিবিদ্ধ রক্তাক্ত দেহ প্রত্যক্ষ করেন তাঁরা। সে সময় নৃপেশ পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। কিন্তু গ্রামবাসী তাকে পাকড়াও করে ফেলেন। ইত্যবসরে খবর দেওয়া হয় রাতাবাড়ি থানায়। খবর পেয়ে পুলিশের দল গিয়ে নিতীশের লাশ উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য শিলচর মেডিক্যাল কলেজ হাসাপতালে পাঠিয়ে দেন। পাশাপাশি অভিযুক্ত নৃপেশ দাসকে থানায় নিয়ে যায় পুলিশ। ঘটনার তদন্তে নেমেছেন যৌথভাবে পাথারকান্দি থানার ওসি ইনস্পেক্টর তানবির আহমেদ এবং রাতাবাড়ি থানার ওসি জে তেরং।

এদিকে ঘটনার সঙ্গে জড়িত অভিযোগে ধৃত নৃপেশ দাস নাকি পুলিশের জেরায় জানিয়েছে, গতকাল ঘটনার দিন সবার হাতে বন্দুক থাকলেও বুনো শূকর বধ করতে গুলি ছুঁড়েছিল সামসুল। কিন্তু গুলিটি লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে নিতীশের মাথায় লেগে যায়। পরে তারা বিপদ বুঝে লাশটি জঙ্গলে ফেলে পালিয়ে যায়। পুলিশ জানিয়েছে, অন্যরা পালিয়ে গা ঢাকা দিয়েছে। তবে তাদের ধরতে জাল বিছিয়েছে পুলিশ। এ ঘটনায় এলাকা জুড়ে চাঞ্চল্যে র সৃষ্টি হয়েছে।

সরকারি নিষেধাজ্ঞা লঙ্ঘন পাথারকান্দি-করিমগঞ্জ রুটে যাতায়াতকারী গাড়িতে বেশি ভাড়া নেওয়ার অভিযোগ

পাথারকান্দি (অসম), ১০ অক্টোবর (হি.স.) : করোনার বাহানায় এবং সংশ্লিষ্ট বিধি-নির্দিশিকার অজুহাত দেখিয়ে অবৈধভাবে পাথারকান্দি-করিমগঞ্জ রুটে যাতায়াতকারী যাত্রীবাহী যানবাহনে দ্বিগুন ভাড়া আদায় করা হচ্ছে বলে অভিযোগ তুলেছেন ভুক্তভোগী নিত্যযাত্রীরা। প্রতিদিনই বেশি ভাড়া আদায়কে কেন্দ্র করে চালক ও গাড়ির সহচালকদের সঙ্গে যাত্রীদের ব্যাপক বাকবিতণ্ডার সৃষ্টি হয়। এছাড়া নানাভাবে হয়রানিরও শিকার হচ্ছেন নিত্যযাত্রীরা।

ভুক্তভোগী অভিযোগকারীরা বলেছেন, করোনা প্রতিরোধে সরকারের জারিকৃত দীর্ঘদিনের লকডাউন এবং পরবর্তীতে আনলক-কালে কোভিড প্রটোকল অনুযায়ী সামাজিক দূরত্ব মেনে প্রতিটি যানবাহনে ৫০ শতাংশ যাত্রী নিয়ে চলাচল করার নির্দেশ জারি করা হয়েছিল। কিন্তু যান মালিকদের দাবি অনুযায়ী ভাড়া না বাড়িয়ে গতকাল রাজ্যের পরিবহণ দফতরের এক বিজ্ঞপ্তিতে এখন থেকে প্রতিটি যানবাহনে পূর্ববৎ একশো শতাংশ যাত্রী নিয়ে চলাচল করা যাবে বলে জানানো হয়েছিল। প্রত্যেক যাত্রী এবং সংশ্লিষ্ট গাড়ির চালক, সহচালক ও পরিচালকদের মাস্ক পরিধান, স্যানিটাইজার ব্যবহারের পাশাপাশি সহ নির্দিষ্ট আসনের অতিরিক্ত যাত্রী বহণে নিষেধাজ্ঞার কথাও সরকারি বিজ্ঞপ্তিতে পরিষ্কার করে বলা হয়েছে। অথচ আজও পাথারকান্দি-করিমগঞ্জ রুটে যানবাহনে বর্ধিত ভাড়া আদায় করা হচ্ছে বলে বহু নিত্য যাত্রীর কাছে অভিযোগ পাওয়া গেছে।

অভিযোগকারীরা এ ব্যাপারে প্রশাসনের হস্তক্ষেপ দাবি করেছেন। তাঁরা বলেছেন, বেসরকারি এবং সরকারি এএসটিসি, ম্যাক্স, ক্রুইজার, সুমো গাড়ির মতো একই অবস্থা স্থানীয়ভাবে চলাচলকারী তিন চাকার এপি ও অটো রিকশাগুলোরও। অত্যাএধিক যাত্রী বোঝাই করে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে ওই সব যানবাহন চলাচল করার পাশাপাশি দ্বিগুণ ভাড়া আদায় করা হচ্ছে। ফলে জেলার পরিবহণ আধিকারিক এবং সাধারণ প্রশাসনকে শীঘ্রই ওই সব যানবাহনের ওপর শিগিগির লাগাম ধরতে নিত্য যাত্রীরা আবেদন জানিয়েছেন।

ডিমা হাসাও জেলায় ১২ জন কংগ্রেস কর্মীর বিজেপিতে যোগদান

হাফলং (অসম), ১০ অক্টোবর (হি.স.) : ডিমা হাসাও জেলায় কংগ্রেস দলে ধস অব্যাহত। শনিবার কংগ্রেসের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে ১২ জন দলীয় কর্মী বিজেপি দলে যোগদান করেছেন। আজ ডিমা হাসাও জেলা বিজেপি সভাপতি ধনপাইনন থাওসেন, সাধারণ সম্পাদক সুজয় লাংথাসা এবং উত্তর কাছাড় পার্বত্য স্বশাসিত পরিষদের ইএম নিপোলাল হোজাই ও ইএম পাউদামিং রিয়ামের উপস্থিতিতে উত্তর কাছাড় পার্বত্য স্বশাসিত পরিষদের লাইসং নির্বাচন কেন্দ্রের তুলপুই গ্রামের ১২ জন কংগ্রেস কর্মী ও হাফলঙের বিশিষ্ট সমাজকর্মী জসরিংডাও ফংলো বিজেপিতে যোগদান করেছেন।

এদিন নবাগতদের দলে স্বাগত জানান বিজেপির জেলা সভাপতি ধনপাইনন থাওসেন। এ উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে থাওসেন বলেন, ডিমা হাসাও জেলার বিভিন্ন এলাকায় বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে বিজেপিতে যোগদান করেছেন বহুজন। ২০২১-এর বিধানসভা নির্বাচনের আগে পর্যন্ত এই যোগদান প্রক্রিয়া অব্যাহত থাকবে বলে দাবি করেছেন বিজেপর জেলা সভাপতি।

ধনপাইনন থাওসেন আরও বলেন, বিশেষ করে কংগ্রেস ছেড়ে ওই দলের নেতা ও কর্মীরা যেভাবে বিজেপিতে যোগদান করছেন এতে দল আরও শক্তিশালী হয়ে উঠবে। ফলে আগামী বিধানসভা নির্বাচনে ডিমা হাসাও জেলায় বিজেপি ভালো ফলাফল করতে সক্ষম হবে বলে দাবি করেন ধনপাইনন থাওসেন।

বিজেপিতে যোগদান করে হাফলঙের বিশিষ্ট সমাজকর্মী জসরিংডাও ফংলো বলেন, বিজেপির উন্নয়নমূলক কাজের নিরিখেই তিনি আজ এই দলে যোগ দিয়েছেন। আগামী দিনে বিজেপি দলের হয়ে তিনি সকলের সঙ্গে একজোট হয়ে কাজ করে যাবেন বলে অঙ্গীকার করেছেন জসরিংডাও ফংলো।

টাকা দিয়ে পুজোয় মুখ্যমন্ত্রীর নিমন্ত্রণ আদায়ের প্রশ্ন তুললেন সুজন চক্রবর্তী

কলকাতা, ১০ অক্টোবর (হি. স.): টাকা দিয়ে পুজোয় মুখ্যমন্ত্রীর নিমন্ত্রণ আদায় নিয়ে প্রশ্ন তুললেন সিপিএমের পরিষদীয় প্রধান সুজন চক্রবর্তী। শনিবার তিনি টুইটে লেখেন, “টাকা দিয়ে নিমন্ত্রণ আদায় ?লজ্জার বিষয় ! সরকারি অর্থে ৫০ হাজারি অনুদান ৩৭ হাজার পূজা কমিটিকে। অথচ মাননীয়ার ভাগে নিমন্ত্রণ মাত্র ১৫ হাজার! বাকি এখনও ২২ হাজার? ভোটের আগে নিমন্ত্রন আদায়ের জন্য এই অনুদান? ”সততার প্রতীক” সহ মাননীয়ার ছবি টাঙানোর জন্য? জবাব কি দেবেন মাননীয়া?

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

গানের পাশাপাশি পড়ালেখাতে মনোযোগী ছিলেন এন্ড্রু কিশোর

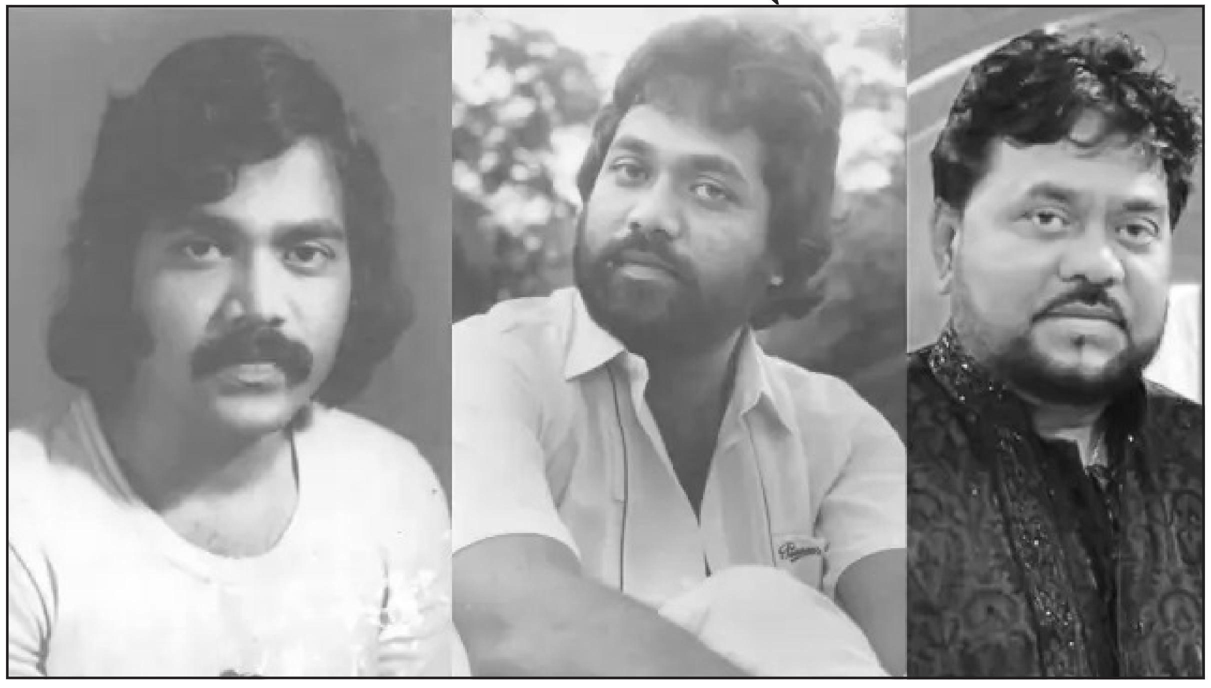

শুধু গান নিয়েই একটা জীবন কাটিয়ে দিলেন এন্ড্রু কিশোর। গানই ছিল তাঁর জীবন, গানই প্রাণ। গান তাঁর প্রাণে মিশে গেছে শৈশব থেকে। তখন তিনি তৃতীয় শ্রেণির ছাত্র। মূলত গান শিখতেন বড় বোন ডা. মার্সেলা শিখা বিশ্বাস। ওস্তাদ আবদুল আজিজ বাচ্চুর কাছেই শিখতেন তিনি। বড় বোন যখন হারমোনিয়াম নিয়ে বসতেন, এন্ড্রু কিশোর চুপ করে বসে থাকতেন পাশে। তবলা বাজাতেন বড় ভাই। দুই বড় ভাইবোন হারমোনিয়াম---তবলা নিয়ে অনুশীলন করতেন। দিনের পর দিন এভাবে চলছিল। কিন্তু একসময় বড় দুজনকেই পাঠিয়ে দেওয়া হলো বরিশালে বোর্ডিং স্কুলে। এ প্রসঙ্গে প্রথম আলোকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে এন্ড্রু কিশোর বলেছিলেন, ‘আমরা ছিলাম নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবার। একসঙ্গে তিন ভাইবোনের লেখাপড়ার খরচ চালানো খুব সমস্যা। এ কারণে দুই ভাইবোনকে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল বোর্ডিং স্কুলে।’ দুই ভাইবোন বরিশালে যাওয়ার পর ওস্তাদ আবদুল আজিজ বাচ্চু বাবাকে বললেন, তাহলে ছোট্ট এন্ড্রুকেই দিয়ে দেওয়া হোক গান শেখার জন্য।

বাবা সংগীতের মোটামুটি সমঝদার ছিলেন। তিনি হাসিমুখে রোজ সাইকেলে করে ছেলেকে সুরবাণী সংগীত বিদ্যালয়ে ওস্তাদজির কাছে গান শেখাতে নিয়ে যাওয়ার কাজটা খুব আগ্রহ নিয়েই করতে লাগলেন। ’৬৪ সালে এভাবেই সংগীতের হাতেখড়ি হয়েছিল এন্ড্রুর। এরপর মন দিয়ে শুধু দুটি জিনিসই করে যেতে হয়েছে তাঁকেলেখাপড়া আর সংগীত।গান আর লেখাপড়া সমানতালে চলছিল। কোনোটায় ছাড় দেননি এন্ড্রু। লেখাপড়া বলতে শুধু প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা নয়, সত্যিকারের মানুষ হওয়ার শিক্ষাটাও নিয়েছিলেন পারিবারিকভাবে। এভাবে অনার্স ফাইনালে। অনার্সের শেষ বর্ষে মৌখিক পরীক্ষা নিতে ঢাকার এক অধ্যাপক গেছেন। এন্ড্রুকে তাঁর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়ে গর্বিত ভঙ্গিতে রাজশাহী সিটি কলেজের অধ্যক্ষ খুব গর্বিত ভঙ্গিতে বললেন, ‘এ হচ্ছে আমাদের ছাত্র। সিনেমায় গান গায়।’ শুনে অধ্যাপক বললেন, ‘বাহ, তাহলে ও মাস্টার্সটা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়েই করুক। তাহলে ওর গানের জন্যও সুবিধা হবে।’শিক্ষক প্রস্তাব দিলেন, ভালো সুযোগ বলা যায়। তবে কাজে লাগানো গেল না মায়ের জন্য। মা সব সময় বলতেন, ‘মাস্টার্স শেষ করার আগে আমি তোকে ছাড়ছি না।’ ফলে মাস্টার্সের জন্য রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়েই ব্যবস্থাপনাতে ভর্তি হয়ে যেতে হলো এন্ড্রুকে। এ প্রসঙ্গে জীবনকালে স্মৃতিচারণায় এন্ড্রু বলেছিলেন, ‘মা আমাকে খুব ভালো একটা শিক্ষা দিয়েছেন জীবনে, তিনি শিখিয়েছিলেন, লেখাপড়াটা জীবনে খুব দরকারি জিনিস। শুধু একাডেমিক শিক্ষা নয়, মনুষ্যত্বের শিক্ষাও। শিল্পী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হতেও শিক্ষাটা আমার খুব কাজে এসেছে।’

সোনাক্ষী বললেন, আমি বিশ্রী আমি হাতি, আমি বেঢপ!

ক্যারিয়ারের একেবারে শুরু থেকেই নিজের শরীর নিয়ে কত যে কটু কথা শুনতে হয়েছে সোনাক্ষী সিনহার, তার ইয়ত্তা নেই। শুরুতে সব সমালোচনা ইতিবাচকভাবেই নিয়েছেন এই দাবাংকন্যা। তবে একসময়ে ধৈর্যের বাঁধও ভেঙেছে। সমালোচনাকারীদের একহাত নিতেও সময় লাগেনি ৩৩ বছর বয়সী এই বলিউড তারকার।

৫ ফুট ৬ ইঞ্চি উচ্চতার এই ‘লুটেরা’ তারকার বর্তমান ওজন ৭০ কেজি। কিন্তু বলিউডে পা রাখার আগে সোনাক্ষীর ওজন ছিল ৯৮ কেজি। ৩০ কেজি ওজন ঝরিয়ে তবেই সালমান খানের নায়িকা হয়েছিলেন সোনাক্ষী। আর তারকা হওয়ার জন্য কমবেশি মূল্য তো দিতেই হয়। হুড়মুড় করে চারদিকে সমালোচনার রোল উঠল। সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে সে কথাই মনে করিয়ে দিলেন নেপোটিজমের তোড়ে টুইটার থেকে বিদায় নেওয়া এই তারকা। বললেন, ‘আমি সব সময়ই মোটা বাচ্চা ছিলাম। অতিরিক্ত ওজন নিয়ে জন্মেছিলাম। তাই অতীতের কোনো ছবিতেই আমাকে ফিট দেখাবে না। যখন স্কুলে পড়ি, তখন আমার ওজন ছিল ৯৫ কেজি। আমি বড় হয়েছি “বুলিং”, “বডি শেমিং”—এর শিকার হয়ে। খুব কম বন্ধুই আমাকে আমার নিজের নামে ডেকেছে। সব সময় মোটি, মোটু, হাতি, ফ্যাটারএগুলোই ছিল আমার নাম। কিন্তু আমি সব সময় বিশ্বাস করেছি, আমি কেবল আমার ওজন আর আকৃতি নই।

আমি এর বাইরে অনেক কিছু!’

সোনাক্ষী আরও বলেন, ‘যখন মোটা ছিলাম, তখন লোকে যা ইচ্ছা তাই বলেছে। এরপর ৩০ কেজি ওজন ঝরালাম। ফিট হলাম। বলিউডে এলাম। সিনেমা হিটও করল। তখনো বেশির ভাগ লোক আমার মেধা, অভিনয় নিয়ে কথা বলেনি। কথা বলেছে কেবল ওজন নিয়ে। আমি বিশ্রী, আমি হাতি, আমি বেঢপ! আমি আমার ঘাম ঝরানো পরিশ্রমের কথা বলার চেষ্টা করেছি। তবু কারও আমার চেষ্টা, মেধা চোখে পড়েনি। আর কত!’

ভক্তের জন্য গার্নারের ভালোবাসা

SCREEN ACTORS GUILD AWARDS
ACTORS GUILD AWARDS

কোয়ারেন্টিনে থাকার সময়ে বেশ কিছু ছবি তুলেছিলেন হলিউড তারকা জেনিফার গার্নার। সেখান থেকে নয়টি ছবি কোলাজ করে ভক্তদের সঙ্গে ইনস্টাগ্রামে ভাগ করে নিতেও ভোলেননি তিনি। এ ছবির নিচে এক ভক্তের মন্তব্য ও জেনিফার গার্নারের উত্তর থেকে এ প্রতিবেদনের সূত্রপাত।

ওই ভক্ত লিখেছেন, ‘আহা, আমারও যদি আপনার মতো সুখ আর নিরাপত্তা থাকত! আপনাকে দেখে আমার মনে হয়, আপনি একজন ভালো আর দয়ালু মানুষ। জানেন, বছরের পর বছর মানসিক নির্যাতনের পর অবশেষে আমার স্বামীকে ছেড়ে যাওয়ার কথা বলতে পেরেছি। একসময় আমার মনে হচ্ছিল, বাকি জীবনে আমি আর কখনোই সুখী হতে পারব না। একটা নিরাপদ জীবনের সঙ্গে এ জীবনে আমার আর কোনো দিনই দেখা হবে না। আপনাকে দেখে আমার ভেতরে সুন্দর একটা অনুভূতি হয়। জানি না কী হবে! আমার স্বামী অত্যন্ত প্রতিহিংসাপরায়ণ আর ক্ষমতাবান।’জেনিফার এ মন্তব্যের উত্তর না দিয়ে পারেননি। তিনি ওই ভক্তকে লিখেছেন, ‘মনে হচ্ছে, তোমার হৃদয় ভারাক্রান্ত। তোমার কথা জেনে আমি খুবই দুঃখিত। তবে আমি বিশ্বাস করি, তোমার ভেতরে একজন শক্তিশালী নারী আছেন। আশা করি, শিগগিরই তুমি নিজেকে শান্ত করতে পারবে। প্রার্থনা, মেডিটেশন, ইয়োগা ও ব্যায়াম করো। শিল্পচর্চাও এ সময় নিজেকে শান্ত করতে ভালো কাজে দেয়। তুমি তোমার যুদ্ধ চালিয়ে যাও। তোমার মুখে যুদ্ধজয়ের হাসি ফিরবেই। সেদিনটা না আসা পর্যন্ত আমার ভালোবাসা তোমার সঙ্গে রইল।’জেনিফারের প্রথম স্বামী স্কট ফলের সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হয় বিয়ের চার বছর পর, ২০০৪ সালে। পরের বছরই বেন অ্যাফ্লেকের সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধেন গার্নার। ২০১৫ সালের ২৯ জুলাই দশম বিবাহবার্ষিকীতে তাঁদের তিন সন্তান ভায়োলেট, সেরাফিনা ও স্যামুয়েলের বয়স ছিল যথাক্রমে নয়, ছয় ও তিন বছর। ঠিক তার পরদিন, ২০১৫ সালের ৩০ জুলাই জেনিফার বেনের সঙ্গে বিচ্ছেদের ঘোষণা দেন গার্নার। ২০১৮ সালে আনুষ্ঠানিকভাবে এ জুটির বিচ্ছেদ হয়।

অপেক্ষায় পরির মা—বাবা

প্রথমবার মা হতে যাচ্ছেন মার্কিন গায়িকা কেটি পেরি। সন্তানের বাবা ব্রিটিশ তারকা অরল্যান্ডো ব্লুমের যেন তর সইছে না। যদিও বাবা হওয়ার অভিজ্ঞতা তাঁর এটাই প্রথম নয়। সাবেক স্ত্রী মডেল মিরান্ডা কেরের সংসারে একটি ছেলের বাবা হয়েছিলেন তিনি। কিন্তু মেয়ে শিশুর বাবা হবেন এবারই প্রথম। এ গ্রীষ্মেই পৃথিবীতে আসছে কেটি-অরল্যান্ডোর কন্যা। মেয়েকে কোলে নেওয়ার জন্য অস্থির হয়ে আছেন ‘পাইরেটস অব দ্য ক্যারিবিয়ান’ তারকা।

মেয়ের বাপ হতে যাচ্ছেন। আপনার অনুভূতি কী? গুড মর্নিং আমেরিকার এক সাক্ষাৎকারে এ প্রশ্নের উত্তরে অরল্যান্ডো বলেন, ‘আমার যে কেমন লাগছে, সেটা শব্দে, ভাষায় প্রকাশ করা যাবে না। আমি একটা ছোট্ট পরির বাবা হব। সময়টা কেমন যেন জাদুর মতো, বাস্তব আর অবাস্তবের মাঝামাঝি। আমি সেই দিনের দিকে তাকিয়ে আছি, যখন ঘুম ঘুম চোখে মেয়েকে ফিডার খাওয়াব, কোলে নিয়ে কান্না থামাব। সেই রাতে পৃথিবী ঘুমাবে, আমি আর মেয়ে জেগে থাকব।’

কেটি-অরল্যান্ডো দম্পতি ঠিক করেছেন মেয়ের নাম রাখবেন না। বেশ কয়েকটি নাম বেছে রাখবেন, একটু বড় হওয়ার পর আনুষ্ঠানিকভাবে সেখান থেকে নিজের নাম বেছে নেবে মেয়ে নিজেই। গত মার্চে ‘নেভার ওর্ন হোয়াইট’ গানের ভিডিওর মাধ্যমে মা হওয়ার সুখবর দেন কেটি। তিনি বলেন, ‘আমি তো গানে গানেই ভক্তদের সঙ্গে যোগাযোগ করি। জীবনের এ গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তের কথাও তাই গান করে জানালাম। এটাই আমার আর অরল্যান্ডোর সবচেয়ে বেশি দিন লুকিয়ে রাখা গোপন কথা।’২০১৬ সালে আংটিবদল করেন কেটি পেরি ও অরল্যান্ডো ব্লুম। ধুমধাম করে বিয়ের ফুরসত আর মেলেনি। অবস্থা বলে দিচ্ছে, মেয়ের মুখে ভাতের দিন হয়তো বিয়েটাও করে ফেলবেন তাঁরা।

মারা গেছেন অস্কারজয়ী সংগীতশিল্পী মরিকোন

৯১ বছর বয়সে মারা গেলেন অস্কারজয়ী ইতালীয় সুরকার ও সংগীত পরিচালক এনিও মরিকোন। আজ মরিকোনের দীর্ঘদিনের আইনজীবী জিওরজিও তাঁর মৃত্যুর খবর নিশ্চিত করেন। কিছুদিন আগে পড়ে গিয়ে পা ভেঙে ফেলায় তিনি রোমের এক হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন। সেখানেই আজ ভোরে শেষনিশ্বাস ত্যাগ করেন গুণী এই সুরকার।চার শতাধিক ছবির সংগীত আয়োজন করেছেন তিনি। তবে ১৯৬৬ সালে ‘দ্য গুড, দ্য ব্যাড অ্যান্ড দ্য আগলি’ ছবির জন্য তিনি বিশ্বব্যাপী দারুণ সমাদৃত হন। পরবর্তীকালে অনেক জায়গায় এই ছবির সংগীত আর সুরের প্রভাব লক্ষ করা যায়। যেসব সিনেমার গান বিশ্বসংগীতকে সবচেয়ে বেশি প্রভাবিত করেছে, তার ভেতর ‘দ্য গুড, দ্য ব্যাড অ্যান্ড দ্য আগলি’ অন্যতম।এনিও মরিকোন ইতালীয় চলচ্চিত্র পরিচালক সার্জিও লিওনের সঙ্গে বেশ কিছু ছবিতে কাজ করেছেন। এই দুজন মিলে বিশ্ব চলচ্চিত্রে যোগ করেছেন বেশ কিছু আইকনিক ও ক্ল্যাসিক সিনেমা। সেগুলোর ভেতর ‘ডলারস’ ট্রিলোজি ছাড়াও ‘ওয়ানস আপন আ টাইম ইন ওয়েস্ট’, ‘ডাক’, ‘ইউ সাকার’, ‘ওয়ানস আপন আ টাইম ইন আমেরিকা’ ইত্যাদি অন্যতম। ১৯২৮ সালের ১০ নভেম্বর ইতালির রোমে জন্ম নেওয়া এই সংগীত পরিচালক ক্যারিয়ার শুরু করেছিলেন ফুটবল খেলা দিয়ে। কিন্তু খেলার মাঠেও শুনতে পেতেন সংগীতের ডাক। তাই এএস রোমার মতো বিখ্যাত ক্লাব ছেড়ে মন দিলেন সংগীতে। তিনি ‘দ্য ব্যাটল অব আলজিয়ার্স’, ‘১৯০০’, ‘এক্সরসিস্ট টু’, ‘ডেজ অব হ্যাভেন’, ‘লা কেইজ অক্সফলেস’ কমেডি সিরিজ, ‘মিশন টু মার্চ’, ‘ইন দ্য লাইন অব ফায়ার’সহ অসংখ্য ছবির সংগীত আয়োজন করেছেন।

২০০৭ সালে চলচ্চিত্রে সংগীত পরিচালনায় অবদানের জন্য অস্কার আসরে ‘আজীবন সম্মাননা’ পান তিনি। ২০০৮ সালে তাঁকে গ্র্যামির মঞ্চে ‘হল অব অনার’ দেওয়া হয়। আর ২০১৬ সালে ৮৭ বছর বয়সী কুয়েন্টিন ট্যারান্টিনো পরিচালিত ‘দ্য হেটফুল এইট’ ছবির জন্য সেরা ‘অরিজিনাল স্কোর’-এর অস্কার হাতে তোলেন ইতালীয় এই সুরকার।

বর্ণবাদবিরোধী আন্দোলনে সরব হলেন নীরব লরেন্স

ইন্টারনেটের দুনিয়াকে দুই চোখে দেখতে পারেন না ২৯ বছর বয়সী অস্কারজয়ী হলিউড তারকা জেনিফার লরেন্স। ইনস্টাগ্রাম, ফেসবুক, টুইটারকোনো সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে দীর্ঘদিন তাঁর কোনো অ্যাকাউন্ট ছিল না। কেন? এই প্রশ্নের উত্তরে বলেছিলেন, ”আমার কাছে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম যতটা না ইতিবাচক, তার চেয়ে ঢের বেশি নেতিবাচক। আর আমার জীবনে আমি অযথা সময় নষ্ট করে এই সব নেতিবাচকতাকে স্থান দিতে পারি না।”

বছরখানেক আগে টুইটারে একটা অ্যাকাউন্ট খুলেছিলেন লরেন্স। কিন্তু সেই ভেরিফাইড অ্যাকাউন্ট থেকে কখনো তেমন কিছুই বলেননি এই এক্স-মেন, হাঙ্গার গেমস তারকা। জর্জ ফ্লয়েডের মৃত্যুর পর যখন বর্ণবাদবিরোধী আন্দোলন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে ছড়িয়ে পড়েছে সবখানে, এই বেলা মুখ খুললেন এই অভিনেত্রী। টুইটারে আন্দোলনকারীদের সঙ্গে সহমত প্রকাশ করে একটা ভিডিও পোস্ট করেছেন। জর্জ ফ্লয়েডের আগে মার্চে লুইসভিল মেট্রো পুলিশ ব্রিয়ন্না টেইলর নামে আরেক কৃষ্ণাঙ্গ নারীকে ”ভুল করে” হত্যা করে। কিন্তু সেই বিচারকাজ অত্যন্ত ধীরগতিতে এগোচ্ছে। তাই আইনি মারপ্যাঁচের অবসান ঘটিয়ে ব্রিয়ান্না হত্যার দ্রুত ও ন্যায়বিচারের দাবি জানিয়েছেন জেনিফার লরেন্স।

লরেন্স লেখেন, ”মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রতি চারজন কৃষ্ণাঙ্গের একজনকে জীবনে কখনো না কখনো বিনা কারণে কারাভোগ করতে হয়।

রাষ্ট্রহিত
প্রদেশহিত
কর্মচারীহিত
ত্রিপুরা রাজ্য বিক্রয়কর কর্মচারী সংঘ
A Department Unit Committee of
TRIPURA RAJYA KARMACHARI SANGHA
(AFFILIATED TO RRKM & BSM)
রক্তদান শিবির

শনিবার আগরতলায় আয়োজিত রক্তদান শিবিরে উপমুখ্যমন্ত্রী যীষ্ণু দেববর্মা। ছবি- নিজস্ব।

বিজেপিতে যোগ দিলেন শায়রা বানু

দেহরাদুন, ১০ অক্টোবর (হি. স.): তিন তালাক অবলুপ্তির সপক্ষে আন্দোলনকারী তথা সমাজকর্মী শায়রা বানু শনিবার আনুষ্ঠানিকভাবে বিজেপিতে যোগ দিয়েছেন ।উত্তরাখণ্ডের বিজেপির রাজ্য সভাপতি বংশীধর ভগৎ তথা অন্যান্য শীর্ষ নেতৃত্তের উপস্থিতিতে তিনি গেরুয়া শিবিরে যোগদান করেন ।বিশিষ্ট এই আন্দোলনকারীকে বিজেপিতে স্বাগত জানান বংশীধর ভগৎ।

শায়রা বানুর বিজেপিতে যোগদান প্রসঙ্গে বংশীধর ভগৎ স্পষ্ট করে জানিয়েছেন যেভাবে শায়রা বানু তিন তালাক অবলুপ্তির দাবিতে সুপ্রিমকোর্টে দৃঢ়তার সঙ্গে লড়াই করেছেন। ঠিক সেইভাবে বিজেপির সিদ্ধান্ত কে এগিয়ে নিয়ে যেতে তিনি কাজ করে যাবেন। দেশের সংখ্যালঘুদের জন্য তার ভূমিকা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

এই উপলক্ষে উপস্থিত ছিলেন দলের রাজ্যের সংগঠন মহামন্ত্রী অজয় কুমার, রাজ্য বিজেপির সহ-সভাপতি দেবেন্দ্র ভাসিন, কোষাধ্যক্ষ পুনিত মিত্তাল সহ প্রমুখ ।উল্লেখ করা যেতে পারে তিন তালাক অবলুপ্তির দাবিতে সুপ্রিমকোর্টে প্রথম পিটিশন দায়ের করেছিলেন শায়রা বানু।

যুব মোর্চার নবান্ন অভিযানে পুলিশের লাঠিচার্জের প্রতিবাদে বিক্ষোভ অবরোধ

বাঁকুড়া, ১০ অক্টোবর (হি. স.): গত বৃহস্পতিবার বিজেপির যুব সংগঠন যুব মোর্চার নবান্ন অভিযানকে কেন্দ্র করে পুলিশের লাঠিচার্জ রাসায়নিক পদার্থ নিঃসৃত জলকামান ব্যবহারেৰ মত অমানবিক কাজের প্রতিবাদে আজ, শনিবার যুব মোর্চার পক্ষ থেকে মাচানতলার মোড়ে টায়ার জ্বালিয়ে বিক্ষোভ প্রদর্শন ওপথ অবরোধ করা হয়। যুব মোর্চার জেলা সভাপতি সুনীল মণ্ডল বলেন শিক্ষিত ও বেকার যুবকদের চাকুরি ও সুরক্ষার দাবিতে নবান্ন অভিযানে পুলিশ যে বর্বরতা মূলক লাঠিচার্জ ও রাসায়নিক পদার্থ নিঃসৃত জলকামান ব্যবহার করে তার নিন্দার ভাষা নেই। বেকার যুবকরা চাকরির দাবি জানাতে গিয়ে পুলিশের এই বর্বরতার শিকার হয় যা সভ্য দুনিয়ার লজ্জা। তিনি বলেন পুলিশ শুধু লাঠি চালিয়েই ক্ষান্ত হয়নি। বরিষ্ঠ নাগরিকদের প্রতি দুর্ব্যবহার করেছে। মমতা ব্যানার্জির সরকারের এই কাজের ফল মিলবে আগামী নির্বাচনে। এই বেকার যুবকেরাই আগামী নির্বাচনে এই সরকারকে উৎখাত করবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন। বিক্ষোভ চলাকালীন বিজেপি কর্মীরা উত্তেজিত হয়ে রাস্তায় টায়ার জ্বালিয়ে তাদের ক্ষোভ ব্যক্ত করেন এবং পথ অবরোধ করে ।সাধারণ মানুষের কথা চিন্তা করে কিছুক্ষণ পর অবরোধ তুলে নেওয়া হয়।

বেলভিউ হাসপাতালের সামনে পড়ে ব্যবহৃত পিপিই কিট

কলকাতা, ১০ অক্টোবর (হি. স.): ফের অসচেতনতার ছবি শহর কলকাতায়। যেখানে বারবার করোনা থেকে বাঁচার উপায় একমাত্র স্বাস্থ্যবিধি অবলম্বন করা বলে জানানো হচ্ছে। সেখানেই প্রতিনিয়ত নজরে আসছে স্বাস্থ্য বিধি লংঘন করার ছবি। শনিবার দুপুরে শহরের নামজাদা বেসরকারি হাসপাতাল বেলভিউয়ে ক্লিনিকের সামনে পড়ে থাকতে দেখা গেল ব্যবহৃত পিপিই কিট।

প্রশাসন, কলকাতা পুরসভা প্রত্যেকে বারবার সচেতনতা প্রচার চালিয়ে নির্দিষ্ট পাত্রে ব্যবহৃত পিপিই কিট ফেলার জন্য অনুরোধ করেছে। কিন্তু তা সত্বেও এই উদাসীনতার ছবি চোখে পড়ছে শহর জুড়ে। বিশেষ করে হাসপাতাল চত্বর এবং হাসপাতালে ভেতরেই এই ধরনের ব্যবহৃত পোশাক পড়ে থাকতে দেখা যাচ্ছে। জানিয়ে স্বাভাবিকভাবে প্রশ্ন উঠছে স্বাস্থ্যকর্মীদের কি তাহলে সব থেকে বেশি উদাসীন?

এদিন বেলভিউ ক্লিনিকের মূল গেটের থেকে দশ-বারো পা দূরত্বের মধ্যেই পড়ে থাকতে দেখা গেল ব্যবহৃত পিপিই কিট। পাশেই অবশ্য ছিল কলকাতা পুরসভার একটি হলুদ রঙের বর্জ্য ফেলার পাত্র। তবে সেটির ঢাকনা খোলা এবং ব্যবহৃত টিকিট পড়ে রয়েছে সেই পাত্রের বাইরে গাছ তলায়। পিপিই কিট অবশ্য কে ফেলেছে তার এখনো হদিস মেলেনি।

২৪ ঘন্টার মধ্যে দ্বিতীয় সাফল্য, পুলওয়ামা-এনকাউন্টারে দু''জন জঙ্গির মৃত্যু

শ্রীনগর, ১০ অক্টোবর (হি.স.): বিগত ২৪ ঘন্টার মধ্যে দ্বিতীয়বার সফলতা পেল সুরক্ষা বাহিনী। দক্ষিণ কাশ্মীরের কুলগাম জেলার পর এবার পুলওয়ামা। শনিবার পুলওয়ামা-এনকাউন্টারে সুরক্ষা বাহিনীর গুলিতে দু''জন জঙ্গির মৃত্যু হয়েছে। পুলওয়ামা জেলার দাদুরা এলাকার ঘটনা। গুলির লড়াই শেষে তল্লাশি অভিযান চালানোর সময় উদ্ধার দু''টি একে রাইফেল এবং গোলাবারুদ। জঙ্গি গতিবিধির খবর পাওয়ার পর শনিবার দুপুর থেকে পুলওয়ামা জেলার দাদুরা এলাকায় অভিযান চালায় সেনাবাহিনী, সিআরপিএফ এবং জম্মু-কাশ্মীর পুলিশের যৌথ বাহিনী। দাদুরা এলাকায় জঙ্গিদের সঙ্গে সুরক্ষা বাহিনীর দীর্ঘক্ষণ গুলির লড়াই হয়। পরে বিকেলের মধ্যেই নিকেশ হয়েছে দু''জন জঙ্গি। নিহত জঙ্গিদের নাম ও পরিচয় জানা যায়নি।

এর আগে দক্ষিণ কাশ্মীরের কুলগাম জেলার চিনিগাম এলাকায় সুরক্ষা বাহিনীর গুলিতে নিকেশ হয়েছে দু''জন সন্ত্রাসবাদী। কাশ্মীর জোন পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়, চিনিগাম এলাকায় লুকিয়ে রয়েছে বেশ কয়েকজন জঙ্গি। গোয়েন্দা সূত্রে পাওয়া খবরের ভিত্তিতে শুক্রবার মধ্যরাত থেকেই চিনিগাম গ্রামে অভিযান চালায় জম্মু-কাশ্মীর পুলিশ ও সেনাবাহিনীর যৌথ বাহিনী। রাতের অন্ধকারে লুকিয়ে জওয়ানদের লক্ষ্য করে গুলি চালাতে থাকে জঙ্গিরা। সুরক্ষা বাহিনীও যোগ্য জবাব ফিরিয়ে দেয়। শনিবার সকালে জম্মু-কাশ্মীর পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়, কুলগাম-এনকাউন্টারে নিকেশ হয়েছে দু''জন জঙ্গি। এনকাউন্টারস্থল থেকে উদ্ধার করা হয়েছে একটি এম ৪ রাইফেল এবং একটি পিস্তল।

নাবালিকাকে ধর্ষণের অভিযোগে গ্রেফতার কুলতলিতে

কুলতলি, ১০ অক্টোবর (হি. স.): বাড়ি ফাঁকা থাকার সুযোগ নিয়ে এক নাবালিকাকে জোর করে ধর্ষণের অভিযোগ উঠল প্রতিবেশী যুবকের বিরুদ্ধে। শুক্রবার সন্ধ্যায় ঘটনাটি ঘটেছে দক্ষিন ২৪ পরগনার কুলতলি থানার মেরিগঞ্জ ১ গ্রাম পঞ্চায়েতের নয়াপাড়া এলাকায়। গুরুতর অসুস্থ অবস্থায় ঐ নাবালিকাকে উদ্ধার করে স্থানীয় জামতলা ব্লক গ্রামীণ হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য নিয়ে যাওয়া হয়েছে। এই ঘটনায় মূল অভিযুক্ত সামসুল ঘরামীকে গ্রেফতার করেছে কুলতলি থানার পুলিশ। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রের খবর, শুক্রবার সন্ধ্যায় বাড়ি ফাঁকা থাকার সুযোগ নিয়ে অভিযুক্ত সামসুল ঐ নাবালিকার বাড়িতে ঢোকে। জোর করে তাঁকে ধর্ষণ করে। এ বিষয়ে কাউকে কিছু বললে প্রানে মেরে দেওয়ার হুমকি ও দেয়। রাতে পরিবারের সদস্যারা বাড়িতে ফিরলে দেখেন ঐ চোদ্দর নাবালিকা ভীষণ অসুস্থ। তাকে এ বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করলে সে সমস্ত ঘটনা খুলে বলে। তড়িঘড়ি পরিবারের সদস্যারা তাঁকে চিকিৎসার জন্য স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যান ।এরপর শনিবার সকালে এ বিষয়ে কুলতলি থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন ঐ নাবালিকার পরিবারের সদস্যরা ।সেই অভিযোগের ভিত্তিতে অভিযুক্ত যুবক সামসুল ঘরামীকে গ্রেফতার করেছে কুলতলি থানার পুলিশ ।ধৃতকে রবিবার বারুইপুর মহকুমা আদালতে তোলা হবে।

হাথরাস কাণ্ডের প্রতিবাদে ফের পথে মহিলা তৃণমূল কংগ্রেস সংগঠন

কলকাতা, ১০অক্টোবর (হি. স.): শনিবার হাথরাসে গণ ধর্ষণ কাণ্ডের প্রতিবাদে ফের একবার পথে নামল মহিলা তৃণমূল কংগ্রেস। এদিন দলের মহিলা সংগঠনের সভানেত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্যর নেতৃত্বে মিছিল এগিয়ে যায় হাজরা মোড় থেকে এক্সাইড মোড় পর্যন্ত।

হাথরাসে গণ ধর্ষণ কাণ্ডের প্রতিবাদে এর আগেও পথে নেমেছিল তৃণমূলের মহিলা সংগঠন। স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও প্রতিবাদে সামিল হতে রাজপথে নেমেছিলেন।

এদিন মিছিলে উপস্থিত সকলের গলাতেই ঝোলানো ছিল প্ল্যাকার্ড। তাতে লেখা ছিল, ''আমার দলিত মেয়েকে ফিরিয়ে দাও।'' মিছিল শেষে ওড়ানো হয় কালো বেলুন। এদিন ফের একবার উত্তর প্রদেশ সরকারের বিরুদ্ধে গলা চড়ান চন্দ্রিমা দেবী।

করোনা কালে মঙ্গলঘটেই পুজো হবে গিরিশ ভবনে

কলকাতা, ১০ অক্টোবর (হি. স.): ২০২০ সালের মহামারী কেড়েছে অনেক কিছু। তেমনই কেড়েছে এই বছরের দুর্গা পূজার রং কেও। মলিন করে দিয়েছে চারিদিক। দীর্ঘ লকডাউন এর জেরে বন্ধ ট্রেন। সেই কারণে ধামুয়া গ্রাম থেকে আসতে পারেননি প্রতিমা শিল্পীরা। পাইকর বিচলি মাটি দিয়ে তৈরি হয়নি দেবী দুর্গার মূর্তি। আর ঠিক সেই কারণেই এ বছর যদি এই পূজা পর্ব সারতে হচ্ছে গিরিশ ভবনের সদস্যদের।

এই গিরিশ ভবনের ইতিহাস বহু পুরনো। এই বাড়ির সঙ্গে নাম জড়িয়ে রয়েছে পন্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মতো দিগ্বজ ব্যক্তি থেকে শুরু করে মহানায়ক উত্তম কুমারের।১৮৯ বছরের পুরনো এই বাড়ির বনেদিয়ানায় ভরপুর পুজো।

প্রতিবার উল্টো রথের দিন থেকেই ঠাকুরদালানে শুরু হয়ে যায় কাঠামো তৈরির কাজ। তবে এই বছর চিত্র অনেকখানি আলাদা। দীর্ঘ লকডাউন থাকায় ধামুয়া গ্রামের বাসিন্দা এবারের চিরাচরিত প্রতিমাশিল্পী আসতে পারেননি। সেই কারণে এবার মঙ্গলঘটেই পুজো সারবেন সদস্যরা। তারা বিশ্বাস করেন মঙ্গলঘটে প্রাণ প্রতিষ্ঠা হয় মায়ের। এবছর যেমন ঘটে পুজো হবে ঠিক তেমনি অতিথিদেরও আমন্ত্রণ জানানোতে ছেদ পড়েছে। শুধুমাত্র বাড়ির সদস্যদের নিয়ে এবার আবাহন হবে উমার।

বাড়ির সদস্যদের থেকে জানা যায়, যেহেতু এই বাড়ির পাশেই উত্তম কুমারের বাড়ি তাই প্রতিবছর বাড়ির পুজোর সময় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে হাজির থাকতেন মহানায়ক। জগদ্ধাত্রী পুজোয় বাড়িতে নাটক হওয়া বিষয়টি ছিল ধরাবাঁধা। সেখানে বাড়ির সদস্যরা এর নাচ গান অভিনয় করতেন। নাটক লিখতেন সদস্যরাই। সবথেকে বড় পাওনার বিষয় ছিল সেই নাটকে অভিনয় করতেন স্বয়ং মহানায়ক।

সেসব ইতিহাসকে স্মৃতিতে রেখে, চিরাচরিত প্রথম মৃন্ময়ী রূপে পুজো হয় মায়ের। বিসর্জনের দিন বাড়ির ঠাকুর কে কাঁধে করে নিয়ে গিয়ে গঙ্গায় ভাসিয়ে দেওয়া হয়। তবে নিরঞ্জন এরপর কাঠামো থেকে মূর্তি আলাদা করে ফের কাঠামোটিকে তুলে নিয়ে আসা হয় পরের বছরের জন্য। তবে এবারে সেই চিত্রর দেখা মিলবে না। কিন্তু বাড়ির সদস্যরা আশায় দিন গুণছে আগামী বছরের। সবার এখন একটাই প্রার্থনা, 'এই দুঃসময়ে কেটে গিয়ে পরের বছর যেন আবার সব সুস্থ স্বাভাবিক হয়ে ওঠে'।

দেশীয় প্রযুক্তি ব্যবহার করে আধুনিকীকরণ করা হবে ডিএসআরের

নয়াদিল্লি, ১০ অক্টোবর (হি. স.): রাশিয়ায় তৈরি ভারতীয় সেনাবাহিনীতে ব্যবহৃত হওয়া ড্রাগোনভ স্নাইপার রাইফেল মেক ইন ইন্ডিয়া প্রকল্পের আওতায় দেশীয় প্রযুক্তি ব্যবহার করে আপগ্রেড করা হবে বলে জানা গিয়েছে। বেঙ্গালুরু বেসরকারি একটি সংস্থা এসএসএস ডিফেন্স তিন দশক পুরনো এই আগ্নেয়াস্ত্রকে দেশীয় প্রযুক্তি ব্যবহার করে আধুনিকীকরণ তথা আপগ্রেড করবে। ডিএসআর- কে সেমি অটোমেটিক আগ্নেয়াস্ত্রে পরিণত করা হবে। এর ফলে বহু দূরে থাকা একাধিক লক্ষ্য বস্তুর ওপর একসঙ্গে আঘাত আনতে পারবে এই আগ্নেয়াস্ত্র ।আপগ্রেডেশনের পরে রাতেও এই আগ্নেয়াস্ত্রকে ব্যবহার করা যাবে। গত শতাব্দীর পঞ্চাশের দশকের শেষের দিকে এই স্নাইপার রাইফেলের নকশা তৈরি করা হয়।

১৯৬৩ সালে একাধিক পরীক্ষার পরে সোভিয়েত বাহিনীতে এর অন্তর্ভুক্তি হয়।১৯৭০ সাল পর্যন্ত একাধিক যুদ্ধে কার্যকারী ভূমিকা পালন করে এই আগ্নেয়াস্ত্র। পরে ভারতীয় সেনাবাহিনীও রাশিয়ার কোম্পানি কালাশনিকভ থেকে বিপুল পরিমাণে স্নাইপার রাইফেলকে কেনে ।ভারতীয় সেনাবাহিনীর

ছয়ের পাতায়

ষষ্ঠীর বোধনে মোদীর ভাষণকে হাতিয়ার করে বাঙালি আবেগকে ছুঁতে চাইছে বঙ্গ বিজেপি

কলকাতা, ১০ অক্টোবর (হি. স.): আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের আগে জনসংযোগে জোর দিচ্ছে বঙ্গ বিজেপি। সেই কারণে এবার দুর্গা পূজার বোধন এর দিন বাংলার মানুষের উদ্দেশ্যে ভাষণ দেবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। ঠিক সেই কারণে আগাম প্রস্তুতি নিতে শুরু করেছে বঙ্গ বিজেপি।

হেস্টিংসের শুক্রবার বিজেপির বৈঠকে ইতিমধ্যেই স্থির হয়ে গিয়েছে দেবী দুর্গার বোধন এর সঙ্গে সঙ্গে একুশের বিধানসভার দামামা ও বাজাবে তারা। সবকিছু ঠিক থাকলে ঐদিন দিল্লি থেকে ভার্চুয়ালি ভাষণ দেবেন প্রধানমন্ত্রী। এবিষয়টি হবে একটি ঐতিহাসিক ব্যাপার। একই সঙ্গে বাংলায় মোদীজিকে ভর করে প্রচারের সুযোগ পাবে গেরুয়া শিবির। নজিরবিহীন হয়ে থাকবে এই ধরনের জনসংযোগ।

বিধানসভা নির্বাচনের আগে শাসক-বিরোধী কোন দলই কাউকে এক বিন্দু জমি ছেড়ে দিতে নারাজ। ঠিক আছে মুখ্যমন্ত্রী যখন পুজো উদ্যোক্তাদের নানাবিধ সুবিধা দেওয়ার পাশাপাশি টাকার অনুদান দিয়ে মানুষের কাছে যেতে চাইছেন, ঠিক তখনই বঙ্গ বিজেপি ও বাঙালির আবেগকে ছুয়ে নিজেদের জনসংযোগকে আরও মজবুত করতে চাইছে।

তারকা প্রচারকদের তালিকা প্রকাশ করল কংগ্রেস

নয়াদিল্লি, ১০ অক্টোবর (হি. স.): বিহার বিধানসভা নির্বাচন উপলক্ষে তারকা প্রচারকদের তালিকা প্রকাশ করল কংগ্রেস। এই তালিকায় তারকা প্রচারক হিসেবে স্থান পেয়েছে দলের সর্বভারতীয় সভানেত্রী সোনিয়া গান্ধী, প্রাক্তন সভাপতি রাহুল গান্ধী, সাধারণ সম্পাদিকা প্রিয়াঙ্কা গান্ধী বঢরা, প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং সহ ৩০ জন নেতা-নেত্রী। তারকা প্রচারকদের তালিকায় কংগ্রেস শাসিত রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীদেরও নাম রয়েছে।

কংগ্রেসের প্রকাশিত তারকা প্রচারকদের তালিকা থেকে স্পষ্ট হয়ে যাচ্ছে যে বিহার বিধানসভা নির্বাচনে নিজেদের সমস্ত কিছু দিয়ে ঝাঁপাতে চাইছে এই শতাব্দীপ্রাচীন দলটি ।দলের প্রথম শ্রেণীর প্রাজ্ঞ নেতা-নেত্রীদের ভিড় তারকা প্রচারকদের তালিকায় সেই ইঙ্গিত বহন করছে ।এই তালিকায় সোনিয়া গান্ধীর নাম দেখে বিস্মিত হয়েছে অনেকে। কারণ শারীরিক অসুস্থতার জন্য সম্প্রতি বিদেশ থেকে চিকিৎসা করিয়ে ফিরেছেন সোনিয়া গান্ধী ।এদিন দলের সংগঠন সাধারণ সম্পাদক কে সি বেনুগোপাল এই তারকা প্রচারকদের তালিকা প্রকাশ করেছেন। ইতিমধ্যেই এই তালিকা জাতীয় নির্বাচন কমিশনের কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে. তবে এটা স্পষ্ট করে বোঝা যাচ্ছে না এই তালিকার মধ্যে থাকা কোন কোন নেতা ভিডিও কনফারেন্সিং এর মাধ্যমে সমাবেশ করবেন আর কোন নেতা সশরীরে প্রচারে আসবেন ।তারকা প্রচারকদের তালিকায় রয়েছেন প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং, কংগ্রেস সভানেত্রী সোনিয়া গান্ধী, প্রাক্তন সভাপতি রাহুল গান্ধী, রাজস্থানের মুখ্যমন্ত্রী অশোক গেহলট, পঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী অমরিন্দর সিং, গুলাম নবি আজাদ, ভূপেশ বাঘেল, শাকিল আহমেদ, রণদীপ সিং সূর্যেওয়ালা, তারিক আনোয়ার, শত্রুঘ্ন সিনহা প্রমূখ।

পূজা চলাকালীন কোন রকম জলসা বা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান করা যাবে না

কলকাতা, ১০ অক্টোবর (হি. স.): মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আগেই জানিয়ে দিয়েছেন চলতি বছরের দুর্গা পূজায় কোন রকম সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান করা যাবে না। এবার এই বিষয়ে নবান্ন থেকে বিজ্ঞপ্তি জারি করার পর সেই গাইডলাইনকে স্বীকৃতি দিয়ে ফোরাম ফর দুর্গোৎসব এর তরফ থেকে সব পুজো উদ্যোক্তাদের এই নিষেধাজ্ঞার বিষয়ে সজাগ করা হলো।

চলতি বছরে একাধিক বিধি-নিষেধ মেনে দুর্গা পুজো করার অনুমতি দিয়েছে রাজ্য প্রশাসন। বিভিন্ন জায়গায় জমায়েত এড়ানো সহ পুজোর উদ্বোধন অনলাইনে সারার ওপর জোর দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। পাশাপাশি যারা পুজো পরিক্রমার জন্য আসবেন সেরকম বিচারকদের সকালবেলার মধ্যেই সেই কাজ সেরে ফেলতে বলা হয়েছে।

ফোরাম ফর দুর্গোৎসব এর তরফে সম্পাদক শাশ্বত বসু জানান, সংগঠনের তরফ নির্দেশিকা দিয়ে জানানো হয়েছে পূজা চলাকালীন কোন রকম জলসা বা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান করা যাবে না। কারণ প্রতিমা দর্শন এর পর দর্শনার্থীরা মণ্ডপ থেকে বেরিয়ে যাবেন। সে ক্ষেত্রে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হলে সেখানে জমায়েত হওয়ার আশঙ্কা থাকে। তাই ফোরামের তরফে অনুরোধ করে জানানো হয়েছে পুজো মিটে গেলে তারপর যেন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

এছাড়াও মাস্ক ছাড়া যদি কোন দর্শনার্থী মণ্ডপে আসেন সে ক্ষেত্রে পুজো উদ্যোক্তাদের তরফ থেকেই মাস্ক দেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন তিনি।

এছাড়াও রাজ্য প্রশাসনের তরফে জানানো হয়েছে এবছর প্রতিমা বিসর্জনের জন্য মণ্ডপ থেকে সোজা গঙ্গার ঘাটে নিয়ে যেতে হবে। কোনরকম শোভাযাত্রা বা প্রতিমা কে ঘোরানো চলবে না।২৬ অক্টোবর থেকে ২৯ অক্টোবর পর্যন্ত বিসর্জনের জন্য দিন ধার্য করা হয়েছে

ক্রমেই সীমা ছাড়াচ্ছে ডিমের দাম

কলকাতা, ১০ অক্টোবর (হি. স.): বাজারে অন্যান্য সবজির পাশাপাশি বাড়ছে ডিমের দামও। খুচরো বাজারে প্রতি পিস ডিমের দাম ৭ টাকা। তবে শুধু শহরতলী নয় পশ্চিমবঙ্গ তথা গোটা দেশ জুড়েই ডিমের দাম বাড়ছে। গত কয়েকদিনে দেশে ডিমের দাম হোলসেল মার্কেটে ছুঁয়েছে ৫ টাকা ৮০ পয়সা। ফলে কোনও ভাবেই খুচরো বাজারে ৬ টাকায় ডিম বিক্রি করতে পারছেন না বিক্রেতারা।

আনলক ৫ পর্বে আরও বেশি করে খুলছে দোকানপাট। চাহিদা বাড়ছে জিনিসের। আর সেই সঙ্গে দামও বাড়ছে শাক সবজি সহ ডিমের। তবে আমফানের পরে পশ্চিমবঙ্গে ডিমের উৎপাদন ২০ থেকে ৩০ লক্ষ কমে গেছে। এদিকে পশ্চিমবঙ্গে প্রতিদিন ডিমের চাহিদা প্রায় আড়াই লক্ষ।এই ঘাটতি ডিম আসে অন্ধ্রপ্রদেশ তেলেঙ্গানা থেকে। তাই ভারতবর্ষের বাজারের উপরেই বাংলার বাজার নির্ভর করে। তাই দেশজুড়ে ডিমের দাম বাড়ার পাশাপাশি পশ্চিমবঙ্গেও বাড়ছে ডিমের দাম।

দেখা যাচ্ছে আগস্টের শেষের দিকে কলকাতা হোলসেল মার্কেট প্রতি ১০০ টি ডিমের দাম ছিল ৪৬৪ টাকা। ৩০ শে আগস্ট সেই দাম পৌঁছয় ৪৭৫ টাকায়। ৩১ আগস্ট ৪৮৩ টাকায়। এরপর টানা তিন দিন ২ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ৪৮৩ টাকা প্রতি ১০০ টি ডিমের দাম ছিল হোলসেল মার্কেটে। কিন্তু ৩ সেপ্টেম্বর সেই দাম পৌঁছয় ৪৮৪ টাকায়। ১০ অক্টোবর পাইকারি বাজারে ১০০ ডিমের দাম ৫৬২ টাকা।

দ্যা কলকাতা এগ মার্চেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক কাজল দত্ত জানাচ্ছেন, আনলক পর্বে দোকান খুলতেই কিছুটা চাহিদা বাড়তেই ডিমের দাম বেড়েছে। ফাস্টফুড ও রেস্তোরাঁ সব নিয়মিত খোলা থাকলে ডিমের দাম আরও অনেকটা বাড়ত। পশ্চিমবঙ্গে উৎপাদনের থেকে ডিমের চাহিদা দেড় গুণ বেশি। তবে পুজোর আগে সেভাবে ডিমের দাম কমার কোন সম্ভাবনা নেই বলেও জানান তিনি।

রবিবার একদিনের বিহার সফরে যাবেন জগত প্রকাশ

নয়াদিল্লি, ১০ অক্টোবর (হি. স.): দেশজুড়ে করোনা সংকটের মধ্যেই বিহারে বেজে উঠেছে নির্বাচনের দামামা ।ইতিমধ্যেই প্রার্থীদের নাম ঘোষণা করে দিয়েছে একাধিক রাজনৈতিক দল। জোরকদমে চলছে নির্বাচনী প্রচার। ফের ক্ষমতায় আসার জন্য মরিয়া জেডিইউ-বিজেপি জোট ।রবিবার সেই লক্ষ্যে একদিনের বিহার সফরে যাচ্ছেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জগত প্রকাশ নাড্ডা।

এই একদিনের সফরে তিনি বিভিন্ন কার্যক্রম এবং রাজনৈতিক কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করবেন বলে জানা গিয়েছে। রবিবার সকাল দশটা নাগাদ পাটনা বিমানবন্দরে অবতরণ করবেন জগত প্রকাশ নাড্ডার বিমান ।সেখান থেকে পাটনার বিখ্যাত হনুমান মন্দিরে গিয়ে পুজো দেবেন ।সেখান থেকে জয়প্রকাশ নারায়ণের বাসভবনে গিয়ে প্রয়াত নেতার প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করবেন তিনি। সেখান থেকে গয়ার উদ্দেশ্যে রওনা দেবেন। বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি দুপুর একটা নাগাদ গয়ায় পৌঁছে ঐতিহাসিক গান্ধী ময়দানে এক বিশাল জনসভাকে সম্বধিত করবেন। পরে রাজ্যের শীর্ষ কার্য কর্তাদের সঙ্গে বৈঠকে বসবেন। দলের বিহার বিধানসভা নির্বাচন কমিটির বৈঠকে অংশগ্রহণ করবেন তিনি। রাজ্যের একাধিক বিজেপির শীর্ষ নেতার সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করবেন জগত প্রকাশ।

মহিলাদের ওপর বেড়ে চলা অপরাধ নিয়ে কেন্দ্রের নিন্দায় সরব কংগ্রেস

নয়াদিল্লি, ১০ অক্টোবর (হি. স.): উত্তরপ্রদেশের হাথরাসে গণধর্ষণ কাণ্ড এবং ন্যাশনাল ক্রাইম রেকর্ড ব্যুরো এনসিআরবি রিপোর্টের ওপর ভিত্তি করে কেন্দ্রের নিন্দায় সরব কংগ্রেস। দলের জাতীয় মুখপাত্র রণদীপ সিং সুরজেওয়ালা জানিয়েছেন, প্রধানমন্ত্রীর নরেন্দ্র মোদীর শাসনকালে বিগত চার বছরে মহিলাদের ওপর হওয়া অপরাধের ঘটনা ২৩ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। তপশিলি জাতিভুক্ত মহিলাদের ওপর হওয়া অত্যাচার ১৯ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। যেখানে ক্রমাগত মহিলাদের ওপর অত্যাচার বেড়েই চলেছে সেখানে দাঁড়িয়ে কোন যুক্তিতে সরকার নিজের পিঠ চাপড়ে চলেছে।

এনসিআরবি রিপোর্টের ওপর ভিত্তি করে রণদীপ সিং সুরজেওয়ালা নিজের টুইট বার্তায় লিখেছেন, কেন্দ্রের নারী নিরাপত্তা প্রকৃত সত্য এটাই যে নারীরা দেশজুড়ে নিরাপদ নয় ।বিশেষ করে দলিত মহিলার একেবারেই নিরাপদ নয় ।বিগত চার বছরে তপশিলি জাতির মহিলাদের ধর্ষিত হওয়ার ঘটনা ৩৭ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। দলিত মহিলাদের যৌন হেনস্তার শিকার হওয়া বৃদ্ধি পেয়েছে ২০ শতাংশ। এই পরিসংখ্যান থেকে স্পষ্ট যে বিজেপির আমলে তপশিলি জাতির মহিলারা ভারতে একেবারেই সুরক্ষিত নয়।

ছয়ের পাতায়

এ বছরের মতন বন্ধ হয়ে গেল হেমকুন্ড সাহিবের দরজা

নয়াদিল্লি, ১০ অক্টোবর (হি. স.): হেমকুন্ড সাহিব লোকপালের দরজা আজ, শনিবার থেকে শীতকালের জন্য বন্ধ হয়ে গেল ।চলতি বছরের শেষ অরদাসের সাক্ষী রইল ১৩৫০ পুণ্যার্থী। ''জো বলে সো নিহাল'' জয়ধ্বনি দিয়ে এদিন দুপুরে ঠিক দেড়টা নাগাদ হেমকুন্ড সাহিবের দরজা শীতকালের জন্য বন্ধ হয়ে যায় ।এর সঙ্গে লক্ষণ মন্দির লোকপালের দরজাও শীতকালের জন্য বন্ধ হয়ে গেল।

এ বছরের জন্য শেষবারের মতো শিখদের পবিত্র তীর্থক্ষেত্র হেমকুন্ড সাহিবের দরজা বন্ধ হয়ে যাওয়ার প্রক্রিয়া শনিবার সকাল ন''টা থেকে শুরু হয় শবদ কীর্তন, মুখ বাকের পর দুপুর সাড়ে বারোটা নাগাদ হেমকুন্ড সাহিব গুরুদ্বারের মুখ্যগ্রন্থী ভাই মিলাপ সিং এর মাধ্যমে এ বছরের জন্য শেষবারের মতন অরদাস করেন। পরে বিশ্বকে করোনা মুক্ত করার জন্য প্রার্থনা করা হয়। হেমকুন্ড সাহিবের দরজা বন্ধ হওয়ার উপলক্ষে উপস্থিত ছিলেন হেমকুন্ড সাহিবের ম্যানেজমেন্ট ট্রাস্টের সাধারণ সম্পাদক সর্দার রবিন্দ্র সিং। কর্তৃপক্ষের তরফে জানানো হয়েছে এ বছর করোনার কারণে ৪ সেপ্টেম্বর হেমকুন্ড এর দরজা খুলে দেওয়া হয়েছিল। গত ৩৬ দিনের সাড়ে আট হাজার পুণ্যার্থী এখানে এসেছে।এখানকার পবিত্র কুন্ডের জলে অনেকে স্নান করেছে।করোনা বিধি মেনেই বিগত ৩৬ দিন ধরে পুণ্যার্থীরা এখানে এসেছে।

এ বছরের মতন বন্ধ হয়ে গেল হেমকুন্ড সাহিবের দরজা

নয়াদিল্লি, ১০ অক্টোবর (হি. স.): হেমকুন্ড সাহিব লোকপালের দরজা আজ, শনিবার থেকে শীতকালের জন্য বন্ধ হয়ে গেল ।চলতি বছরের শেষ অরদাসের সাক্ষী রইল ১৩৫০ পুণ্যার্থী। ''জো বলে সো নিহাল'' জয়ধ্বনি দিয়ে এদিন দুপুরে ঠিক দেড়টা নাগাদ হেমকুন্ড সাহিবের দরজা শীতকালের জন্য বন্ধ হয়ে যায় ।এর সঙ্গে লক্ষণ মন্দির লোকপালের দরজাও শীতকালের জন্য বন্ধ হয়ে গেল।

এ বছরের জন্য শেষবারের মতো শিখদের পবিত্র তীর্থক্ষেত্র হেমকুন্ড সাহিবের দরজা বন্ধ হয়ে যাওয়ার প্রক্রিয়া শনিবার সকাল ন''টা থেকে শুরু হয় শবদ কীর্তন, মুখ বাকের পর দুপুর সাড়ে বারোটা নাগাদ হেমকুন্ড সাহিব গুরুদ্বারের মুখ্যগ্রন্থী ভাই মিলাপ সিং এর মাধ্যমে এ বছরের জন্য শেষবারের মতন অরদাস করেন। পরে বিশ্বকে করোনা মুক্ত করার জন্য প্রার্থনা করা হয়।

ছয়ের পাতায়

প্রমোটারের অস্বাভাবিক মৃত্যু ঘিরে বেহালার পর্ণশ্রীতে চাঞ্চল্য

কলকাতা, ১০ অক্টোবর (হি. স.): প্রমোটার ইন্দ্রজিত দাসের (৪৫) মৃত্যুর পর বেশ ক'ঘন্টা কেটে গেলেও মৃত্যুর সঠিক কারণ নিয়ে ধোঁয়াশা দেখা দিয়েছে। পর্ণশ্রীতে নিজের বাড়িতেই শুক্রবার সন্ধ্যায়েলায় আত্মঘাতী হন। পুলিশ এই ঘটনায় আত্মহত্যার অভিযোগ রুজু করে ঘটনার তদন্ত শুরু করলেও ইন্দ্রজিতবাবুর পরিবার বেশ কিছু গুরুতর প্রশ্ন তুলেছেন। সূত্রের খবর, ঘটনার সময় তাঁর বাড়িতে কেউ ছিল না। ইন্দ্রজিতবাবুর স্ত্রী ও তাঁর দুই মেয়ে বেরিয়েছিলেন বেহালা বাজারে কিছু প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র কিনতে। ফিরে এসে তাঁরা তিন তলায় উঠতে গিয়ে ইন্দ্রজিতবাবুকে দেখতে না পেয়েই চিন্তায় পড়ে যান। পড়ে চারতলার ছাদে তাঁর ঝুলন্ত দেহ দেখতে পান। সেই সময়ও জীবিত ছিলেন ইন্দ্রজিতবাবু। বড় মেয়েকে কিছু একটা বলার চেষ্টাও করছিলেন কিন্তু বলে উঠতে পারেননি। কারুর নাম বলতে চাইছিলেন কিনা তাও স্পষ্ট নয়।

খালি চোখে দেখলে মনে হবে আত্মহত্যা। ইন্দ্রজিতবাবুর পরিবারের দাবি, ২০১৭ সালে এক বাইক দুর্ঘটনায় ইন্দ্রজিতবাবুর ডান পায়ের হাড় সরে যায়। ভেঙে যায় কলারবোন। তারপর থেকেই কার্যত গৃহবন্দি জীবনযাপন করতেন তিনি। বাড়িতেও খুব বেশি হাঁটাচলা করতে পারতেন না। তাঁর বাড়ির লোকেদের প্রশ্ন, যিনি নিজে অন্যের সাহায্য ছাড়া হাঁটতে পারেন না, চলাফেরা করতে পারে না, এক ঘর থেকে অন্য ঘর এমনকি বাথরুম যেতে পারেন না, তিনি ফাঁকা বাড়িতে কিভাবে আত্মহত্যা করবেন? এই অবস্থায় তাঁর পক্ষে কেউ কেউ প্রশ্ন তুলছেন যে আত্মহত্যা নয় তো? এর পিছনে একাধিক লোক জড়িত থাকতে পারেন। ঘটনার পিছনে প্রমোটিং সংক্রান্ত বিবাদ ছাড়াও পুরাতন কোনও বিবাদও থাকতে পারে। পুলিশ অবশ্য ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে আর সব সম্ভবনাই খতিয়ে দেখছে।

পুজোর আগে শহরের খাবারের দোকান গুলোতে অভিযানে নামছে কলকাতা পুরসভা

কলকাতা, ১০ অক্টোবর (হি. স.): অন্যান্য বারের মত এবারেও দর্শনার্থীদের সুরক্ষায় আসন্ন দুর্গাপুজোর আগে শহরের হোটেল, রেস্তোরাঁ ও রাস্তার ধারের খাবারের স্টলগুলিতে খাবারের গুণমান পরীক্ষা করতে অভিযান চালাবে কলকাতা পুরসভা। আগামী ১৯ অক্টোবর থেকে অভিযানে শুরু করবে পুরকর্তৃপক্ষ ।অভিযান চলবে ৩০ অক্টোবর পর্যন্ত। পুর প্রশাসকবোর্ডের সদস্য অতীন বলেন, "এবছর কোভিড পরিস্থিতির জন্য হোটেল, রেস্তোরাঁগুলিতে অন্যান্য বছরের মত ভিড় না হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। ফলে আগের দিনে রান্না করে খাবার মজুত করে রেখে, পরের দিন সেই বাসি খাবার পরিবেশন করবার চেষ্টা করতে পারে অসাধু ব্যবসায়ীরা। এই প্রবণতা বন্ধ করতে খাদ্য সুরক্ষা আধিকারিকদের ফ্রিজ খুলে ও খাবার মজুত করার স্থানগুলি ভালো করে পরীক্ষা করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে" ।কোথাও কোনও রকম অনৈতিক ব্যবস্থা দেখলে সেক্ষেত্রে প্রয়োজনে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়ারও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

পাশাপাশি খাবারের ন্যূনতম গুণমান বজায় রাখার জন্যও ব্যবসায়ীদের সচেতন করা হবে বলে অতীনবাবু জানান। অতীনবাবু বলেন,শহরজুড়ে ৮ টি মোবাইল টিম ও একটি কেন্দ্রীয় দল খাবারের গুণমান যাচাই করার জন্য কাজ করবে। এক একটি দলে ৫ জন খাদ্য সুরক্ষা আধিকারিক সহ মোট ৯ জন করে সদস্য থাকবেন। এরপর কালীপুজো ও ভাইফোটার সময়ও পুরসভা অভিযান চালাবে বলে অতীনবাবু জানান।

বিজেপির সঙ্গ ছেড়ে কং-এ যোগ দিতে হাগ্রামার প্রতি আহ্বান এপিসিসি সভাপতি রিপুনের

পাঠশালা (অসম), ১০ অক্টোবর (হি.স.) : বিজেপি-র সঙ্গ ছেড়ে কংগ্রেসের হাত মজবুত করতে রাজ্য সরকারের অন্যতম শরিক বড়োল্যান্ড পিপলস ফ্রন্ট (বিপিএফ)-এর সর্বেসর্বা হাগ্রামা মহিলারিকে আহ্বান জানিয়েছেন অসম প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি রিপুন বরা। আজ শনিবার বরপেটা জেলার পাঠশালায় এসেছিলেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি রিপুন। রিপুনের দাবি, খুব শীঘ্রই কংগ্রেসে যোগ দেবেন বিজেপি-র বহু শীর্ষস্তরের নেতা ও কর্মী।

গতকাল শুক্রবার বরাক উপত্যকায় কংগ্রেসের দুই নেতা যথাক্রমে উধারবন্দের বিধায়ক রাজদীপ গোয়ালা এবং বড়খলার প্রাক্তন বিধায়ক রুমি নাথকে দল থেকে বহিষ্কার করেছেন রিপুন বরা। তাঁদের বিরুদ্ধে দলবিরোধী কার্যকলাপ তথা বিজেপির সঙ্গে দহরমের অভিযোগ ওঠায় এই পদক্ষেপ নিয়েছেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি। এ প্রসঙ্গে আজ এপিসিসি সভাপতি তথা রাজ্যসভার সদস্য রিপুন বরা দাবি করেছেন, খুব শীঘ্রই কংগ্রেসেও বিজেপির বেশ কয়েকজন শীর্ষ নেতা ও কর্মী যোগ দেবেন। হাগ্রামা মহিলারিকে বিজেপি-র সঙ্গ ছেড়ে আসার আহ্বান জানিয়ে রাজ্যে নবগঠিত সব আঞ্চলিক দলকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে তাঁর দলের অবস্থান মজবুত করার ডাকও দিয়েছেন বরা। তিনি বলেন, বিজেপিকে উৎখাত করতে হলে সব বিরোধী দলকে সম্মিলিত রাজনৈতিক সংগ্রাম শুরু করতে হবে। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, ২০২১-এর বিধানসভা নির্বাচনকে কেন্দ্র করে রাজ্যের শাসক-বিরোধী সব রাজনৈতিক দল ততররতা শুরু করেছে। ইতিমধ্যে কংগ্রেস সহ বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের বহু নেতা কর্মী, সামাজিক কার্যকর্তা, শিল্পী-কলাকুশলী বিজেপিতে যোগদান করেছেন।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ (পি বি এক্স), **আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

বলবিন্দর সিংকে পুলিশি হেনস্থা, প্রতিক্রিয়া সামাজিক মাধ্যমেও

কলকাতা, ১০ অক্টোবর (হি স). নবান্ন অভিযানে বলবিন্দর সিংকে পুলিশি হেনস্থা নিয়ে ভারতীয় ক্রিকেট দলের প্রাক্তন স্পিনার হরভজন সিং থেকে শিরোমনি অকালী দলের মুখপাত্র মনিজদার সিং শীর্ষ, পঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী ক্যাপ্টেন অমরেন্দ্র সিং থেকে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বাবুল সুপ্রিয়, প্রাক্তন রাজ্যপাল তথাগত রায় থেকে দিল্লির বিজেপি সম্পাদক ইম্প্রিট সিং বক্সি, দিল্লির আর এক বিজেপি নেতা তাজিন্দর পাল সিং বাগ্গা সরব হয়েছেন বিভিন্ন শ্রেনীর প্রভাবশালী মানুষ। প্রতিক্রিয়া শুরু হয়েছে সামাজিক মাধ্যমেও. ফেসবুকে দেবযানী ভট্টাচার্য লিখেছেন, "শিখের পাগে হাত পড়েছে।

আরও এক সাংবাদিক আক্রান্ত বিভিন্ন সংগঠনের তীব্র নিন্দা

আগরতলা, ১০ অক্টোবর।। দুষ্কৃতকারী কর্তৃক আক্রান্ত হলেন দৈনিক সংবাদ পত্রিকার কুমারঘাট প্রতিনিধি তপন বণিক। একটি সংবাদের সূত্র ধরে জনৈক ঠিকেদার ও ইঞ্জিনিয়ারের যোগসাজযে এই হামলার ঘটনাটি হয়েছে। শুক্রবার রাত ৮টা নাগাদ এই ঘটনাটি ঘটে শ্রী বণিকের ফটিকরায়স্থিত বাড়িতে। সাংবাদিক তপন বণিকের মা করোনা আক্রান্ত হওয়ায় সকলেই বর্তমানে বাড়িতে কোয়ারেন্টাইনে রয়েছেন। এরইমধ্যে রাতে আঁধারে দুষ্কৃতকারীরা তাকে বাড়ির গেইটের সামনে কথা বলবে বলে ডেকে নিয়ে আসে। এরমধ্যে আচমকাই গেইট ধাক্কা দিয়ে অপর দিক থেকে তার উপর আক্রমণ চালায় দুষ্কৃতকারীরা। উল্লেখ্য, ফটিকরায় স্কুলের সায়েন্স ল্যাবরেটরির একটি কাজ নিয়ে এলাকাবাসীর অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে শ্রী বণিক আরডি'র এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার শান্তনু ভৌমিকের প্রতিক্রিয়া জানতে চেয়েছিলেন। ইঞ্জিনিয়ারের সাথে কথা বলার ১০ মিনিটের মধ্যেই এই কাজের দায়িত্বপ্রাপ্ত ঠিকেদার আকাশ কর শ্রী বণিককে ফোন করে দেখে নেওয়ার হুমকি দেন। যথারীতি এদিন দলবল নিয়ে এসে রাতের আধারে বাড়ির গেইট ভাঙ্গচুর করে গেইটের অপর পাশ থেকে তার উপর আক্রমণ চালায়। কোনক্রমে শ্রী বণিক বাড়ির ভেতরে গিয়ে আত্মরক্ষা করেন। বাড়িতে কোয়ারেন্টাইনে থাকা অন্যরা তখন ভীত সন্ত্রস্থ হয়ে পড়েন। লক্ষ্যণীয় ঘটনা হলো- ফটিকরায় স্কুলের ওই সংবাদটি এদিন রাজ্যের অন্য একটি প্রভাতি দৈনিকে প্রকাশিত হলে এরজন্য দুষ্কৃতকারীরা তাকেই দোষারূপ করে এই আক্রমণ শানিয়েছে। এই হামলার সাথে যুক্ত রয়েছে আরডি'র ইঞ্জিনিয়ার শান্তনু ভৌমিকও। ত্রিপুরা ওয়ার্কিং জার্নালিস্টস এসোসিয়েশনের সদস্য তথা দৈনিক সংবাদের কুমারঘাট প্রতিনিধি তপন বণিকের উপর এই ন্যাক্কারজনক হামলার তীব্র নিন্দা প্রকাশ করছে ও এই ঘটনায় জড়িত প্রধান দুই অভিযুক্ত ঠিকেদার আকাশ কর ও ইঞ্জিনিয়ার শান্তনু ভৌমিককে গ্রেপ্তার করার দাবি জানাচ্ছে। সেই সাথে সাংবাদিক শ্রী বণিকের নিরাপত্তারও দাবি জানাচ্ছে এসোসিয়েশন। উল্লেখ্য, সাংবাদিক তপন বণিককে হুমকি দেওয়া হচ্ছে এই খবর পেয়ে এদিন এসেম্বলি অব জার্নালিস্টস এর পক্ষ থেকে একটি প্রতিনিধিদল তার সাথে দেখা করতে যায়। এর কয়েক ঘন্টার মধ্যেই হামলার ঘটনাটি ঘটেছে।

সাংবাদিক আক্রান্তের ঘটনায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছে আগরতলা প্রেসক্লাব। অবিলম্বে দোষীদের শাস্তির ব্যবস্থা করার দাবী জানিয়েছে আগরতলা প্রেসক্লাব। তাছাড়া ত্রিপুরা জার্নালিস্টস ইউনিয়নও ঘটনার নিন্দা করেছে এবং দোষীদের অবিলম্বে শাস্তির দাবী জানিয়েছে।

গোমতী জেলা হাসপাতালে চিকিৎসায় গাফিলতিতে শিশু মৃত্যুর অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ১০ অক্টোবর।। আবারও প্রশ্নচিহ্নের মুখে গোমতী জেলা হাসপাতালের চিকিৎসা পরিষেবা। চিকিৎসায় গাফিলতিতে সদ্যোজাত শিশুর মৃত্যুর অভিযোগে উত্তপ্ত হয়ে উঠে এবং চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে গোটা হাসপাতাল চত্বরে। ঘটনা, শনিবার উদয়পুর টেপানিয়াস্থিত গোমতী জেলা হাসপাতালে। অভিযোগের তীর চিকিৎসক ডাঃ জে কে দেবনাথ এর বিরুদ্ধে।

ঘটনার বিবরণে জানা যায়, গত তিন দিন আগে উদয়পুর কাকরাবন থানাধীন কুশামারার বাসিন্দা মৌসুমী দাস প্রসব যন্ত্রণায় ডাঃ জে কে দেবনাথ এর পরামর্শে গোমতী জেলা হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন ।শুক্রবারও বিভিন্ন পরীক্ষা নিরীক্ষা করে ডাক্তার জানান শিশু ও মা দুজনেই ভালো আছেন। যথারীতি শনিবার সকালে ডেলিভারি করা হয়। ডেলিভারি করার পর পরিবারকে জানানো হয়েছে গৃহবধূ মৌসুমী দাস মৃত সন্তান প্রসব করেছে। আর এতে দেখা দেয় বিপত্তি। যেখানে গত তিন দিন ধরে বলা হচ্ছে শিশু ও মা দুজনেই সুস্থ আছেন সেখানে কিভাবে মৃত সন্তান প্রসব করে। যার ফলে এই বিষয়ে চিকৎসায় গাফিলতির অভিযোগ এনেছে রোগীর পরিবারের লোকজন। এই বিষয়ে অভিযুক্ত চিকিৎসকের বিরুদ্ধে আর কে পুর থানায় অভিযোগ জানানো হবে বলে জানান পরিবারের লোকজন।

নেতাজী সুভাষ বিদ্যানিকেতনের প্রাক্তনীদের সামাজিক কর্মসূচি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ অক্টোবর।। নেতাজি সুভাষ বিদ্যানিকেতন এর প্রাক্তনীরা শনিবার জিবি ক্যান্সার হাসপাতালের সাফাই কর্মীদের সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করেছেন ।শুধু তাই নয় সাফাই কর্মীদের মধ্যে বস্ত্র বিতরণ এবং ফল মিষ্টি বিতরণ করা হয়েছে। বাৎসরিক কর্মসূচির অংশ হিসেবে নেতাজি সুভাষ বিদ্যানিকেতন এর প্রাক্তনীরা এই কর্মসূচি পালন করেন। নেতাজি সুভাষ বিদ্যানিকেতন এর প্রাক্তনীদের এই উদ্যোগের প্রশংসা করেছেন চিকিৎসকসহ সমাজের বিভিন্ন অংশের মানুষজন ।এই সামাজিক কাজে যুক্ত হয়ে নেতাজি সুভাষ বিদ্যানিকেতন এর এক প্রাক্তনী বলেন করোনা ভাইরাস সংক্রমণ জনিত পরিস্থিতিতে সাফাই কর্মীরা যেভাবে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে কাজ করে চলেছেন তাদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা একমাত্র লক্ষ্য। সমাজের সকল অংশের মানুষজনকে তাদের পাশে দাঁড়ানোর জন্য আহবান জানিয়েছেন নেতাজি সুভাষ বিদ্যানিকেতন এর প্রাক্তনীরা।

ডিএসআরের

পাচের পাতার পর

বহু গুরুত্বপূর্ণ অভিযানে তিন দশক ধরে স্নাইপার রাইফেলটি নিজের জাত চেনায়। কিন্তু সময়ের সাথে এর আধুনিকীকরণের প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। এবার দেশীয় প্রযুক্তি ব্যবহার করে এই স্নাইপার রাইফেলের আধুনিকীকরণ করা হবে।

সরব কংগ্রেস

পাচের পাতার পর

উল্লেখ করা যেতে পারে ন্যাশনাল ক্রাইম রেকর্ড ব্যুরো রিপোর্ট অনুযায়ী দেশজুড়ে মহিলাদের ওপর হওয়া অপরাধের হার বৃদ্ধি পেয়েছে ২৩.৩ শতাংশ। তপশিলি জাতির মহিলাদের ওপর হওয়া অপরাধের হার বৃদ্ধি পেয়েছে ১৮.৮ শতাংশ। তপশিলি জাতির অন্তর্ভুক্ত মহিলাদের ওপর ধর্ষণ হওয়ার ঘটনা বৃদ্ধি পেয়েছে ৩৭ শতাংশ।

ডেকোরেটর কর্মীরা

তিনের পাতার পর

করতে হচ্ছে, চতুর্থীৰ দিন থেকে মন্ডপ দর্শনার্থীদের জন্য খুলে দেওয়া হবে, ভিড় এড়াতে সমস্ত রকম ব্যবস্থা করা হয়েছে ।শহরের আর পুজো রাণে পার কর কমিটির মুখ্য পরিচালক মধু ডাঙ্গৰ বলেন এবার তাদের প্যান্ডেল ৫৫ ফুট চওড়া এবং ৭০ ফুট লম্বা।

অল ইন্ডিয়া মহিলা সাংস্কৃতিক সংগঠনের বিক্ষোভ কর্মসূচী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ অক্টোবর।। ত্রিপুরা সহ গোটা দেশজুড়ে নারী নির্যাতন ও নারীদের ওপর অত্যাচারের ঘটনা বৃদ্ধি পাওয়ায় উদ্বেগ প্রকাশ করেছে অল ইন্ডিয়া মহিলা সাংস্কৃতিক সংগঠন ।সংগঠনের পক্ষ থেকে শনিবার আগরতলা কর্নেল চৌমুহনীতে প্রতিবাদ বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করা হয়। প্রতিবাদ বিক্ষোভ কর্মসূচিতে শামিল হয়ে সংগঠনের নেতৃবৃন্দ বলেন রাজ্যে নারী নির্যাতন ক্রমাগত বৃদ্ধি পেয়েছে ।দেশের অন্যান্য রাজ্যগুলির যেভাবে নারী নির্যাতন ধর্ষণ ইত্যাদির ঘটনা ক্রমাগত বৃদ্ধি পেয়েছে তাতে নারীরা অসুরক্ষিত বলে মনে করছেন। নারী ক্ষমতায়নের স্লোগান কার্যত ব্যর্থতায় পর্যবসিত হচ্ছে ।নারীদের অধিকার সুরক্ষার পাশাপাশি নারীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য সংগঠনের পক্ষ থেকে সরকার এবং প্রশাসনের কাছে দাবি জানানো হয়েছে ।রাজ্যে মদ-জুয়া সহ অন্যান্য নেশার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার জন্য সমাজের সচেতন নাগরিকদের প্রতি সংগঠনের পক্ষ থেকে আহ্বান জানানো হয়েছে। নেতৃবৃন্দ বলেন নেশার কবলে পরিবার বহু পরিবার ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। জুয়া এবং নেশা থেকে পরিবার এবং সমাজকে দূরে রাখার জন্য সকলকে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করতেও অনুরোধ জানানো হয়েছে।

এক বছরের শিশুকে ফেলে মায়ের রহস্যজনক নিখোঁজ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ অক্টোবর।। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে পারিবারিক ঝগড়ার জেরে এক বছরের শিশুকে ফেলে বাড়ি থেকে নিখোঁজ হলেন স্ত্রী। নিখোঁজের নাম পিঙ্কি দাস ন স্বামীর নাম সঞ্জয় দেবনাথ। বাড়ি বিশালগড় থানা এলাকায়। সংবাদ সূত্রে জানা গেছে শুক্রবার বিকেল নাগাদ সঞ্জয় দেবনাথ এবং তার স্ত্রীর মধ্যে পারিবারিক বিষয় নিয়ে বাক-বিতণ্ডা হয়। বাকবিতন্ডা কিছুক্ষণ পরে এক বছরের শিশুকে বাড়িতে ফেলে স্ত্রী পিংকি নিখোঁজ হয়ে যায় ।সম্ভাব্য সব জায়গায় খোঁজাখুঁজি করেও তার কোন হদিস না পেয়ে শুক্রবার রাত দশটা নাগাদ স্বামী সঞ্জয় দেবনাথ বিশালগড় মহিলা থানায় এ ব্যাপারে সুনির্দিষ্ট একটি অভিযোগ দায়ের করেন। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। এখনো পর্যন্ত নিখোঁজ মহিলার কোন হদিস মেলেনি। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে।

রাজ্যের পৃথক স্থানে রক্তদান শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ অক্টোবর।। রাজ্যের ব্লাড ব্যাঙ্ক গুলিতে রক্তের যোগান তলানিতে এসে ঠেকেছে ।করোনা ভাইরাস সংক্রমণ জনিত পরিস্থিতিতে বিভিন্ন ক্লাব স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা সামাজিক সংস্থা সহ অন্যান্যরা রক্তদানে আশানুরূপভাবে এগিয়ে আসছে না ।এর ফলে ব্লাড ব্যাঙ্ক গুলিতে রক্তের সংকট তীব্র থেকে তীব্রতর আকার ধারণ করতে শুরু করেছে ।রক্তের যোগান সন্তোষজনক না হওয়ায় চিকিৎসা পরিষেবায় মারাত্মক সমস্যা তৈরি হচ্ছে ।মুমূর্ষ রোগীর চিকিৎসা পরিষেবা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন ।একতা মাথায় রেখেই রাজধানী আগরতলা শহরে শনিবার দুটি রক্তদান শিবির সংগঠিত হয় ।আগরতলা জগন্নাথ বাড়ি রোডে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া অফিসার্স এসোসিয়েশনের উদ্যোগে শনিবার রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হয়। শিবিরে মোট ৪০ জন স্বেচ্ছায় রক্ত দান করেন ।রক্ত দানের উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলতে গিয়ে সংগঠনের নেতৃবৃন্দ জানান কর্মসূচির অংশ হিসেবে তারা শনিবার এই রক্তদান শিবির সংঘটিত করেন। তারা জানান ব্যাংকের বেশ কিছু সংখ্যক কর্মী ও করুণা ভাইরাসে সংক্রমিত হয়েছে। তারপরও যেভাবে তারা রক্তদানে এগিয়ে এসেছেন তাতে তারা রীতিমতো আপ্লুত। ভবিষ্যতে এ ধরনের রক্তদান শিবির সংগঠিত করা হবে বলে সংগঠনের নেতৃবৃন্দ জানিয়েছেন।

এদিকে রাজধানী আগরতলা শহরে ত্রিপুরা রাজ্য বিক্রয় কর এসোসিয়েশনের উদ্যোগে রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হয়। রক্তদান শিবিরের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন উপমুখ্যমন্ত্রী শ্রী জিষ্ণু দেব বর্মন। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট সমাজসেবী রাজিব ভট্টাচার্য। রক্তদান শিবিরের উদ্বোধন করে উপভোগ করি জ্যেষ্ঠতা বর্মন বলেন রক্তদান মহৎ দান। রক্তদান জীবন দান। এর চেয়ে ভালো কাজ আর কিছু হতে পারে না বলে তিনি উল্লেখ করেন। উপমুখ্যমন্ত্রী বলেন বিজ্ঞানের অভুতপূর্ব উন্নতি সাধিত হলেও এখনো পর্যন্ত বিজ্ঞান রক্তের বিকল্প কোনো কিছু তৈরি করতে পারেনি। ল্যাবরেটরীতে রক্ত তৈরি করার মত কোন পদ্ধতি এখন পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয়নি ।অদূর ভবিষ্যতে তা সম্ভব হবে কিনা তা নিয়ে সংশয় প্রকাশ করেন উপমুখ্যমন্ত্রী ।তিনি বলেন একমাত্র রক্ত দানের মধ্য দিয়ে রক্তের চাহিদা পূরণ করা সম্ভব ।একাজে সমাজ সচেতন সকলকে এগিয়ে আসার জন্য আহ্বান জানিয়েছেন উপমুখ্যমন্ত্রী।

শান্তিরবাজারে ফের যান দুর্ঘটনায় আহত ৪ ব্যক্তি

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ১০ অক্টোবর।। ফের যান দুর্ঘটনায় আহত ৪ ব্যক্তি। ঘটনার বিবরনে জানাযায় শান্তির বাজার মহকুমার অন্তর্গত বীরচন্দ্র নগর এলাকায় বিলোনীয়া শান্তির বাজার যাতায়তের রাস্তায় টি আর ০৩ এ ০৬৯৩ নাম্বারের মারুতি ভেন ও টি আর ০৮ বি ৫৭২৭ নাম্বারের বাইকে মুখোমুখি সংঘর্ষ ঘটে। এতে করে বাইকে থাকা তিনজন ব্যক্তি ও গাড়ীতে থাকা একজন ব্যক্তি গুরুতর আহতহয়। দুর্ঘটনার সঙ্গে সঙ্গে দমকল বাহিনীর কর্মীরা ঘটনাস্থলে উপস্থিতহয়ে আহত ব্যক্তিদের বীরচন্দ্র প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে আসে। সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক বাইকে থাকা তিনজন ব্যক্তির অবস্থা আশঙ্কাজনক দেখে তিনজনকে গোমতী জেলা হাসপাতাল রেফার করে। অপরদিকে মারুতি গাড়ীতে থাকা আহত মহিলা যাত্রীকে চিকিৎসার জন্য শান্তির বাজার জেলা হাসপাতালে রেফারকরাহয়। বাইকে থাকা আহতরা হলো কুনাল সিং নেগি (২৫), সুজিত কুমার (২৪) ও অমিত কুমার (২৭)। এদের মধ্যে কুনাল সিং নেগির অবস্থা গুরতর আশঙ্কাজনক বলে জানাযায়। যানাযায় এই তিন ব্যক্তি বহিররাজ্য থেকে ত্রিপুরায় এসেছে বম্বে পান মশলা বিক্রির জন্য। তারা সকলে বিলোনিয়া হোটেলে ভারা থাকে বলে জানাযায়। অপরদিকে দুর্ঘটনায় আহত মহিলা বিলোনিয় মহকুমার গজারিয়ার বাসিন্দা। উনার নাম বেদমানী ত্রিপুরা। উনাকে শান্তির বাজার জেলা হাসপাতালে স্থানান্তিরত করাহয়েছে। গাড়ীটি মহিলার ছোটভাই চালাচ্ছিলো বলেজানাযায়। ঘটনার পর মনপাথর ফাঁড়ী থানার পুলিশ দুর্ঘটনাগ্রস্থ গাড়ী ও বাইকটিকে ঘটনাস্থল থেকে উদ্ধার করে মনপাথর ফাঁড়ী থানায় নিয়ে আসে।

সাহিবের দরজা

পাচের পাতার পর

হেমকুন্ড সাহিবের দরজা বন্ধ হওয়ার উপলক্ষে উপস্থিত ছিলেন হেমকুন্ড সাহিবের ম্যানেজমেন্ট ট্রাস্টের সাধারণ সম্পাদক সর্দার রবিন্দ্র সিং। কর্তৃপক্ষের তরফে জানানো হয়েছে এ বছর করোনার কারণে ৪ সেপ্টেম্বর হেমকুন্ড এর দরজা খুলে দেওয়া হয়েছিল। গত ৩৬ দিনের সাড়ে আট হাজার পুণ্যার্থী এখানে এসেছে ।এখানকার পবিত্র কুন্ডের জলে অনেকে স্নান করেছে ।করোনা বিধি মেনেই বিগত ৩৬ দিন ধরে পুণ্যার্থীরা এখানে এসেছে।

মোহনপুরে আদালত গড়ে তোলার জন্য জমি দেখলেন হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ অক্টোবর।। মোহনপুরে গড়ে উঠছে মহাকুমা আদালত। মহাকুমা আদালতের জমি দেখতে শনিবার এলাকা পরিদর্শনে যান হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি। সেখানে উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় বিধায়ক তথা রাজ্যের মন্ত্রী রতন লাল নাথ। আইনমন্ত্রী রতন লাল নাথ হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি কে স্বাগত জানান। সেখানে দীর্ঘক্ষণ তাদের মধ্যে আলোচনা হয় ।হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি মোহনপুরের কয়েকটি জমি পরিদর্শন করেছেন ।মোহনপুরের আজ যে কয়েকটি জায়গা পরিদর্শন করা হয়েছে সেই জায়গাতেই নতুন দালান বাড়ি তৈরি হবে বলে জানা গেছে।

সিধাইয়ে প্রচুর পরিমানে গাঁজা বাগান ধ্বংস

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ অক্টোবর।। সিধাই থানা এলাকায় শনিবার ভোর রাতে অভিযান চালিয়ে প্রচুর পরিমাণ গাঁজা বাগান ধ্বংস করে দিয়েছে পুলিশ ও নিরাপত্তা বাহিনীর জওয়ানরা ।সংবাদ সূত্রে জানা গেছে সুনির্দিষ্ট খবরের ভিত্তিতে মহকুমা পুলিশ আধিকারিক ডক্টর অমল বিকাশ মজুমদার এবং থানার ওসির নেতৃত্বে পুলিশ ও নিরাপত্তা বাহিনীর অভিযান চালায় ।অভিযান চালিয়ে প্রায় কুড়ি হাজার হাজার চারা কেটে ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছে। সংবাদ সূত্রে জানা গেছে ওই সব এলাকায় ব্যাপক হারে গাঁজা চাষ হচ্ছে। লকডাউন চলাকালে গাজা চাষীরা এ কাজে আরো উৎসাহিত হয়েছে বলে জানা গিয়েছে ।গাঁজা চাষ নিষিদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও একাংশের চাষে অধিক মুনাফার লোভে ঝুঁকি নিয়ে গাঁজা চাষ করে চলেছে। প্রশাসন ও গাজা চাষীদের বিরুদ্ধে কঠোর মনোভাব গ্রহণ করেছে ।গত কয়েকদিনে সিধাই থানা এলাকায় অভিযান চালিয়ে প্রচুর পরিমাণ কাজ আর যারা ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছে ।এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে বলে মহকুমা পুলিশ আধিকারিক ডক্টর কমল বিকাশ মজুমদার জানিয়েছেন। কোনভাবেই অবৈধভাবে নিষিদ্ধঘোষিত গাঁজার চাষ করা যাবে না বলে তিনি হুঁশিয়ারি দিয়েছেন। এসব বেআইনি কাজের বিরুদ্ধে কঠোর আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে বলেও তিনি জানান। অবশ্য গাজা ছাড়া ধ্বংস করা হলেও এই গাজা চাষে যুক্ত কাউকে আটক করা সম্ভব হয়নি। কারণ এই গাজা চাষি যুক্ত তাদের নামধম উদ্ধারের জন্য পুলিশ তৎপরতা শুরু করেছে। সংবাদ সূত্রটি জানিয়েছে ওই এলাকায় আরও ব্যাপক গাজার নার্সারি রয়েছে। পুলিশ তৎপরতা অব্যাহত রাখলে গাজা চাষীদের এই প্রয়াস বন্ধ করা সম্ভব হবে। উল্লেখ্য ত্রিপুরার মাটিতে উৎপাদিত রাজ্য এবং বহির রাষ্ট্রের প্রতি বছর পাচার হচ্ছে। গাঁজা চাষ করে বহু মানুষ লক্ষ লক্ষ টাকা কামাই করছেন। গাঁজা চাষ নিষিদ্ধ হওয়ার কারণেই গাজা চাষীদের সমস্যায় পড়তে হচ্ছে।

আটক গৃহকর্তা

আটের পাতার পর

চালিয়েছিল। বঙাইগাঁও রেলওয়ের লোকো বিভাগের কর্মচারী দেবরাজের বাড়িতে অভিযান চালিয়ে দুই ব্যাগ ভরতি টাকা বাজেয়াপ্ত করেছেন ডিএসপি সদর এবং সঙ্গীরা। টাকা ভরতি ব্যাগ সহ রেল কর্মচারী দেবরাজ দাসকে আটক করে থানায় নিয়ে আসা হয়েছে।

এদিকে সদর ডিএসপি মদনচন্দ্র কলিতাকে ঘটনা সম্পর্কে জানতে চাইলে তিনি বলেন, এখনই টাকার সঠিক পরিমাণ দেওয়া সম্ভব নয়। গোনা চলছে। বিকেলের দিকে টাকাগুলির উৎস এবং গোটা ঘটনা সম্পর্কে সাংবাদিকদের জানানো হবে বলে জানান সদর ডিএসপি।

উদ্ধার

● প্রথম পাতার পর

লোকজন রা ।অন্যান্য দিনের মতোই আজ ভোর রাতে তাপস ঘোষ এর স্ত্রী তাকে ডাকতে এসে লক্ষ করেন বিছানায় নেই তাপস ঘোষ। ঘুম থেকে ডেকে তুলেন তার পুত্রকে। শুরু হয় খোঁজাখুঁজি। খোঁজাখুঁজি করে পাশের বাড়িতে ঝুলন্ত অবস্থায় পাওয়া যায় তার মৃতদেহ। নিজের গায়ের শার্ট দিয়ে গলায় ফাঁস লাগিয়ে আত্মহত্যা র পথ বেছে নেয় তাপস ঘোষ নামের ওই ব্যক্তি। পরিবারের লোকজনের সঙ্গে সঙ্গে ঝুলন্ত দেহটি নিচে নামিয়ে নেন। তারপরে খবর দেওয়া হয় পুলিশকে। পুলিশ এসে লক্ষ করে মৃতদেহটি নামিয়ে ফেলেছেন পরিবারের লোকজন রা। এ ব্যাপারে পুলিশ মামলা গ্রহণ করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। পুলিশ আসার আগেই ঝুলন্ত মৃতদেহ নামিয়ে ফেলার ফলে নানা গুঞ্জন শুরু হয়েছে ।পুলিশ অবশ্য প্রাথমিকভাবে অস্বাভাবিক মৃত্যু জনিত মামলা গ্রহণ করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। কৃষ্ণনগরে ফাঁসিতে আত্মহত্যার সংবাদে এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছে।

ক্ষোভ

● প্রথম পাতার পর

মাধ্যমকে উনাদের রক্ত চক্ষুর সম্মুখিন হতেহয়।

অপরদিকে হাসপাতালে চিকিৎসারত রুগি ও হাসপাতালে থাকা রুগির আত্মীয় পরিজনরা পানিয়জলের অসুবিধার সম্মুখিন হতেহচ্ছে। হাসপাতালে থাকা সকলকে বাইরে থেকে পানীয়জল ক্রয় করে পানকরতেহচ্ছে। হাসপাতালে থাকা সমস্ত ফিল্টার ও জলের উৎস্যগুলি নষ্ট হয়েআছে। দক্ষিন জেলার স্বাস্থ্য আধিকারিক এই ব্যাপারে কোনোপ্রকার নজর দিচ্ছেনা বলে অভিযোগ। এখন দেখার বিষয় লোকজনের সুবিধার্থে স্বাস্থ্য পরিষেবার পরিকাঠামো উন্নয়নে দপ্তর কি প্রকার পদক্ষেপ গ্রহনকরেন।

মহিলাদের

● প্রথম পাতার পর

(এনসিআরবি)-র রিপোর্ট। তাতে উল্লেখ করা হয়েছে, ধর্ষণ থেকে অপহরণ, অ্যাসিড হামলা থেকে গার্হস্থ্য হিংসা মহিলাদের বিরুদ্ধে সব রকম অপরাধের গ্রাফই দেশে উর্ধমুখী। রিপোর্টে এও বলা হয়েছে, ২০১৯ জুড়ে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে প্রতিদিন গড়ে ৮৭ জন ধর্ষণের শিকার হয়েছেন। হাথরস এবং এনসিআরবি-র রিপোর্ট, ওই দুই জোড়া ফলায় বিদ্ধ হয়েই কেন্দ্রীয় সরকারের এই পদক্ষেপ বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞদের একাংশ।

নীতি দেবের

● প্রথম পাতার পর

সহযোগিতা করতে হবে। কারণ যতক্ষণ পর্যন্ত সমাজের প্রত্যেক ব্যাক্তি তাতে যোগদান করবেন না, ততক্ষণ পর্যন্ত পরিস্থিতিতে ইতিবাচক পরিবর্তন সম্ভব নয়। তাই, তিনি প্রশাসনের কাছে আগ্রহ প্রকাশ করেন, তাঁকে প্রদত্ত সুরক্ষা ব্যবস্থা সরিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা হোক।

অভিযান

● প্রথম পাতার পর

আনন্দকে নিরাপদে পালন করতে হবে। পূজার আনন্দে করোনা-র প্রকোপকে অবহেলা করা উচিত হবে না। তিনি বলেন, দুর্গোৎসব প্রতি বছর আসবে। এ-বছর অন্তত নিজেকে সুরক্ষিত রাখার চেষ্টা করতে হবে সবাইকে।

দেশ

● প্রথম পাতার পর

চলছে এমনটাই বললেন বিরোধী দলনেতা। সম্মেলনে এছাড়া উপস্থিত ছিলেন আইনজীবী শংকর দেব সহ অন্যান্য আইনজীবীরা।

রাজ্যের নয়া

● প্রথম পাতার পর

অর্থ দফতরের দায়িত্ব থেকে অতিরিক্ত মুখ্যসচিব এসকে রাকেশকেও অব্যাহতি দেওয়া হবে।

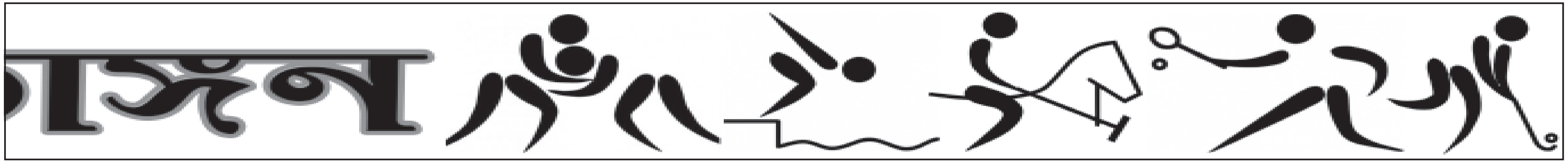

‘রিয়ালের বিপক্ষে পেনাল্টি পেতে পারত আথলেতিকও’

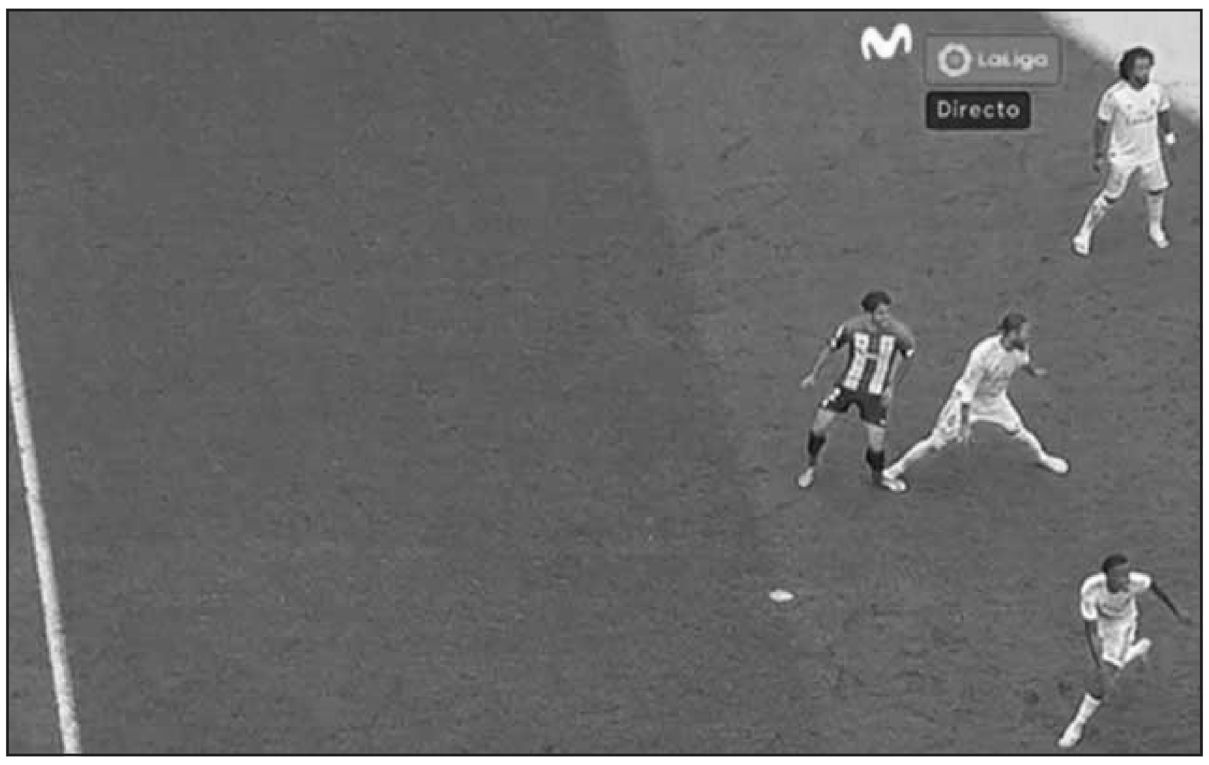

‘রেফারির সহায়তা পায় রিয়াল মাদ্রিদ’-লা লিগায় বেশ কিছুদিন ধরে চলা এই বিতর্কে নতুন মাত্রা যোগ করলেন সাবেক রেফারি ইতুরালদে। তার মতে, রিয়ালের পাওয়া পেনাল্টির সিদ্ধান্ত ঠিকই ছিল; তবে পেনাল্টি পেতে পারত আথলেতিক বিলবাও।সান মামেসে রোববার ম্যাচের ৭৩তম মিনিটে স্পট কিকে ম্যাচের একমাত্র গোলটি করেন সের্হিও রামোস। ডি-বক্সে মার্সেলো ফাউলের শিকার হলে ভিএআরের সাহায্যে পেনাল্টির বাঁশি বাজান রেফারি। ইতুরালদের মতে, এখানে সঠিক সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন রেফারি।“এটা পরিষ্কার পেনাল্টি। বলের সংস্পর্শে আসার সামান্য আগে ব্রাজিলিয়ানের পায়ে পাড়া দেন আতলেতিকোর খেলোয়াড়। এটি যে পেনাল্টি তাতে আমার মনে কোনো সন্দেহ নেই।”

এর কয়েক মিনিট পর রিয়ালের ডি-বক্সে রামোসের বাধায় পড়ে যান বিলবাও স্ট্রাইকার রাউল গার্সিয়া। রিপ্লেতে দেখা যায়, গার্সিয়ার পায়ের পাতা মাড়িয়ে দিয়েছিলেন রামোস।কারণ হিসেবে তখন কমেন্টেটরদের বলতে শোনা যায়, রামোসের ঘটনাটি ইচ্ছাকৃত ছিল না। তবে ইতুরালদের মতে, এটা পেনাল্টি ছিল, যা দেওয়া হয়নি। আর ইচ্ছাকৃত নাকি অনিচ্ছাকৃত বাধা, সেটা নতুন নিয়মে দেখা হয় না বলেও দাবি করেন তিনি।“এটাও পেনাল্টি।

ইচ্ছাকৃত বাধা কি না, সেটা এখনকার ফুটবলে আর বিবেচ্য নয়। আগের দিনে হলে হয়তো আমি এটা পেনাল্টি দিতাম না; কিন্তু বর্তমান নিয়মে এটা পেনাল্টি।”এই ম্যাচে ভিএআরের দায়িত্বে থাকা জিল মানসানোর দেখানো যুক্তি মানতে পারছেন না ইতুরালদে।

“ভিএরআরের দায়িত্বে থাকা জিল মানসানোর দাবি, প্রতিপক্ষকে ফেলে দেওয়ার কোনো অভিপ্রায় ছিল না রামোসের; কিন্তু এটা কোনো ইস্যু নয়। নিয়মের বই থেকে উদ্দেশ্যের বিষয়টি সরিয়ে ফেলা হয়েছে। তাই এটাও পেনাল্টি।”

আগের ম্যাচেও রামোসের একমাত্র পেনাল্টি গোলে জিতেছিল রিয়াল। তখনও ‘রিয়ালের পক্ষে রেফারি’ সাম্প্রতিক সময়ের চলমান এই আলোচনা-সমালোচনায় ঝড় উঠেছিল। আরও একবার তাদের জয়ের ম্যাচে রেফারির সিদ্ধান্ত নিয়ে প্রশ্ন উঠলো।ম্যাচটি জিতে শিরোপা দৌড়ে ৭ পয়েন্টে এগিয়ে গিয়েছিল রিয়াল। দিনের পরের ম্যাচে ভিয়ারিয়ালকে ৪-১ গোলে হারিয়ে ব্যবধানে ৪ পয়েন্টে নামিয়ে এনেছে দ্বিতীয় স্থানে থাকা বার্সেলোনা।

চাভির রেকর্ডের খুব কাছে মেসি

চলতি লা লিগায় সতীর্থকে দিয়ে আরেকটি গোল করাতে পারলেই প্রতিযোগিতাটির ইতিহাসে এক মৌসুমে সবচেয়ে বেশি অ্যাসিস্টের রেকর্ড স্পর্শ করবেন লিওনেল মেসি।মার্কার তথ্য মতে, আসরে সর্বোচ্চ ২০ অ্যাসিস্টের রেকর্ড মেসিরই সাবেক বার্সেলোনা সতীর্থ চাভি এরনান্দেসের। সাবেক এই তারকা মিডফিল্ডার ২০০৮-০৯ মৌসুমে রেকর্ডটি গড়েছিলেন। পাশাপাশি সেবার ছয়টি গোলও করেছিলেন তিনি।ভিয়ারিয়ালের বিপক্ষে রোববার বার্সেলোনার ৪-১ ব্যবধানের জয়ে দুটি গোলে ছিল মেসির অবদান। সব মিলে এখন পর্যন্ত এবারের লিগে ১৯ বার সতীর্থদের দিয়ে গোল করিয়েছেন বার্সেলোনা অধিনায়ক।এবার ২৯ ম্যাচে এই সংখ্যক অ্যাসিস্ট করিয়েছেন মেসি, পাশাপাশি সর্বোচ্চ ২২ গোলও তার। পিচিচি ট্রফির দৌড়ে তার চেয়ে ৫ গোল কম করে দ্বিতীয় স্থানে আছেন রিয়াল মাদ্রিদ ফরোয়ার্ড করিম বেনজেমা।

সমর্থকদের আশা রাখতে বললেন বার্সা কোচ

লিগ শিরোপা লড়াইয়ে দল পিছিয়ে পড়েছে অনেকখানি। তবে হাল ছাড়তে রাজি নন বার্সেলোনা কোচ কিকে সেতিয়েন। সমর্থকদেরও আশা ধরে রাখতে বললেন তিনি। জানালেন, শেষ পর্যন্ত লড়াই চালিয়ে যাওয়ার প্রত্যয়।কাম্প নউয়ে বুধবার বাংলাদেশ সময় রাত ২টায় লিগ টেবিলের তলানির দল এস্পানিওলের মুখোমুখি হবে বার্সেলোনা।নগর প্রতিদ্বন্দ্বীদের হারিয়ে শীর্ষে থাকা রিয়াল মাদ্রিদের সঙ্গে ব্যবধান ১ পয়েন্টে কমিয়ে আনার সুযোগ সেতিয়েনের দলের সামনে। ৩৪ ম্যাচে ২৩ জয় ও আট ড্রয়ে ৭৭ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে রয়েছে রিয়াল। সমান ম্যাচে ২২ জয় ও সাত ড্রয়ে ৭৩ পয়েন্ট নিয়ে দুইয়ে বার্সেলোনা।দুই দলেরই বাকি আছে চারটি করে ম্যাচ। কাগজ-কলমের হিসাবে এখনো শিরোপা ধরে রাখার সম্ভাবনা আছে বার্সেলোনার। তাই আশা হারাচ্ছেন না সেতিয়েন। মঙ্গলবার সংবাদ সম্মেলনে লক্ষ্য অর্জনে অন্তত নিজেদের কাজটা ঠিকঠাক করার কথা বলেন এই স্প্যানিশ কোচ।“অবশ্যই আমরা এখনও লিগ জিততে পারি। কাগজ-কলমে এখনও এটি সম্ভব। শেষ দিন পর্যন্ত আমাদের আশা ধরে রাখতে হবে।”“আমরা যা করতে পারি কেবল সেই দিকে আমাদের নজর দিতে হবে। ভালো খেলে জেতার চেষ্টা করতে হবে এবং এগিয়ে যেতে হবে। লিগ জিততে না পারলেও পরের মৌসুমের জন্য ভালো একটা ক্ষেত্র তো আমরা প্রস্তুত করতে পারি।”

বার্সার ডাগআউটে সেতিয়েনেই থাকছেন: বার্তোমেউ

টানা কয়েক ম্যাচের ব্যর্থতায় ফিকে হয়ে গেছে লিগ শিরোপার স্বপ্ন। বেশ কিছু বিষয়ে খেলোয়াড়দের সঙ্গে কোচের মতভেদের বিষয়ও প্রকাশ্যে এসেছে। তবে কিকে সেতিয়েনের ওপর আস্থা হারায়নি ক্লাব কর্তৃপক্ষ। আগামী মৌসুমেও বার্সেলোনার ডাগআউটে এই স্প্যানিয়ার্ড থাকবেন বলে জানিয়েছেন ক্লাবটির সভাপতি জোজেপ মারিয়া বার্তোমেউ।করোনাভাইরাস বিরতির পর ২ পয়েন্টে এগিয়ে থেকে লিগ শুরু করেছিল বার্সেলোনা। এরপর সেভিয়া, সেল্তা ভিগো ও আতলেতিকো মাদ্রিদের বিপক্ষে হোঁচট খায় তারা। সুযোগ কাজে লাগিয়ে শিরোপা দৌড়ে বার্সেলোনার চেয়ে ৪ পয়েন্টে এগিয়ে গেছে রিয়াল মাদ্রিদ।তবে, গত রোববার ভিয়ারিয়ালের বিপক্ষে বার্সেলোনার ৪-১ গোলে জেতা ম্যাচটি নতুনভাবে স্বপ্ন দেখাচ্ছে ক্লাবটির সমর্থকদের। অনেক দিন পর দেখা মেলে বার্সেলোনার সেই চিরচেনা রূপ, ছন্দময় ফুটবল।সেতিয়েনের ওপর থেকে তাই এখনই আস্থা হারাচ্ছে না বার্সেলোনা। কাতালান রেডিও আরএসিওয়ানকে মঙ্গলবার এমনটিই জানান ক্লাব প্রধান বার্তোমেউ।“অবশ্যই, সেতিয়েন দায়িত্বে থাকবেন। দল যেভাবে উন্নতি করছে, তাতে আমি বেশ খুশি। সেতিয়েন যেসব ক্ষেত্রে উন্নতি করেছে, গত কয়েক ম্যাচে তা আমরা দেখেছি।”এরনেস্তো ভালভেরদের কোচিংয়ে গত দুই মৌসুমে লিগ চ্যাম্পিয়ন হয় বার্সেলোনা। এবারও লিগ টেবিলের শীর্ষে ছিল দলটি। তবে, তার সময়ে বিশেষ করে ইউরোপ সেরার মঞ্চে দলটির পারফরম্যান্স ছিল না নজরকাড়া। গত জানুয়ারিতে তাকে ছাঁটাই করে সেতিয়েনকে দায়িত্ব দেয় কর্তৃপক্ষ। কিন্তু দলের পারফরম্যান্সে তেমন কোনো উন্নতি হয়নি। তাই প্রশ্ন উঠেছে, ভালভেরদের জায়গায় সেতিয়েনকে দায়িত্ব দেওয়া কতটা যৌক্তিক সিদ্ধান্ত। তবে এ বিষয়ে কোনো আফসোস নেই বার্তোমেউয়ের।“ভালভেরদেকে বরখাস্ত করায় আমি অনুতপ্ত নই। আমাদের দলের নতুন একটা প্রেরণার দরকার ছিল এবং সেতিয়েন নতুন পরিকল্পনা নিয়ে এসেছে।”

অনলাইনে কোচের নির্দেশনাও কাজে লাগছে: সুফিল

বিশ্বকাপ বাছাই উপলক্ষে জাতীয় ফুটবল দলের ক্যাম্প শুরুর কথা অগাস্টের প্রথম সপ্তাহে। করোনাভাইরাসের প্রাদুর্ভাবের কারণে ইংল্যান্ডে ছুটি কাটানো কোচ জেমি ডে ঠিকই কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপের মাধ্যমে। ফরোয়ার্ড মাহবুবুর রহমান সুফিলও জানালেন অনলাইনে পাওয়া কোচের নির্দেশনা কাজে আসছে তাদের।গত জুনে বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশনের সঙ্গে আরও দুই বছরের জন্য নতুন চুক্তি করেন ডে। তবে গত মে মাসে চুক্তি শেষ হয়ে গেলেও অনলাইনের মাধ্যমে জামাল-জীবন-সুফিলদের ফিটনেস ধরে রাখাসহ বিভিন্ন বিষয়ে নির্দেশনা দেওয়ার কাজটি চালিয়ে যাচ্ছিলেন এই ইংলিশ কোচ।বাফুফের মঙ্গলবার পাঠানো ভিডিও বার্তায় জাতীয় দলের ফরোয়ার্ড সুফিল জানালেন, ঘরে বসে থাকা সময়টাতে অনলাইনে কোচকে নানা অসুবিধার কথা জানিয়ে পরামর্শ নিচ্ছেন তারা।“গত দুই বছর যাবৎ তার কোচিং সত্যিই ফলপ্রসূ ছিল। আমাদের সাথে তার খুব সহজেই বোঝাপড়া গড়ে উঠেছে। আমরা তার প্রতি কৃতজ্ঞ। এই মহামারীতে আমরা যখন লকডাউনে, তখনও আমরা খুব সহজেই হোয়াটসঅ্যাপের মাধ্যমে তাকে কাছে পাচ্ছি, আমাদের অসুবিধাগুলো জানাতে পারছি এবং তিনি আমাদের সাথে সেগুলো নিয়ে কাজও করছেন।”ডের সহকারী হিসেবে স্থানীয় যারা কোচিং স্টাফ হিসেবে কাজ করছেন, তাদের কাছ থেকেও পরামর্শ পাওয়ার কথা জানালেন বসুন্ধরা কিংসের এই ফরোয়ার্ড।“বিদেশি কোচিং স্টাফদের সাথে স্থানীয় কোচরাও আমাদের সার্বক্ষণিক পরামর্শক ও প্রদর্শক হিসেবে নিয়োজিত থাকেন। যেমন (মাসুদ পারভেজ) কায়সার ভাইয়ের কথা যদি বলি, জেমির সকল কৌশল প্রয়োগের ক্ষেত্রে তার একটি কঠিন ভূমিকা থাকে।

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি
উন্নত মুদ্রণ
সাদা, কালো, রঙিন
নতুন ধারায়
রেণ্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস
জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন
প্রভুবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১
ফোন - ০৩৮১-২৩৮ ৪৯৮৪
ই-মেল : rainbowprintingworks@gmail.com

রাশিয়ার মধ্যস্থতা, সংঘর্ষ-বিরতিতে সম্মত আর্মেনিয়া-আজারবাইজান

মস্কো, ১০ অক্টোবর (হি.স.): সাময়িক সংঘর্ষ-বিরতিতে সম্মত হয়েছে আর্মেনিয়া এবং আজারবাইজান। বিতর্কিত নাগোরনো-কারাবাখ অঞ্চলের দখলদারি নিয়ে আজারবাইজান এবং আর্মেনিয়ার মধ্যে সংঘাত চলছে বহুদিন ধরেই। সংঘাতে মৃত্যু হয়েছে বহু মানুষের। অবশেষে, ১০ অক্টোবর দুপুর থেকেই সাময়িক সংঘর্ষ-বিরতিতে সম্মত হয়েছে আর্মেনিয়া এবং আজারবাইজান। শনিবার রাশিয়ার বিদেশমন্ত্রী সের্গেই ল্যাভরভ এ কথা জানান। রাশিয়ার মধ্যস্থতায়, রাশিয়ার রাজধানী মস্কোতে শুক্রবারই প্রথম উচ্চ-পর্যায়ের বৈঠকে বসেন আর্মেনিয়া ও আজারবাইজানের বিদেশমন্ত্রী। বৈঠক চলে প্রায় ১০ ঘন্টা। ওই বৈঠকেই সাময়িক সংঘর্ষ-বিরতিতে সম্মত হয়েছে আর্মেনিয়া ও আজারবাইজান। সের্গেই ল্যাভরভ জানিয়েছেন, দুই দেশ এখন আলোচনা শুরু করবে।

উল্লেখ্য, ৪,৪০০ বর্গকিলোমিটারের নাগোরনো-কারাবাখের অধিকার নিয়ে আর্মেনিয়া-আজারবাইজান মতবিরোধের সূচনা ১৯৮৮ সালে। ১৯৯১ সালে সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পর সদ্যস্বাধীন দুই দেশের মতবিরোধ গড়ায় সামরিক সংঘাতে। সোভিয়েত জমানায় আজারবাইজানের অন্তর্ভুক্ত এই অঞ্চলের প্রায় দেড় লক্ষ বাসিন্দার অধিকাংশই আর্মেনীয় খ্রিস্টান। ১৯৯৪ সালের সীমান্ত সংঘর্ষের পর থেকে নাগোরনো-কারাবাখ এবং আশপাশের বেশ কিছু অঞ্চল প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে আর্মেনিয়ার নিয়ন্ত্রণে। ২০১৬ সালেও ওই এলাকার দখল নিতে অভিযান চালিয়ে ব্যর্থ হয়েছিল আজারবাইজান ফৌজ। বিগত কয়েক বছরে সীমান্ত পরিস্থিতি নিয়ে একাধিক বার বৈঠক করেছে আর্মেনিয়া এবং আজারবাইজান। কিন্তু সাময়িক শান্তি ফিরলেও নাগোরনো-কারাবাখ নিয়ে কোনও সমাধান সূত্র মেলেনি।

ভারতে ৮.৫৭ কোটি করোনা-টেস্ট, সুস্থতা বেড়ে ৮৫.৮১ শতাংশ

নয়াদিল্লি, ১০ অক্টোবর (হি.স.): বাড়তে বাড়তে ভারতে ৮.৫৭ কোটির গণ্ডি ছাড়িয়ে গেল করোনা-পরীক্ষা। শনিবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে করোনা-টেস্টের সংখ্যা ৮,৫৭,৯৮,৬৯৮-এ পৌঁছে গেল। ভারতে বিগত ২৪ ঘন্টায় ১১.৬৪ লক্ষের বেশি করোনা-স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে। ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (আইসিএমআর) জানিয়েছে, ৯ অক্টোবর (শুক্রবার সারা দিনে) ভারতে ১১,৬৪,০১৮টি করোনা-স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে। সবমিলিয়ে এ পর্যন্ত দেশে ৮,৫৭,৯৮,৬৯৮টি স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে। মারণ করোনাকে পরাজিত করে ভারতে সুস্থতার সংখ্যা বাড়ছেই। একইসঙ্গে কমছে সক্রিয় রোগীর সংখ্যাও। শনিবার সকালে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, ভারতে মোট আক্রান্তের (৬৯,৭৯,৪২৪) ৮৫.৮১ শতাংশ করোনা-রোগী ইতিমধ্যেই সুস্থ হয়ে উঠেছেন। সক্রিয় করোনা-রোগীর সংখ্যা ৮,৮৩,১৮৫ (১২.৬৫ শতাংশ)। তবে, মৃত্যুর সংখ্যা প্রতিদিনই অস্বস্তি বাড়াচ্ছে, ভারতে মৃত্যুর সংখ্যা ১,০৭,৪১৬-তে পৌঁছেছে।

পুরোহিত হত্যায় ক্ষোভে ফুঁসছে পরিবার মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে কথা রাজ্যপালের

করৌলি (রাজস্থান), ১০ অক্টোবর (হি.স.): রাজস্থানের করৌলি জেলায় পুরোহিত হত্যায় ক্ষোভ ক্রমশই বাড়ছে পরিবারের সদস্যদের মধ্যে। ক্ষতিপূরণ-সহ একাধিক দাবিতে এবার ক্ষুব্ধ পরিবারের সদস্যরা জানিয়ে দিলেন, রাজস্থান সরকার যতক্ষন না পর্যন্ত তাঁদের সমস্ত দাবিদাওয়া পূরণ করছে, ততক্ষন পর্যন্ত পুরোহিতের দেহ সৎকার করবেন না তাঁরা। এই পরিস্থিতিতে শনিবার করৌলিতে পুরোহিত-হত্যা, বারমের ধর্ষণ মামলা এবং রাজ্যের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে রাজস্থানের মুখ্যমন্ত্রী অশোক গেহলটের সঙ্গে কথা বলেছেন রাজস্থানের রাজ্যপাল কলরাজ মিশ্র। উদ্বিগ্ন রাজ্যপালকে অশোক গেহলট আশ্বস্ত করে জানিয়েছেন, সমস্ত মামলার তদন্ত চলছে এবং দোষীদের কোনও ভাবেই রেয়াত করা হবে না।

রাজস্থানের রাজধানী জয়পুর থেকে ১৭৭ কিলোমিটার দূরে করৌলি জেলার বুকনা গ্রামে, একদল লোক কেরোসিন ঢেলে একজন পুরোহিতের গায়ে আগুন ধরিয়ে দেয় বলে অভিযোগ। পরে হাসপাতালে মৃত্যু হয় তাঁর। পুলিশ সূত্রে খবর, বুকনা গ্রামের রাধাকৃষ্ণ মন্দিরে পুজো করতেন বাবুলাল বৈষ্ণব নামের ওই ব্যক্তি। নিয়মিত যাতে তিনি পুজোআচ্চা চালিয়ে যান, তার জন্য তাঁকে মন্দিরের কেয়ারটেকার পুরোহিত নিযুক্ত করে রাধাকৃষ্ণ মন্দির ট্রাস্ট। জমি সংক্রান্ত বিবাদের জেরেই এই হত্যা বলে জানা যাচ্ছে।

ওই পুরোহিতের মৃত্যুর পর দু”দিন হয়ে গিয়েছে। কিন্তু, এখনও সৎকার করা হয়নি তাঁর দেহ। পরিবারের সদস্যরা জানিয়েছেন, রাজস্থান সরকার যতক্ষন না পর্যন্ত তাঁদের সমস্ত দাবিদাওয়া পূরণ করছে, ততক্ষন পর্যন্ত পুরোহিতের দেহ সৎকার করবেন না তাঁরা। শনিবার ললিত নামে ওই পুরোহিতের একজন আত্মীয় জানিয়েছেন, ”আমাদের দাবিদাওয়া পূরণ না হওয়া পর্যন্ত সৎকার করব না।

আমরা ৫০ লক্ষ টাকা আর্থিক ক্ষতিপূরণ এবং পরিবারের একজন সদস্যের সরকারি চাকরির দাবি জানাচ্ছি। সমস্ত অভিযুক্তকে গ্রেফতার করতে হবে এবং পটওয়ারীর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে হবে, যে সমস্ত পুলিশ কর্মী অভিযুক্তদের সমর্থন করেছে তাঁদেরও শাস্তি চাই। আমরা নিরাপত্তারও দাবি জানাচ্ছি।” এ প্রসঙ্গে করৌলির মহকুমা শাসক ওম প্রকাশ মীনা জানিয়েছেন, ”পুরোহিতের পরিবার একাধিক দাবিদাওয়া রেখেছে। তাঁদের দাবিদাওয়া সম্পর্কে সরকারকে অবগত করা হবে। মৃত্যুর পর যেহেতু দু”দিন হয়ে গিয়েছে, তাই দেহ সৎকার করার জন্য তাঁদের আমরা অনুরোধ করেছি।'

৩.৬ প্রাবল্যে কেঁপেছে মিজোরাম, গত ১১ মাসে ৪২ বার ভূমিকম্প উত্তরপূর্বে

গুয়াহাটি, ১০ অক্টোবর (হি.স.) : ফের ভূমিকম্পে কেঁপে উঠেছে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের মিজোরাম। আজ শনিবার ভোর ৬-টা ৯ মিনিটে চাম্পাই জেলা ও সংলগ্ন এলাকায় অনুভূত হয়েছে ভূমিকম্পের ঝাঁকুনি। রিখটার স্ক্যালে ভূমিকম্পের প্রাবল্য ধরা পড়েছে ৩.৬। মৃদু ভূকম্পনে এখনও কোনও ক্ষয়ক্ষতি বা হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি।

ন্যাশনাল সেন্টার ফর সিসমোলজির উদ্ধৃতি দিয়ে জানিয়েছে গুয়াহাটির আবহাওয়া বিজ্ঞান কেন্দ্র জানিয়েছে, ভূমিকম্পের উৎসস্থল ছিল চাম্পাইয়ের প্রায় পাঁচ কিলোমিটার গভীরে।

গতকাল শুক্রবার সকাল ৮:২১:১৬-টায় ৩.০ প্রাবল্যের ভূমিকম্প হয়েছে অরুণাচল প্রদেশের তাওয়াঙে। একইদিন মণিপুরে বেলা ৩:১২:৫০ সেকেন্ডে রিখটার স্ক্যালে ৩.৮ তীব্রতার ভূমিকম্প হয়েছে।

প্রসঙ্গত, উত্তর-পূর্বাঞ্চলের বিভিন্ন রাজ্যে ঘন ঘন ভূকম্প হচ্ছে। মণিপুর, অরুণাচল প্রদেশ এবং মিজোরামে গত কয়েক মাসে বেশ কয়েকবার ভূমিকম্প অনুভূত হয়েছে। ন্যাশনাল সেন্টার ফর সিসমোলোজির রিপোর্ট অনুযায়ী, মণিপুরে গত ১১ মে, ২৫ মে, ২৮ জুন, ৭ আগস্ট, ১১ অগাস্ট এবং ৩১ আগস্ট ভূমিকম্প হয়েছে। তেমনি অরুণাচল প্রদেশে গত ৭ এপ্রিল, ১৭ এপ্রিল, ১৭ মে, ৩০ জুলাই এবং ১২ আগস্ট, ২৪ আগস্ট ভূমিকম্প হয়েছে। এছাড়া, মিজোরাম এবং অসমেও একাধিকবার ভূমিকম্প হয়েছে।

একদিকে করোনা সংকট, অন্যদিকে ঘন ঘন সংঘটিত ভূমিকম্পে মানুষজন আতঙ্কিত। এরই সূত্রে এক জিজ্ঞাসার উত্তর দিতে গিয়ে গুয়াহাটিতে অবস্থিত আঞ্চলিক আবহাওয়া কেন্দ্রের সূত্রটি জানিয়েছে, গত ডিসেম্বর থেকে আজ পর্যন্ত উত্তর-পূর্বাঞ্চলে প্রায় ৪২ বার ভূমিকম্প হয়েছে। সিসমিকের হিসেবে উত্তর-পূর্বাঞ্চলকে পাঁচের মধ্যে রাখা হয়েছে। তাই এই অঞ্চলে ঘন-ঘন ভূকম্প সংঘটিত হয়। এ ব্যাপারে সতর্কতাই একমাত্র অবলম্বন বলে পরামর্শ দিয়েছেন বিজ্ঞানীরা।

আফগানিস্তানে ফের সন্ত্রাসী হামলা, হেরাত ও হেলমন্দে বিস্ফোরণে মৃত ৭

কাবুল, ১০ অক্টোবর (হি.স.): ল্যান্ডমাইন বিস্ফোরণে ফের রক্ত ঝরল আফগানিস্তানে। শনিবার আফগানিস্তানের হেরাত ও হেলমন্দ প্রদেশের পৃথক বিস্ফোরণে মৃত্যু হয়েছে ৭ জন সাধারণ নাগরিকের। আফগান প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের পক্ষ থেকে বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, শনিবার সকালে হেলমন্দ প্রদেশের গেরেশক জেলায় রাস্তার ধারে পুঁতে রাখা ল্যান্ডমাইন বিস্ফোরণ হয়। বিস্ফোরণে একটি যাত্রীবোঝাই বাস ক্ষতিগ্রস্ত হয়, ওই বাসের ৫ জন যাত্রীর মৃত্যু হয়। এছাড়াও ৯ জন যাত্রী আহত হয়েছেন। তালিবান জঙ্গিরাই ল্যান্ডমাইন পুঁতে রেখেছিল।

শুক্রবার সন্ধ্যায় অপর একটি বিস্ফোরণের ঘটনায় হেরাত প্রদেশে প্রাণ হারিয়েছেন দু”জন সাধারণ নাগরিক। শুক্রবার সন্ধ্যায় হেরাত প্রদেশের সিন্দান্দ জেলায়, হেরাত-কান্দাহার হাইওয়েতে পুঁতে রাখা ল্যান্ডলাইন স্পর্শ করে একটি যাত্রীবোঝাই বাস। ওই বিস্ফোরণে দু”জন সাধারণ নাগরিকের মৃত্যুর পাশাপাশি ১০ জন জখম হয়েছেন। উভয় হামলায় এখনও পর্যন্ত দায় স্বীকার করেনি কোনও জঙ্গি সংগঠন।

আলিগড়ে বাস উল্টে মৃত্যু ৩ জন যাত্রীর, শোকপ্রকাশ মুখ্যমন্ত্রীর

আলিগড় (উত্তর প্রদেশ), ১০ অক্টোবর (হি.স.): উত্তর প্রদেশের আলিগড়ে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উল্টে গেল যাত্রীবোঝাই একটি বাস। বাস উল্টে প্রাণ হারিয়েছেন ৩ জন যাত্রী, এছাড়াও ৫ জন যাত্রী গুরুতর আহত হয়েছেন। আহত যাত্রীদের উদ্ধার করে স্থানীয় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। শনিবার সকালে দুর্ঘটনাটি ঘটেছে আলিগড় জেলার তাপ্পাল এলাকায়। মৃত যাত্রীদের নাম ও পরিচয় জানা যায়নি।

পুলিশ সূত্রের খবর, শনিবার সকালে উত্তর প্রদেশের কানপুর থেকে দিল্লি অভিমুখে যাচ্ছিল একটি বেসরকারি বাস। ওই বাসে প্রায় ৪৫ জন যাত্রী ছিলেন, আলিগড় জেলার তাপ্পাল এলাকায় আচমকাই নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে বাসটি উল্টে যায়। দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয় ৩ জন যাত্রীর। এছাড়াও ৫ জন যাত্রী গুরুতর আহত হয়েছেন। এই দুর্ঘটনায় গভীর দুঃখপ্রকাশ করেছেন উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। দুর্ঘটনায় আহতদের সম্ভাব্য সমস্ত ধরনের সহায়তা প্রদানের জন্য জেলা প্রশাসনকে নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী।

পূর্ব লাদাখে মোতায়েন থাকা সেনা জওয়ানদের প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রীকে কটাক্ষ রাহুল গান্ধীর

নয়াদিল্লি, ১০ অক্টোবর (হি. স.): পূর্ব লাদাখে চিনা আগ্রাসন রুখতে যে সকল ভারতীয় সেনা জওয়ান মোতায়েন রয়েছে তাদের পর্যাপ্ত পরিমাণে পোশাক এবং অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা থেকে ক্রমাগত বঞ্চিত করা হয়ে চলেছে। এ নিয়ে ক্যাগের রিপোর্টও প্রকাশ্যে চলে এসেছে। সেই রিপোর্টের ওপর ভিত্তি করে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে সুর চড়ালো কংগ্রেস। শতাব্দীপ্রাচীন এই দলটির প্রাক্তন সভাপতি রাহুল গান্ধী কটাক্ষ করে জানিয়েছেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী নিজের জন্য ৮৪০০ কোটি টাকার বিমান নিতে পারেন। কিন্তু জওয়ানদের সুরক্ষা নিয়ে একেবারের জন্য ভাবিত নন প্রধানমন্ত্রী। শনিবার একটি ভিডিও টুইট করেন রাহুল গান্ধী। এই ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে যে একটি ট্রাকের ভেতরে কয়েকজন সেনা জওয়ান বসে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করছে। রাহুল গান্ধীর আপলোড করা ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে এক জওয়ান বলে চলেছে, ”নন বুলেটপ্রুফ গাড়িতে পাঠিয়ে আমাদের জীবন নিয়ে ছেলেখেলা করা হচ্ছে।” এই ভিডিওটি পোস্ট করে রাহুল গান্ধী লিখেছেন আমাদের সেনা জওয়ানদের নন বুলেটপ্রুফ গাড়িতে পাঠানো হয়েছে। আর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর জন্য ৮৪০০ কোটি টাকার বিমান। এটা কোন ধরনের ন্যায়? এর আগেও রাহুল গান্ধী প্রধানমন্ত্রীর নতুন বিমান নিয়ে কটাক্ষ করেছিলেন।শুক্রবার নিজের টুইট বার্তায় রাহুল গান্ধী লিখেছেন, প্রধানমন্ত্রী নিজের ব্যবহারের জন্য যে টাকার বিমান কিনেছেন, ওই টাকা দিয়ে আমাদের পূর্ব লাদাখে মোতায়ন থাকা জওয়ানদের জন্য অনেক কিছু কেনা যেত।ওই টাকা দিয়ে ৩০ লক্ষ গরম কাপড়, ৬০ লক্ষ জ্যাকেট, দস্তানা, ৬৭ লক্ষ ২০ হাজার জুতো, ১৬ লক্ষ ৮০ হাজার অক্সিজেন সিলিন্ডার।প্রধানমন্ত্রী নিজের ভাবমূর্তি নিয়ে চিন্তিত। সেনা জওয়ানদের চিন্তিত নন।

মেঘালয় : প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্তদের আর্থিক সহায়তায় ১ কোটি টাকা মঞ্জুর

শিলং, ১০ অক্টোবর (হি.স.) : প্রাকৃতিক দুর্যোগে মেঘালয়ে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারদের আর্থিক সহায়তার জন্য রাজ্য সরকার ১ কোটি টাকা অনুমোদন দিয়েছে। পূর্ব খাসিপাহাড়ের জন্য ৫০ লক্ষ টাকা, মকিরবাটের জন্য ২০ লক্ষ টাকা এবং নংস্টয়েনের জন্য ২০ লক্ষ টাকা অগ্রিম মঞ্জুর করা হয়েছে। রাজ্যের রাজস্বমন্ত্রী কিরমেন শাইলো জানিয়েছেন, প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত জেলার ডেপুটি কমিশনাররা (জেলাশাসক) ওই আর্থিক সহায়তা প্রদান করবেন।

প্রাকৃতিক দুর্যোগে পূর্ব খাসিপাহাড় জেলার শিলং ও পার্শবর্তী এলাকা, দক্ষিণ পশ্চিম খাসিপাহাড় জেলা, মকিরবাট, পশ্চিম খাসিপাহাড় এবং নংস্টয়েনে হতাহতের ঘটনা ঘটেছে। ভারী বৃষ্টিপাতে সংঘটিত ভূমিধসে বিভিন্ন স্থানে প্রচুর ক্ষতি হয়েছে। বহু বাড়িঘর ধূলিসাৎ হয়ে গেছে। ভূমিধসে ৮ জনের মৃত্যু হয়েছে। লুম্পারিঙে ৪ জন, পুলিশ রিজার্ভে ২ জন এবং মাদানরিটিং এবং মাওলাইয়ে ১ জনের মৃত্যু হয়েছে।

এদিকে, ভারী বৃষ্টিপাতে একটি জিপ গাড়ি নদীর জলে ভেসে গেছে। ওই জিপে ৮ জন যাত্রী ছিলেন। ৬ জনের মৃত্যু হয়েছে এবং ২ জন এখনও নিখোঁজ বলে জেলা প্রশাসন জানিয়েছে। প্রশাসনিক রিপোর্ট অনুযায়ী, পশ্চিম খাসিপাহাড় জেলায় বন্যার জলে একটি গাড়ি ভেসে গেছে। নংস্টয়েনে সংঘটিত ওই ঘটনায় ২ জনের মৃত্যু হয়েছে এবং একজন নিখোঁজ বলে জানা গেছে। অবশ্য, মেঘালয় সরকার প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষয়ক্ষতির নতুন করে রিপোর্ট তলব করেছে। সংশ্লিষ্ট জেলার ডেপুটি কমিশনারদের ওই রিপোর্ট তৈরি করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এতে আর্থিক সহায়তা প্রদানে সুবিধা হবে বলে মনে করছে রাজ্য সরকার। কারণ বহু এলাকা নতুন করে ক্ষয়ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে।

পুঞ্চে ফের সংঘর্ষ-বিরতি লঙ্ঘন, পাকিস্তানকে প্রত্যাঘাত ভারতের

শ্রীনগর, ১০ অক্টোবর (হি.স.): জম্মু ও কাশ্মীরের নিয়ন্ত্রণরেখা বরাবর গোলাগুলি বর্ষণ করে ফের হামলা চালাল পাকিস্তানি সেনাবাহিনী। শুক্রবার গভীর রাতে জম্মু ও কাশ্মীরের পুঞ্চ জেলার মানকোটে সেক্টরে, নিয়ন্ত্রণরেখা বরাবর গোলাগুলি বর্ষণ করে হামলা চালায় পাকিস্তানি সেনা। পাকিস্তানি সেনাবাহিনীকে হামলার যোগ্য জবাব ফিরিয়ে দিয়েছে ভারতীয় সেনাবাহিনী। পাক হামলায় হতাহতের কোনও খবর পাওয়া যায়নি।

ভারতীয় সেনাবাহিনীর পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, শুক্রবার গভীর রাত ১.৩০ মিনিট থেকে পুঞ্চ জেলার মানকোটে সেক্টরে, নিয়ন্ত্রণরেখা বরাবর গোলাগুলি বর্ষণ করে হামলা চালায় পাক সেনা। মর্টার শেল নিক্ষেপ করার পাশাপাশি অন্যান্য আগ্নেয়াস্ত্র থেকেও হামলা চালায় পাক সেনা। ভারতীয় সেনাবাহিনী হামলার যোগ্য জবাব ফিরিয়ে দিয়েছে।

দোরগোড়ায় দুর্গাপূজা করোনা-কাঁটায় বিদ্ধ করিমগঞ্জের জনমানসে নেই উচ্ছ্বাস

করিমগঞ্জ (অসম), ১০ অক্টোবর (হি.স.) : কোভিড-১৯ ভাইরাস প্রতিরোধে দীর্ঘ লকডাউনের পর সাধারণ জনজীবন ধীরে ধীরে স্বাভাবিক হচ্ছে। এরই মধ্যে সমাগত বাঙালির জাতীয় উৎসব দুর্গাপূজা। একদিকে আর্থিক সংকট এবং অপরদিকে প্রশাসনের বেঁধে দেওয়া নিয়মের গ্যাঁড়াকল, এই দুইয়ের যাঁতাকলে পড়ে প্রতি বছরের মতো এ বছর অবশ্য অনাড়ম্বরভাবে দুর্গোৎসব উদযাপিত হবে। ইতিমধ্যে আনন্দময়ীর আগমন বার্তাও মর্ত্যলোকে পৌঁছে গেছে। সে অনুসারে উৎসবপ্রেমী বাঙালিরা দেবীকে আহ্বান জানাতে সকল বাধাবিঘ্নকে উপেক্ষা করেও ধীরে ধীরে প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছেন। এবার দেবী দোলায় এসে গজে কৈলাসে ফিরে যাবেন।

এদিকে প্রথম দিকে কিছুটা সংশয়ে থাকলেও মৃৎশিল্পীরা চিন্ময়ী মায়ের মৃণ্ময়ী রূপ দিতে ধীরে ধীরে ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন। করোনাসুরের দাপটে এবার দুর্গোৎসবের আনন্দ যে অনেকটাই ম্লান তা মানুষের হাবেভাবে বোঝা যাচ্ছে। চলতি বছরের ২৪ মার্চ থেকে দীর্ঘ লকডাউনের ফলে মৃৎশিল্পীরা বেকার হয়ে পড়েছেন। দক্ষিণ অসমের করিমগঞ্জ জেলার বিভিন্ন অঞ্চলের মৃৎশিল্পীরা বিভিন্ন দেবদেবীর মূর্তি, মাটির বাসন, মাটির পুতুল, মাটির প্রদীপ সহ বিভিন্ন সামগ্রী বিক্রি করে পরিবার প্রতিপালন করে থাকেন। কিন্তু করোনা অতিমারির কারণে বিগত প্রায় ছয় সাত মাস থেকে তাঁদের সকল প্রকার কাজকর্ম বন্ধ হয়ে গেছে।

ফলে জেলার মৃৎশিল্পীরা একপ্রকার বেকার হয়ে আছেন।

বিশ্বকর্মা পূজা থেকে সরস্বতী পূজা পর্যন্ত প্রতিমা তৈরি করেই সারা বছরের রোজগার করে থাকেন মৃৎশিল্পীরা। কিন্তু এবার করোনার কাঁটায় শহর সহ গ্রামাঞ্চলে কোনও বিগ বাজেটের পুজো হচ্ছে না। তাই বড় প্রতিমারও কোনও অর্ডার নেই। একই সঙ্গে জেলার গ্রামাঞ্চলে বারোয়ারি পুজোও প্রায় নেই। ফলে মৃৎশিল্পীদের পাশাপাশি আলোকসজ্জা এবং মণ্ডপসজ্জার সঙ্গে জড়িত শিল্পীরাও আর্থিক সংকটে পড়েছেন।

করোনার দরুন কর্মসংস্থান হারানো সাধারণ জনতার মধ্যে নিস্তব্ধতার পরিবেশ বিরাজ করছে। কোথাও কোনও আনন্দোচ্ছাস নেই। ক্রেতার অভাবে বাজারেও ভিড়ভাট্টা নেই। অন্যান্য বছর এমন সময় গ্রাম থেকে শহরের বস্ত্র বিপণিগুলিতেও তিল ধরানোর জায়গা থাকত না। শুধু বস্ত্র বিপণী নয়, মণিহারী থেকে জুতোর দোকান সহ বিভিন্ন সমগ্রীর ছোট বড় প্রতিটি বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানে ক্রেতাদের ভিড় উপচে পড়ত। কিন্তু এবার করোনাসুরের দাপটে ব্যবসায়ীরা পসরা সাজিয়ে বসলেও ক্রেতার দেখা নেই। ফলে ছোট বড় প্রত্যেক ব্যবসায়ীর মাথায় হাত পড়েছে।

অন্যদিকে সাম্প্রতিককালে অনলাইন শোপিঙের কারণেও বাজারে ভিড় কম হচ্ছে বলে বহু ব্যবসায়ী মনে করেন। সাধারণ জনগণও করোনার জন্য ভিড় এড়াতে অনলাইন শোপিঙে দিকে ঝুঁকছেন। বিশেষ করে যুব প্রজন্মেরই অনলাইন শোপিঙের দিকে ঝোঁকটা বেশি বলে মনে করছেন বহু ব্যবসায়ী।

মণিপুরে জাতীয় সড়ক নির্মাণে স্বেচ্ছায় জমি দান করলেন ১১টি গ্রামের বাসিন্দা, কৃতজ্ঞ রাজ্য সরকার

ইমফল, ১০ অক্টোবর (হি.স.) : জাতীয় সড়ক নির্মাণের জন্য মণিপুরে ১১টি গ্রামের বাসিন্দারা স্বেচ্ছায় জমি দান করেছেন। রাজ্যের উন্নয়নে তাঁরাও অংশীদার হতে চাইছেন। তামেংলং এবং তৌসেম মহকুমার অন্তর্গত ওই ১১টি গ্রামের প্রতিনিধিরা এই ঘোষণা করেছেন। এই মহতী কাজের জন্য রাজ্যের বন ও পরিবেশ মন্ত্রী এবংবউ নিউমাই সংশ্লিষ্ট গ্রামবাসীদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন। ওই জমি পাওয়ায় তামেংলং থেকে হাফলং জাতীয় সড়ক নির্মাণ আরও সহজ হয়ে গেছে। মণিপুর প্রশাসনের জনৈক আধিকারিকের মতে, ওই জমির বাজারমূল্য কয়েক কোটি টাকা হবে।

বন ও পরিবেশ মন্ত্রী এবংবউ নিউমাই বলেন, ১১টি গ্রামের প্রতিনিধিরা লিখিতভাবে স্বেচ্ছায় জমি দান করার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন। তার বিনিময়ে সরকারের কাছ থেকে তাঁরা কোনও ক্ষতিপূরণ চাইছেন না। তাঁর দাবি, গ্রামবাসীরা রাজ্যের প্রগতি এবং উন্নয়নে অংশীদার হতে চাইছেন। তিনি বলেন, ওই গ্রামবাসীরা সমগ্র দেশবাসীর কাছে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। তিনি আবেগপ্রবণ হয়ে বলেন, মণিপুরে এই প্রথম সরকারি কাজের জন্য জমি দান করার বিনিময়ে কেউ কোনও ক্ষতিপূরণ দাবি করেননি।

মন্ত্রী জানান, তৌসেম মহকুমার তামেংলং-হাফলং জাতীয় সড়ক নির্মাণ কাজ এ-বছরের শেষের দিকে শুরু হবে। প্রসঙ্গত, নামতিরান, ফেললং, আজুরাম, চরামরাম, মানদেউ, তৌসেম, ফোকলং, কাতাংনাম ও কাটিয়াং এবং তামেংলং মহকুমার ডাইলং ও পুরাতন তামেংলং গ্রামের বাসিন্দারা জাতীয় সড়ক নির্মাণে স্বেচ্ছায় তাঁদের জমি দান করছেন।

বরপেটায় রেল কর্মচারী দেবরাজের বাড়িতে পুলিশি হানা, উদ্ধার প্রায় দু-কোটি টাকা, আটক গৃহকর্তা

বরপেটা (অসম), ১০ অক্টোবর (হি.স.) : বরপেটা শহরে রেল কর্মচারী জনৈক দেবরাজ দাসের বাড়িতে অভিযান চালিয়ে আয়ের সঙ্গে সংগতিহীন প্রায় দুই কোটি টাকা বাজেয়াপ্ত করেছে পুলিশ। অবৈধ উপায়ে মজুত বিশাল অঙ্কের টাকা সমেত গৃহকর্তা দেবরাজকে আটক করেছে বরপেটা পুলিশ।

আজ শনিবার ভোরের আলো ফোটার সঙ্গে সঙ্গে বরপেটা সদর ডিএসপি মদনচন্দ্র কলিতা সদর থানার সেকেন্ড অফিসার মুকসেদুর রহমান এবং বরপেটা টাউন দারোগা মুনীন্দ্র দাস সহ পুলিশেক এক দল নিয়ে শহরের গান্ধীনগরে অবস্থিত দেবরাজ দাসের বাড়িতে অভিযান চালান। গত রাত থেকে পুলিশের দলটি দেবরাজের বাড়িতে অভিযান চালানোর প্রস্তুতি

ছয়ের পাতায় দেখুন

করোনা-সংক্রমণ ৭০ লক্ষ ছুঁইছুঁই, ভারতে মৃত্যু বেড়ে ১,০৭,৪১৬ : স্বাস্থ্য মন্ত্রক

নয়াদিল্লি, ১০ অক্টোবর (হি.স.): করোনাভাইরাসের দৌরাত্ম্য ভারতে বেড়েই চলেছে। বাড়তে বাড়তে ভারতে ৭০-লক্ষের কাছাকাছি পৌঁছে গেল করোনা-সংক্রমণ। শনিবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা ৬৯,৭৯,৪২৪-এ পৌঁছে গেল। ভারতে বিগত ২৪ ঘন্টায় (শুক্রবার সারাদিনে) নতুন করে কোভিড-১৯ ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে ৯২৬ জনের মৃত্যু হয়েছে। শেষ ২৪ ঘন্টায় ভারতে নতুন করে সংক্রমিত হয়েছেন ৭৩,২৭২ জন। শনিবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে কোভিড-১৯ ভাইরাসে মৃতের সংখ্যা বেড়ে হল ১,০৭,৪১৬ জন এবং মোট সংক্রমিত ৬৯,৭৯,৪২৪ জন। এখনও পর্যন্ত করোনা-মুক্ত হয়েছেন ৫৯,৮৮,৮২৩ জন। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের রিপোর্ট অনুযায়ী, শনিবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে সক্রিয় করোনা রোগীর সংখ্যা ৮ লক্ষ ৮৩ হাজার ১৮৫।

কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক বুলেটিনে জানিয়েছে, ১,০৭,৪১৬ জনের মধ্যে আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে ৫৫ জনের মৃত্যু হয়েছে, অন্ধ্রপ্রদেশে ৬,১৫৯ জনের মৃত্যু হয়েছে, অরুণাচল প্রদেশে ২৩ জন, অসমে ৮০২ জন, বিহারে ৯৩৪ জনের, চন্ডীগড়ে ১৮৮ জন, ছত্তিশগড়ে ১১৯৬ জন, দাদর ও নগর হাভেলি এবং দমন ও দিউতে দু”জনের মৃত্যু হয়েছে, দিল্লিতে মৃত্যু হয়েছে ৫,৬৯২ জনের, গোয়া ৪৯১ জন, গুজরাটে ৩,৫৪৭ জনের, হরিয়ানায় ১,৫৬২ জনের, হিমাচল প্রদেশে ২৪৫ জনের, জম্মু-কাশ্মীরে ১,৩০৬ জনের, ঝাড়খণ্ডে ৭৮১ জনের, কর্ণাটকে ৯,৭৮৯ জন প্রাণ হারিয়েছেন, কেরলে ৯৫৫ জন, লাদাখে ৬৩ জন, মধ্যপ্রদেশে ২,৫৭৪ জন, মহারাষ্ট্রে ৩৯,৭৩২ জনের মৃত্যু হয়েছে, মণিপুরে ৮৬ জন, মেঘালয়ে ৬১ জন, নাগাল্যান্ডে ১৭ জন, ওড়িশায় ৯৯১ জনের, পুদুচেরিতে ৫৫৮ জন, পঞ্জাবে ৩,৭৭৩ জন, রাজস্থানে ১,৬২১ জনের, সিকিমে ৫৩ জন, তামিলনাড়ুতে ১,০১,২০ জন, তেলেঙ্গানায় ১,২১৭ জন, ত্রিপুরায় ৩১৩ জন, উত্তরাখণ্ডে ৭১৬ জন, উত্তর প্রদেশে ৬,২৯৩ জন এবং পশ্চিমবঙ্গে ৫,৫০১ জন প্রাণ হারিয়েছেন। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক বুলেটিনে জানিয়েছে, ভারতে এই মুহূর্তে মৃত্যু হয়েছে ১.৫৪ শতাংশ মানুষের, সুস্থ হয়েছেন ৮৫.৮১ শতাংশ মানুষ এবং চিকিৎসাধীন ১২.৬৫ শতাংশ মানুষ।

ভারতে ৮.৫৭ কোটি করোনা-টেস্ট, সুস্থতা বেড়ে ৮৫.৮১ শতাংশ

বাড়তে বাড়তে ভারতে ৮.৫৭ কোটির গণ্ডি ছাড়িয়ে গেল করোনা-পরীক্ষা। শনিবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে করোনা-টেস্টের সংখ্যা ৮,৫৭,৯৮,৬৯৮-এ পৌঁছে গেল। ভারতে বিগত ২৪ ঘন্টায় ১১.৬৪ লক্ষের বেশি করোনা-স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে। ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (আইসিএমআর) জানিয়েছে, ৯ অক্টোবর (শুক্রবার সারা দিনে) ভারতে ১১,৬৪,০১৮টি করোনা-স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে। সবমিলিয়ে এ পর্যন্ত দেশে ৮,৫৭,৯৮,৬৯৮টি স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে।

সাংবাদিক প্রয়াণে স্মরণ সভা আয়োজিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ১০ অক্টোবর।। তুমি রবে নীরবে... হৃদয়ে মম...

তেলিয়ামুড়া মহকুমার প্রেস ক্লাবের সভাপতি তথা রাজ্যের বরিষ্ঠ সাংবাদিক পবন পোদ্দারের প্রয়ানে আজও মহকুমার সাংবাদিক মহল শোকাচ্ছন্ন। এই পরিস্থিতিতে আজ তথা শনিবার দুপুর ১টা ৩০ মিনিট নাগাদ তেলিয়ামুড়ার কবি নজরুল দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ের হলঘরে তেলিয়ামুড়া মহকুা প্রেস ক্লাবের উদ্যোগে প্রয়াত বরিষ্ঠ সাংবাদিক পবন পোদ্দারের স্মৃতিতে স্মরণ সভার মাধ্যমে এক শ্রদ্ধা জ্ঞাপন অনুষ্ঠান করা হয়। প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করে উক্ত এই স্মরণ সভা অনুষ্ঠানের শুভ উদ্বোধন করেন ত্রিপুরা সরকারের মুখ্য সচেতক তথা তেলিয়ামুড়া বিধায়িকা শ্রীমতি কল্যাণী রায়। এছাড়াও আজকে প্রয়াত পবন পোদ্দারের এই স্মরণ সভা অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন তেলিয়ামুড়া প্রেস ক্লাবের সম্পাদক পার্থ সারথি রায়, সহ সভাপতি সজল দেব, তেলিয়ামুড়ার সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক শান্তনু বিকাশ দাস, প্রাক্তন বিধায়ক অশোক বৈদ্য, তেলিয়ামুড়া পুর পরিষদের চেয়ারম্যান নীতিন কুমার সাহা সহ তেলিয়ামুড়া মহকুমার সকাল আনুমানিক ৯টা ২০ মিনিট নাগাদ হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে নিজ বাড়িতেই প্রয়াত হয়েছেন তেলিয়ামুড়া মহকুমা প্রেস ক্লাবের সভাপতি তথা রাজ্যের বরিষ্ঠ সাংবাদিক পবন পোদ্দার। যদিও হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে নিজ বাড়িতেই এই অভিজ্ঞ বিশিষ্ট সাংবাদিকের জীবনাবসান হয়। তবে মৃত্যুকালে এই বরিষ্ঠ সাংবাদিকের বয়স হয়েছিল মাত্র ৬৭ বছর। কিন্তু ওনার এই অকাল প্রয়াণের অনেকটা দিন পেরিয়ে গেলেও তেলিয়ামুড়ার সকল সাংবাদিকরা আজও গভীরভাবে শোকাহত ও মর্মাহত। উল্লেখ্য, প্রয়াত বরিষ্ঠ সাংবাদিক পবন কুমার পোদ্দারের সাংবাদিকতার ইতিহাসে দিকে এক পলক ফেললেই দেখা যায় অজস্র স্মৃতি রেখে গেছেন তিনি। তিনি রাজ্যের প্রথম সাড়ির পত্রিকা দৈনিক সংবাদের তেলিয়ামুড়ার সাংবাদিক ছিলেন। উল্লেখ্য, ওনার সাংবাদিকতার জীবনে দীর্ঘ প্রায় ৪২ বছর ধরে এই দৈনিক সংবাদ পত্রিকার সঙ্গে জড়িত ছিলেন তিনি। পাশাপাশি তিনি খোয়াই জেলার বিভিন্ন সংবাদ ছিলেন তিনি। পাশাপাশি তিনি খোয়াই জেলার বিভিন্ন সংবাদ কর্মীদের অভিবাবক হিসেবেও কাজ করতেন সংবাদ এর স্বার্থে। তবে আকস্মিক সেই ১৮ সেপ্টেম্বর শুক্রবার সকাল ৯টা ২০ মিনিট নাগাদ তেলিয়ামুড়া মহকুমা প্রেস ক্লাবের সভাপতি পবন কুমার পোদ্দারের অকাল প্রয়াণে সব কিছুই যেনো আজও এলো মেলো হয়ে আছে। তথাপি ওনার সাংবাদিকতার কর্মেকৃতিত্বে আজও সহ কর্মীদের হৃদয়ে মননে পবন পোদ্দার অমলিন হয়ে আছে। আজ শনিবার প্রয়াত পবন পোদ্দারের স্মৃতিতে স্মরণ সভার মাধ্যমে তেলিয়ামুড়া মহকুার প্রেস ক্লাবের সকল সদস্যরা একে একে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন। পাশাপাশি এই স্মরণ সভায় উপস্থিত তেলিয়ামুড়া মহকুমা সকল সাংবাদিকরা পবন পোদ্দারের প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করে প্রয়াতের স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। তৎসঙ্গে বরিষ্ঠ সাংবাদিক পবন পোদ্দারের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে ১ মিনিট নিরপতা পালন করা হয়। সেই সঙ্গে তাঁর আত্মার চিরশান্তিও কামনা করলেন তেলিয়ামুড়া মহকুমা প্রেস ক্লাবের সকল সাংবাদিকরা। অতপর কবি নজরুল বিদ্যাভবনে আয়োজিত বরিষ্ঠ সাংবাদিক পবন পোদ্দারের স্মরণ সভায় ত্রিপুরা সরকারের মুখ্য সচেতক কল্যাণী রায় নিজ মন্তব্য ব্যক্ত পেশ করেন।

জায়গা বিক্রি
চম্পকনগর বাজারের অনতি দূরে ১৫১৫নং খতিয়ানের হালে ৯৪০৬/১২৭০৫ নং দাসের সম্যক মো ঃ ০.৫৭০ একর নাল ভূমি বিক্রয় হইবে। ক্রয় করতে ইচ্ছুক কোন উপজাতি ব্যক্তি অদ্যকার তারিখ থেকে আগামী ১০ (দশ) দিনের মধ্যে যোগাযোগ করুন।
মোবাইল- ৯৭৭৪৩০২৩৮১

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।